গ্রাম আদালত

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

মেয়াদ: ৩ দিন

অংশগ্রহণকারী: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য
ইউনিয়ন পরিষদ সচিব এবং গ্রাম পুলিশ

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

স্বত্ব
জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

রচনা
মো: সাইদুর রহমান, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
এনামুল হক, সিনিয়র ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
রীতা দাস, ট্রেনিং অফিসার, বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

সম্পাদনা পর্ষদ
তপন কুমার কর্মকার, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
ইকরামুল হক, অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
মোঃ গোলাম ইয়াহিয়া, পরিচালক (যুগ্ম-সচিব), প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
মো: এনামুল কাদের খান, যুগ্ম-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সৈয়দ মো: নূরুল বাসির, উপ-সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
সরদার মোঃ আসাদুজ্জামান, জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক, বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
কামরুন্নাহার, সহকারী পরিচালক, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট
এ জেহাদ সরকার, গবেষণা কর্মকর্তা, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

আইনি নীরিক্ষা
মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট (লিগ্যাল কমপ্লায়েন্স), বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প

প্রকাশকাল
জানুয়ারী ২০১৭

সহায়তা
বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প
স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার,পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

ISBN: 978-984-34-1711-4

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে, Activating Village Courts in Bangladesh Project এর প্রথম পর্যায় (২০০৯-২০১৫) সফলভাবে সমাপ্তির পর বাংলাদেশ সরকার, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি-এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় Activating Village Courts in Bangladesh Project (Phase II) (২০১৬-১৯) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মূল ভিত্তি হচ্ছে গ্রাম আদালত আইন এবং গ্রাম আদালত বিধিমালা। গ্রাম আদালত আইন বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে পল্লী এলাকায় ছোটখাটো বিরোধের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। এর মাধ্যমে পল্লী এলাকার জনসাধারণ, বিশেষ করে নারী, দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠি তাদের প্রতি সংঘটিত অন্যায়ের প্রতিকার স্থানীয় পর্যায়ে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রাম আদালত আইন যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক আদালতগুলোতে মামলার চাপ ও জট হ্রাস পাবে।

পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের বিকল্প নেই। গ্রাম আদালত আইন বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতা উন্নয়ন হলে তারা জনসাধারণের জন্য যথাযথভাবে বিচারিক সেবা নিশ্চিত করতে পারবে। সে লক্ষ্যে প্রকল্প কর্তৃক বহুবিধ কার্যক্রম গ্রহণসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও গঠনমূলকভাবে পরিচালনা করার জন্য এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল তৈরি করা হয়েছে। কেবলমাত্র এ প্রকল্প নয়, গ্রাম আদালত বিষয়ক যে কোনো প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদের সচিব এবং সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক ও এ সম্পর্কিত অন্যান্য অংশীজনদের প্রশিক্ষণের জন্য ম্যানুয়েলটি নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করবে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ প্রকল্পসহ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট ও গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকগণ মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন।

প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনা করলে জনসাধারণ ন্যায়বিচার লাভ করবে এবং গ্রাম আদালতের উপর তাদের আস্থা বৃদ্ধি পাবে। এর ফলে গ্রাম আদালতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে যা গ্রাম আদালতকে সক্রিয় করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। আমি আশা করি, গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নে এই ম্যানুয়েল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ম্যানুয়েলটির যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জনসাধারণ ন্যায়বিচার লাভ করলেই এই প্রকাশনা সার্থক হবে। এই ম্যানুয়েল তৈরী ও প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইউএনডিপি'কে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

১৫/১/২০১৭

(আবদুল মালেক)

সূচি

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কিছু কথা ০৬
মডিউলভিত্তিক আলোচ্যসূচি ০৭
প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি ১১
প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ১৪

মডিউল ১: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ধারণাসমূহ
অধিবেশন-১: প্রারম্ভিক আলোচনা ১৮
অধিবেশন-২: মৌলিক ধারণা: সমঝোতামূলক বিচার ২৫
অধিবেশন-৩: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ৩১
অধিবেশন-৪: মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি ৩৩

মডিউল ২: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬
অধিবেশন-৫: গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা ৩৬
অধিবেশন-৬: গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারী ও গ্রাম আদালত গঠনের আগে আপোষ ৫১
অধিবেশন-৭: প্রথম দিনের আলোচনার পুনরালোচনা ৬২
অধিবেশন-৮: গ্রাম আদালত গঠন, শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৬৩

মডিউল ৩: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন তৈরির কৌশল
অধিবেশন-৯: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় ৭৮
অধিবেশন-১০: পদ্ধতি, কতিপয় মামলা স্থানান্তর ও অন্যান্য ৮৯
অধিবেশন-১১: গ্রাম আদালতের উপর নির্মিত শিখন ভিডিও প্রদর্শন ৯৪
অধিবেশন-১২: ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার উপর ভূমিকা অভিনয় বা মক ট্রায়াল ৯৬
অধিবেশন-১৩: দ্বিতীয় দিনের আলোচনার পুনরালোচনা ৯৮
অধিবেশন-১৪: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি ১০০

মডিউল ৪: গ্রাম আদালতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, দায়-দায়িত্ব ও গ্রাম আদালতকে টেকসই করার কৌশল
অধিবেশন-১৫: গ্রাম আদালত কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব এবং গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক ১০২
অধিবেশন-১৬: গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলের প্রতিনিধিদের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ ১০৫
অধিবেশন-১৭: গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার ১০৮
অধিবেশন-১৮: গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা ১১০
অধিবেশন-১৯: কোর্স রিভিউ, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী ১১২

গ্রাম আদালতের ফরমসমূহ

কোর্স আউটলাইন: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং প্যানেল চেয়ারম্যানদের জন্য ১৩৫
কোর্স আউটলাইন: ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের জন্য ১৩৮
কোর্স আউটলাইন: ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের জন্য ১৪১
কোর্স আউটলাইন: গ্রাম পুলিশদের জন্য ১৪৫

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল ও প্রশিক্ষণ সম্পর্কে কিছু কথা

যাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) বাস্তবায়নের সাথে সরাসরি সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ যথা: ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, গ্রাম পুলিশ এবং গ্রাম আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রস্তুত করা হয়েছে।

এছাড়াও সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ যেমন: জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট বা National Institute of Local Government (NILG), বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট বা Judicial Administration Training Institute (JATI), বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি বা Bangladesh Civil Service Administration Academy (BCSAA), বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমীসহ অন্যান্য পুলিশ প্রশিক্ষণ ইনস্টিউটসমূহ, বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র বা Bangladesh Public Administration Training Centre (BPATC) বিশেষ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের সাথে সম্পৃক্ত রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের কারিকুলামে এ ম্যানুয়েলের কোন একটি নির্দিষ্ট মডিউল বা পুরো ম্যানুয়েলটি ব্যবহার করে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যাবে।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্যদের জন্য গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করতে কমপক্ষে ৩ দিন সময় লাগবে। তবে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের ক্ষেত্রে সময় লাগবে ৫ দিন। কারণ গ্রাম আদালতে আবেদনপত্র গ্রহণ থেকে শুরু করে যাবতীয় নথি প্রস্তুতকরণ,আদেশনামা লেখা এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করার দায়িত্ব ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের এবং গ্রাম আদালত পরিচালনায় এ কাজগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ।এজন্য উল্লিখিত বিষয়গুলোর ওপর তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে অনেক বেশি অনুশীলন করা জরুরী এবং সে জন্যই আরো ২ দিন বেশী সময় প্রয়োজন।

প্রশিক্ষণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, সচিব, গ্রাম পুলিশ এবং গ্রাম আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে অধিকতর কার্যকর গ্রাম আদালত পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, অতি দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের জন্য অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

এ প্রশিক্ষণ শেষে-

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, গ্রাম পুলিশ ও গ্রাম আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ

১) সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার ধরন, প্রকৃতি ও গ্রাম আদালতের সাথে এর সম্পর্ক এবং গ্রাম আদালতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

২) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত), গ্রাম আদালত বিধিমালা ২০১৬ এবং গ্রাম আদালত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩) দক্ষতা ও সংবেদনশীলতার[১] সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে পারবে।

[১]সংবেদনশীলতা হচ্ছে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও সহমর্মিতা। এ শ্রদ্ধাবোধ নারীর প্রতি, দরিদ্র মানুষের প্রতি, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতি-সর্বোপরি সাধারণ মানুষের প্রতি।

মডিউলভিত্তিক আলোচ্যসূচি

প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলটিকে ৪টি মডিউলে ভাগ করা হয়েছে। প্রত্যেক মডিউলে নির্দিষ্ট আলোচ্য বিষয় ও অধিবেশন পরিচালনার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ করার জন্য কী পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যেতে পারে, কী উপকরণ ব্যবহার করা যেতে পারে, কোন অধিবেশনের জন্য কত সময় লাগবে, কিভাবে অধিবেশন শুরু করতে হবে, কিভাবে শেষ করতে হবে তা উদাহরণসহ বর্ণনা করা হয়েছে।

তারপরও প্রশিক্ষক ভিন্ন ভিন্ন প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারবেন। নিম্নে ৪টি মডিউলের জন্য নির্ধারিত আলোচ্যসূচি উল্লেখ করা হলো।

মডিউল ১ঃ সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ধারণাসমূহ

- আইন, বিধিমালা ও বিচার
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ও সালিসি
- গ্রাম আদালত ও আদালত
- বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত
- গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্য
- গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি/ বৈশিষ্ট্য
- মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি
- ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যে পার্থক্য

মডিউল ২ঃ গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬

- গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬)
- গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭)
- গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলাসমূহ, তফসিলের প্রথম অংশ: ফৌজদারী মামলা, দ্বিতীয় অংশ: দেওয়ানী মামলা (ধারা-৩)
- গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪),
- আবেদনপত্র অগ্রাহ্য, রিভিশন (বিধি-৬ ও ৭)
- আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫)
- আদেশনামা (ফরম-৩), সমন জারি (বিধি-৮)
- দাবি বা বিবাদ স্বীকার (বিধি-৩১)
- গ্রাম আদালত গঠনে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯), গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫)
- লিখিত আপত্তি (বিধি-১১)
- সাক্ষীকে সমন দেওয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-১০)
- গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২)
- প্রাক বিচার (ধারা-৬খ)
- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল (ধারা-৮)
- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯)
- ডিক্রি রেজিস্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)

মডিউল ৩ঃ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন তৈরির কৌশল

- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯)
- ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২)
- জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪)
- মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা (ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫)
- গ্রাম আদালতের অবমাননা (ধারা-১১)
- জরিমানা আদায় (ধারা-১২)
- মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক)
- মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ)
- এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়া
- আদেশনামা
- নথি প্রস্তুতকরণ
- পদ্ধতি (ধারা-১৩)
- আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪)
- সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫)
- কতিপয় মামলার স্থানান্তর (ধারা-১৬)
- পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭)
- বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)
- গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও প্রর্দশন ও আলোচনা
- একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী মামলার ওপর পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন

মডিউল ৪ঃ গ্রাম আদালতের অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, দায়-দায়িত্ব ও গ্রাম আদালতকে টেকসই করার কৌশল

- গ্রাম আদালতের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম নিয়ে আলোচনা, পূরণ ও প্রতিবেদন তৈরির কৌশল (বিধি-২৭)
- গ্রাম আদালত সফলভাবে পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত সফলভাবে পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত সফলভাবে পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব
- মূল্যবোধ
- বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের আচরণবিধি
- গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণ প্রত্যাশা
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব
- মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত

- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে থানার সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা জজ আদালতের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের ফলো-আপ কৌশল
- পুরো কোর্সের রিভিউ
- প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন
- কোর্স মূল্যায়ন
- সমাপনী অনুষ্ঠান

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত প্রস্তুতি

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র[২] ব্যবহার করে পুরো প্রশিক্ষণ কোর্সটি পরিচালনা করা বাঞ্ছনীয়। ম্যানুয়েল লেখার সময় বয়স্ক শিক্ষার নীতিমালা বিশেষ করে পাওলো ফ্রেইরীর[৩] জীবনভিত্তিক শিখন তত্ত্ব অনুসরণ করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করার জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনায় রোল প্লে, কেস স্টাডি, উপস্থাপন আলোচনা, ছোট দলে আলোচনা, বড় দলে আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, বাজ গ্রুপ ডিসকাসন, প্রশ্নোত্তর, ছবি বিশ্লেষণ, লার্নিং জার্নাল, প্রদর্শন, সিমুলেশন, মক ট্রায়াল, ফিস বৌল, প্লেনারী প্রভৃতি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশিক্ষক প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার খুঁটিনাটি সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তন করতে পারবেন। বিষয়বস্তু অবিকল রেখে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় তার নিজের সৃজনশীলতা ব্যবহার করতে পারবেন। এর ফলে প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত যে সকল পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা সংযোজন করার মাধ্যমে ম্যানুয়েলটি আরো সমৃদ্ধ হবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণ

প্রশিক্ষণ তথ্যবহুল, প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করতে প্রশিক্ষণ উপকরণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাই, গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণে স্লাইড, ফ্লিপচার্ট, হ্যান্ডআউট, কেস স্টাডি, গ্রাম আদালতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফরম ও রেজিস্টার, প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন প্রশ্নপত্র ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। অধিবেশনসমূহের প্রাসঙ্গিকতা অক্ষুন্ন রেখে প্রশিক্ষক ইচ্ছে করলে আরো উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করে প্রশিক্ষণকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

প্রশিক্ষকের গুণাবলী

গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ শুধুমাত্র কোনো একটি সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ নয়; বরং এটি একটি দক্ষতাভিত্তিক আইন ও বিধিমালাকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ। যদিও অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতিতে এ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে, তবুও এ কোর্সের প্রশিক্ষকদেরকে গ্রাম আদালত বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনায় যথেষ্ট মাত্রায় দক্ষ হতে হবে। এছাড়া, সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থা, গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬, গ্রাম আদালতের ডকুমেন্টেশন পদ্ধতি, গ্রাম আদালতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষকের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে; অন্যথায় প্রশিক্ষণ ফলপ্রসূ হবে না। তাই এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে হলে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।

একজন প্রশিক্ষকের গুণাবলী ও দক্ষতা

১. প্রশিক্ষণ দেওয়া একটি স্মার্ট পেশা; এটি বিশ্বাস করা এবং অনুসরণ করা

২. প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকা

৩. বয়স্কদের শিখন কৌশল সম্পর্কে ধারণা থাকা

৪. বিষয় সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ও ধারণা থাকা

৫. প্রশিক্ষণ সামগ্রী ব্যবহারের দক্ষতা থাকা

৬. অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োগে দক্ষতা এবং নিজে কম কথা বলে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় সকলকে অভিজ্ঞতা বিনিময়ে আগ্রহী করার দক্ষতা থাকা

৭. শিখন প্রক্রিয়াকে আনন্দঘন করার দক্ষতা থাকা

৮. সহজ, সরল ও বোধগম্য ভাষায় কথা বলার দক্ষতা থাকা

৯. ভাল শ্রোতা হওয়া এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার গুনাবলী থাকা

---

[২] **অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন চক্র:** বয়স্করা জীবন থেকে শেখে, তাদের অভিজ্ঞতা আছে; তাই তাদের অভিজ্ঞতা প্রশিক্ষণে কাজে লাগাতে হবে। তাদের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে দিয়েই প্রতিটি অধিবেশন, প্রতিটি ধাপ শুরু করতে হবে।

[৩] **পাওলো ফ্রেইরী:** ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ, জীবনভিত্তিক বয়স্কশিক্ষার একজন অন্যতম গবেষক এবং প্রবর্তক।

১০. প্রশ্ন করার ও অন্যকে বোঝানোর দক্ষতা থাকা

১১. অধ্যাবসায়ী, আত্মবিশ্বাসী হওয়া

১২. সহজেই সকলের সাথে মিশে যাওয়া এবং পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার দক্ষতা থাকা

১৩. আত্ম-মূল্যায়নের মানসিকতা থাকা

১৪. উপস্থিত বুদ্ধি ও পরিমিতিবোধ সম্পন্ন হওয়া

১৫. রসবোধ থাকা এবং প্রশিক্ষণে রসবোধের ব্যবহার করার মানসিকতা থাকা

প্রশিক্ষণ ভেন্যু

প্রশিক্ষণকে সফল, প্রাণবন্ত, কার্যকরী, সৃজনশীল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে তুলতে হলে একটি ভালো ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হতে হবে। অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। তাই প্রশিক্ষণ ভেন্যু নির্বাচনের সময় অবশ্যই নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের প্রতি নজর দিতে হবে। যথা:

০১. প্রশিক্ষণ ভেন্যু যথাসম্ভব নিরিবিলি স্থানে হতে হবে, যেন গাড়ীর শব্দ বা অন্য কোনো কোলাহল কানে না আসে;

০২. ২৫-৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী স্বচ্ছন্দে বসতে পারে এমন একটি কক্ষ যাতে সহজে আলো বাতাস চলাচল করতে পারে। এর পরিসর এমন হতে হবে যেন অংশগ্রহণকারীগণ ইউ (U) আকৃতি, অর্ধচন্দ্রাকৃতি বা গোল হয়ে মুখোমুখি আলোচনার উপযোগী করে বসতে পারেন;

০৩. ছোট দলে আলোচনা করার জন্য পর্যাপ্ত জায়গা;

০৪. সার্বক্ষণিক বিদ্যুতের ব্যবস্থা;

০৫. আবাসিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে ভালো থাকার ব্যবস্থা, প্রশিক্ষণার্থীরা ভালো করে ঘুমাতে না পারলে প্রশিক্ষণে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাবে না। আবাসস্থলে খবরের কাগজ, টিভি ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে;

০৬. প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাবার নিশ্চিত করতে হবে;

০৭. ভেন্যুতে সার্বক্ষণিক পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে;

০৮. কমপক্ষে দুটো টয়লেট (পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা আলাদা) থাকতে হবে এবং সার্বক্ষণিক পানির সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। টয়লেটে সাবান, টিস্যু পেপার, ঝুড়ি, বালতি, মগ, বদনা এগুলো নিশ্চিত করতে হবে;

০৯. সর্বক্ষেত্রে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে; সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে আবাসস্থল, প্রশিক্ষণ কক্ষ, টয়লেট, ডাইনিংসহ সকল ক্ষেত্রে সার্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে হবে;

১০. প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকতে হবে, এজন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সামগ্রী সংগ্রহে রাখা বাঞ্ছনীয়।

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় স্টেশনারী

- নেম কার্ড
- প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য খাতা ও কলম
- বিভিন্ন রঙের পর্যাপ্ত আর্টলাইন পেন
- হোয়াইট বোর্ড, মার্কার পেন
- ফ্লিপ শীট, বিভিন্ন রঙের ভিপ কার্ড
- মাসকিং টেপ, বোর্ড পিন
- বিভিন্ন রঙের পোস্টার পেপার ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণ সামগ্রী

প্রশিক্ষণ কক্ষে যে সকল প্রশিক্ষণ সামগ্রী থাকা বাঞ্ছনীয়-

- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর
- মাল্টিমিডিয়া স্ক্রিন
- ল্যাপটপ/কম্পিউটার
- হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপচার্ট বোর্ড
- ভিপ কার্ড
- পর্যাপ্ত সংখ্যক বাস্কেট ইত্যাদি।

একজন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণকালীন কী কী উপকরণ পাবেন

১. গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর একটি হালনাগাদকৃত কপি

২. গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ এর একটি কপি

৩. গ্রাম আদালত আইনের সকল ফরম (অনুশীলনের জন্য)

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (নমুনা)

প্রথম দিবস

অধিবেশন	সময়	বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ
০১. প্রারম্ভিক আলোচনা	০৯.০০- ১০.৩০	রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য, পরিচয় পর্ব, প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন	বড় দলে আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	প্রশিক্ষণার্থী তালিকা, বোর্ড/ফ্লিপশীট, ভিপ কার্ড, প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা, স্লাইড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
মডিউল ১: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ধারণাসমূহ				
০২. মৌলিক ধারণা: সমঝোতামূলক বিচার	১০.৩০- ১১.০০	আইন, বিধিমালা ও বিচার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ও সালিসি, গ্রাম আদালত ও আদালত, বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত	বড় দলে আলোচনা, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
১১.০০-১১.৩০ চা বিরতি				
০৩. সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য	১১.৩০ - ১২.১৫	গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্য, গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি/ বৈশিষ্ট্য	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০৪. মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি	১২.১৫- ০১.০০	মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যে পার্থক্য	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০১.০০-০২.০০ দুপুরের খাবার বিরতি				
মডিউল ২: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত); গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬				
০৫. গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা	০২.০০- ০৩.০০	গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬), গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭), গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা (ধারা-৩), তফসিলের প্রথম অংশ: ফৌজদারী মামলা, তফসিলের দ্বিতীয় অংশ: দেওয়ানী মামলা	ব্রেইনস্টর্মিং, বড় দলে আলোচনা, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া
০৩.০০-০৩.৩০ চা বিরতি				
০৬. গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারী ও গ্রাম আদালত গঠনের আগে আপোষ	০৩.৩০- ০৫.০০	গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন (ধারা-৪), আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪), আবেদনপত্র অগ্রাহ্য, রিভিশন (বিধি-৬ ও ৭), আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫), আদেশনামা (ফরম-৩), সমন জারী (বিধি-৮), দাবি বা বিবাদ স্বীকার ও আপোষ (বিধি-৩১)	ছবি বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা-আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া, আবেদনপত্র (ফরম-১), মামলার রেজিস্টার (ফরম-২), প্রতিবাদীর প্রতি সমন (ফরম-৪), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), মামলার আদেশনামা (ফরম-৩), সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬), সদস্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-৭), আপোষনামা (ফরম-৯)

দ্বিতীয় দিবস

অধিবেশন	সময়	বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ
০৭. পুনরালোচনা	০৯.০০- ০৯.৩০	প্রথম দিনের আলোচনার পুনরালোচনা	লার্নিং জার্নাল, মোবাইল প্লেনারী	ভিপ কার্ড, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মাসকিং টেপ, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার, পোস্টার পেপার,
০৮. গ্রাম আদালত গঠন, শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ	০৯.৩০- ১১.০০	গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯), গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫), লিখিত আপত্তি (বিধি-১১) ও শুনানীর প্রস্তুতি, গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২), শপথ, প্রাক বিচার (ধারা- ৬খ), সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল (ধারা-৮), গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯), ডিক্রি রেজিস্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)	ছবি বিশ্লেষণ, ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বড় দলে আলোচনা	স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট, মার্কার, সাক্ষীর প্রতি সমন ফরম (ফরম-৫), সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬), সদস্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-৭), সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র (ফরম-৮), মামলার হাজিরা (ফরম-১০), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), ডিক্রি বা আদেশের ফরম (ফরম-১২), ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্টার (ফরম-১২)
১১.০০-১১.৩০ চা বিরতি				
মডিউল ৩: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন তৈরির কৌশল				
০৯. গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় (ধারা ৯-১৮)	১১.৩০- ০১.০০	সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯), ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২), জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪), মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা (ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫), সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা [ধারা-১০(২)], গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা (ধারা-১১), জরিমানা আদায় (ধারা-১২), মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক), মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ), এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া, আদেশনামা (ফরম-৩), নথি প্রস্তুতকরণ[৪]	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, বাজ গ্রুপ, বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট,মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টার (ফরম-১৩), ফিস/ জরিমানা রসিদ (ফরম-১৪), ফিস/ জরিমানা রেজিস্টার (ফরম-১৫), পত্র প্রদান রেজিস্টার (ফরম-১৬), অর্থ ও জরিমানা আদায় (ফরম-২০), আদেশনামার নমুনা, নথির জন্য সকল ফরম
০১.০০-০২.০০ দুপুরের খাবার বিরতি				
১০. পদ্ধতি, কতিপয় মামলা স্থানান্তর ও অন্যান্য	০২.০০- ০২.২০	পদ্ধতি (ধারা-১৩), আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪), সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫), কতিপয় মামলা স্থানান্তর (ধারা-১৬), পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭), বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বাজ গ্রুপ, বড় দলে আলোচনা	প্রয়োজনীয় ফরম, রেজিস্টার, কেস স্টাডি, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ ফরম (ফরম-২১)
১১. ভিডিও প্রদর্শন	০২.২০- ০৩.০০	গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত ভিডিও (শিখন উপকরণ) প্রদর্শন ও আলোচনা	প্রদর্শন ও আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্রিন, গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত ভিডিও (শিখন উপকরণ), ল্যাপটপ

[৪]ইউপি সচিবদের ক্ষেত্রে আদেশনামা, নথি তৈরি ও গ্রাম আদালতের অন্যান্য ডকুমেন্টেশনের অনুশীলন করার জন্য পুরো ২ দিন সময় রাখতে হবে।

অধিবেশন	সময়	বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ
		০৩.০০-০৩.৩০ চা বিরতি		
১২. মক ট্রায়াল	০৩.৩০- ০৫.০০	একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত ভূমিকা অভিনয় বা মক ট্রায়াল	সিমুলেশন, মক ট্রায়াল, বড় দলে আলোচনা	প্রয়োজনীয় ফরম, কেসস্টাডি, বোর্ড/ফ্লিপশীট, ভিপকার্ড, মার্কার

তৃতীয় দিবস

অধিবেশন	সময়	বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ
১৩. পুনরালোচনা	০৯.০০- ০৯.৩০	আগের দিনের আলোচনার পুনরালোচনা, প্রশিক্ষণার্থীদের উজ্জীবিত করা	লার্নিং জার্নাল, মোবাইল প্লেনারী	ভিপকার্ড, মার্কার, মাসকিং টেপ, ভিপবোর্ড, পোস্টার পেপার
১৪. প্রতিবেদন তৈরি	০৯.৩০- ১১.০০	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম নিয়ে আলোচনা, ফরম পূরণ অনুশীলন ও প্রতিবেদন তৈরি অনুশীলন	ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম-১৭ মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপ শীট
		১১.০০-১১.৩০ চা বিরতি		
		মডিউল ৪: গ্রাম আদালতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, দায়-দায়িত্ব ও গ্রাম আদালতকে টেকসই করার কৌশল		
১৫. ইউপি চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব	১১.৩০- ১২.১৫	গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়-দায়িত্ব, সদস্যদের দায়-দায়িত্ব, সচিবের দায়-দায়িত্ব, গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব, গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক	ব্রেইনস্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	পোস্টার পেপার, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার, মাসকিং টেপ
১৬. বিচারিক মূল্যবোধ	১২.১৫- ০১.০০	মূল্যবোধ, বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের আচারণবিধি, গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা	উপস্থাপনা-আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, বাজ গ্রুপ, প্রশ্নোত্তর, বড় দলে আলোচনা	পোস্টার পেপার, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
		০১.০০-০২.০০ দুপুরের খাবার বিরতি		
১৭. গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার	০২.০০- ০৩.০০	গ্রাম আদালত পরিচালনায় কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায়, শুনানী কিভাবে আরও নারীবান্ধব করা যায়, মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বাজ গ্রুপ, বড় দলে আলোচনা	ফ্লিপশীট/ বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া
		০৩.০০-০৩.৩০ চা বিরতি		
১৮. গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে অংশীজনের সম্পৃক্ততা	০৩.৩০- ০৪.১৫	গ্রাম আদালত কার্যকর করতে পুলিশ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যক্রমের ফলোআপ কৌশল	ব্রেইনস্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী, উপস্থাপন-আলোচনা	পোস্টার পেপার, মাসকিং টেপ, ফ্লিপশীট/ বোর্ড, মার্কার, ফ্লিপচার্ট/ স্লাইড, মাল্টিমিডিয়া
১৯. কোর্স রিভিউ	০৪.১৫- ০৫.০০	কোর্স রিভিউ, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠান	ফিস বৌল, বড় দলে আলোচনা ও ব্যক্তিগত কাজ	পোস্ট টেস্টের প্রশ্নপত্র, কোর্স মূল্যায়ন ফরম

মডিউল ১

সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার
মৌলিক ধারণাসমূহ

মৌলিক ধারণা:

- আইন, বিধিমালা, বিচার,
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ও সালিসি,
- গ্রাম আদালত, আদালত ও বিচার ব্যবস্থা
- গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্য
- গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি
- মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি
- ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার পার্থক্য

প্রথম দিবস

অধিবেশন ১

প্রারম্ভিক আলোচনা

আলোচ্য বিষয়

- রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য
- পরিচয় পর্ব
- প্রত্যাশা যাচাই
- প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি
- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য
- প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) একে অপরের সাথে পরিচিত হবে এবং অংশগ্রহণমূলক আলোচনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের জড়তা কেটে যাবে।

(খ) প্রশিক্ষণের নাম, ধরন, সময়, খাবার, বাসস্থান এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি বলতে পারবে।

(গ) প্রশিক্ষণে অবশ্য পালনীয় নিয়মনীতিগুলো নির্ধারণ করতে পারবে এবং মেনে চলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবে।

(ঘ) প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

সময় : ০৯.০০-১০.৩০ (৯০ মিনিট)।

পদ্ধতি : বড় দলে আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : প্রশিক্ষণার্থী তালিকা, ফ্লিপশীট/ বোর্ড, ভিপকার্ড, মার্কার, প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা, স্লাইড ও মাল্টিমিডিয়া।

ধাপ ১. রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য

১) রেজিস্ট্রেশন ফরম পূরণ করতে আহ্বান জানান। ফরমটি একটি ক্লিপবোর্ডে করে সকলের কাছে যাওয়া ও তা পূরণ করা নিশ্চিত করুন।

২) কুশলাদি জিজ্ঞেস করুন। বলুন- "গ্রাম আদালত বিষয়ক এ প্রশিক্ষণে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি, আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করছি। সকলের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে গ্রাম আদালত বিষয়ক এ প্রশিক্ষণটি আনন্দদায়ক হবে, পুরো সময়টুকু আমাদের সকলের কাছে উপভোগ্য হবে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি"।

৩) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান; উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ তাই সুন্দরভাবে এ অনুষ্ঠানটি আয়োজনে সহায়তা করুন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি যাতে আকর্ষণীয় হয় সে ব্যাপারে আয়োজকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন। এ ব্যাপারে আপনার কোনো ভালো ধারণা থাকলে আয়োজকদের সাথে শেয়ার করুন।

ধাপ ২. পরিচয় পর্ব

১) বলুন- এখন আমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হবো; তার জন্য যাকে সব থেকে কম জানি তাকে বন্ধু হিসেবে বেছে নেব, ৫ মিনিটে একে অপরের পরিচয় জানবো এবং বড় দলে এসে একে অপরকে পরিচয় করিয়ে দেব। বলুন এ ৫ মিনিট আমরা

কক্ষের বাইরেও যেতে পারি তবে ৫ মিনিটের বেশি সময় যাতে না নেই সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

২) পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলো বলতে হবে:

- বন্ধুর নাম
- ঠিকানা
- পারিবারিক বিষয়াদি
- পেশা
- পছন্দ
- অপছন্দ

৩) বলুন-পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় নির্ভুলভাবে বলতে পারা বাঞ্ছনীয়; কেউ ভুল করলে তাকে এ জন্য সামান্য মাশুল দিতে হবে। কি মাশুল দিতে হতে পারে তা সবাই মিলে ঠিক করুন (হতে পারে নাচ, গান বা অন্যান্য বিনোদনের বিষয়বস্তু)। ৫ মিনিট শেষে সবাইকে বড় দলে আসতে বলুন, জোড়ায় জোড়ায় বসতে বলুন এবং বড় দলে জোড়াভিত্তিক একে অপরকে পরিচয় করিয়ে দিতে বলুন; হাত তালি দিয়ে প্রত্যেক জোড়াকে উৎসাহিত করুন।

৪) এরপর নিম্নের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুন-

- থাকার ব্যবস্থা (আবাসিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে)
- খাবার (চা-বিরতিসহ)
- টয়লেট সুবিধাদি
- হোম ওয়ার্ক
- চলাফেরা
- অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে কথা বলুন।

৫) ধৈর্য ধরে কথা শুনুন- নিজে কম উত্তর দিন, অপরকে উত্তর দেওয়ার সুযোগ দিন, প্রয়োজনীয় সব বিষয় বলা হয়েছে কি না যাচাই করুন। আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে কারো কোনো অভিযোগ থাকলে প্রশিক্ষণ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সমাধান করুন।

৬) বলুন- এ প্রশিক্ষণ কোর্সটিতে আপনাদের প্রত্যেকের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রত্যাশা করছি। কারণ, কোর্সটির ধরনই এমন যে, আপনাদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া এটি সফলভাবে সম্পন্ন করা যাবে না।

ধাপ ৩. প্রত্যাশা যাচাই

১) বলুন- এটি গ্রাম আদালত বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ কোর্স। আগামী তিন দিন ধরে আমরা গ্রাম আদালত নিয়ে আলোচনা করবো। এ কোর্সটি কিভাবে এগুবে সে বিষয়ে আমাদের একটি ছোট-খাটো পরিকল্পনা রয়েছে। কিন্তু এ প্রশিক্ষণে আপনাদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ। প্রশিক্ষণ থেকে আপনাদের প্রত্যাশা কী সেটি জানাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২) প্রশ্ন করুন- "এই প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে আমরা কী জানতে চাই"? প্রশ্নটি বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। তাদেরকে বলার সুযোগ দিন, বলতে উৎসাহিত করুন।

৩) এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতগুলো হুবহু বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। সকলে অংশগ্রহণ করছে কি না খেয়াল রাখুন।

৪) মতামতগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লেখা শেষে সকলের সাথে আলোচনা করে 'প্রশিক্ষণ প্রত্যাশা' শীর্ষক একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করুন। কাউকে তালিকাটি পড়তে উৎসাহিত করুন। তালিকাটি প্রশিক্ষণ কক্ষের কোনো দৃশ্যমান স্থানে লাগিয়ে রাখুন।

ধাপ ৪. প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি

১) বলুন- এ প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করতে হলে, আনন্দদায়ক করতে হলে, সকলকে সব সময় প্রাণবন্ত রাখতে হলে প্রশিক্ষণকালীন সময়ে আমাদের কিছু নিয়মনীতি তৈরি করতে হবে এবং মেনে চলতে হবে। জিজ্ঞাসা করুন- কী কী নিয়মনীতি তৈরি ও মানলে আমরা একটি উপভোগ্য প্রশিক্ষণ কোর্স নিশ্চিত করতে পারবো?

২) জিজ্ঞাসা করুন- প্রশিক্ষণের নিয়মনীতিগুলো কী কী হওয়া উচিত? প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি আইডিয়া কোনো সংশোধন ছাড়া বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন এবং লেখা শেষে সকলের মতামত নিয়ে নিয়মনীতির একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করুন। তালিকাটি কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

৩) এরপর **প্রশিক্ষণের নিয়মনীতি শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০১)** দেখিয়ে আলোচনা করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের বের করা নিয়মনীতির সাথে স্লাইড বা ফ্লিপচার্টে বর্ণিত নিয়মনীতির মিল-অমিলগুলো বিশ্লেষণে সহায়তা করুন। সকলের মতামত নিয়ে একটি সাধারণ তালিকা তৈরি করুন এবং প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে সকলে দেখতে পায় এমন একটি স্থানে ঝুলিয়ে রাখুন। বলুন; এ প্রশিক্ষণে সকলে অংশগ্রহণ করবেন, খোলামনে কথা বলবেন, দায়িত্বশীল হবেন, সংবেদনশীলতার পরিচয় দেবেন তা আমরা সকলেই সকলের কাছ থেকে আশা করি। অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ দিন।

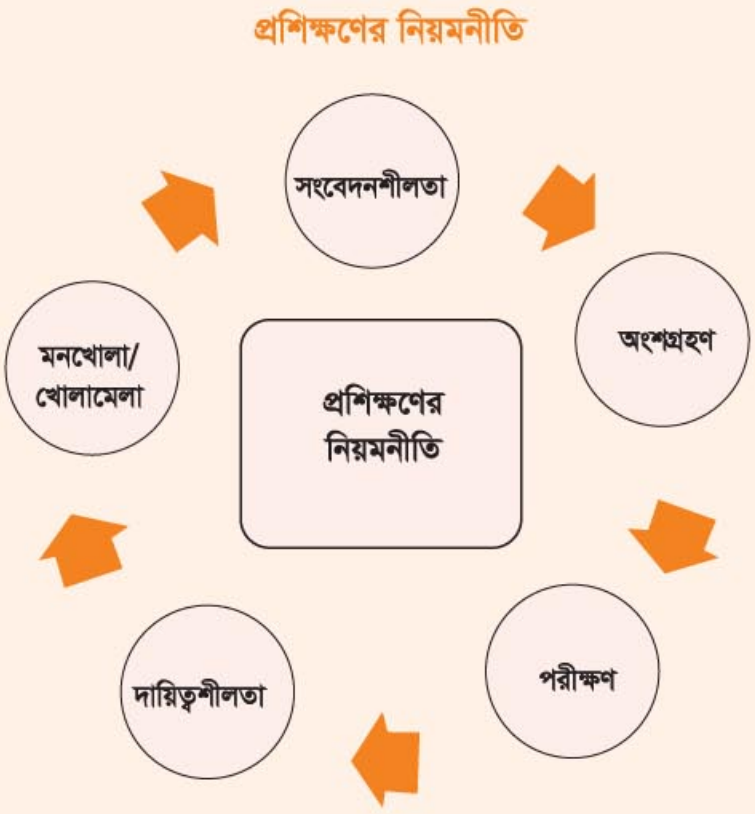

ধাপ ৫. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

১) জিজ্ঞাসা করুন- এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা কী উদ্দেশ্য অর্জন করতে চাই? আলোচনার মাধ্যমে এ প্রসঙ্গে সকলের মতামত বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে এক এক করে লিখুন। লেখা শেষে একজনকে পড়তে উৎসাহিত করুন। বলুন- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনে আমরা সবাই যত্নবান হব, দায়িত্বশীল হব এ প্রত্যাশা আমাদের সবার। এবার **প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০২)** বের করুন; কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং তাদের দেওয়া মতামতের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করুন, এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সবাই বুঝেছে কি না তা নিশ্চিত হোন।

প্রশিক্ষণের সামগ্রিক উদ্দেশ্য

ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মচারী এবং গ্রাম আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিদের জ্ঞান, দক্ষতা ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে কার্যকর গ্রাম আদালত পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে নারী, অতি দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত প্রান্তিক মানুষের জন্য স্বল্প সময়ে, স্বল্প খরচে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা।

প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ

এ প্রশিক্ষণ শেষে-

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব, গ্রাম পুলিশ ও গ্রাম আদালতের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণ

১। সমঝোতামূলক বিচারব্যবস্থার ধরন, প্রকৃতি, গ্রাম আদালতের সাথে সম্পর্ক এবং গ্রাম আদালতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

২। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত), গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে।

৩। দক্ষতা ও সংবেদনশীলতার সাথে গ্রাম আদালত পরিচালনা করতে পারবে।

২) বলুন- "গ্রাম আদালত সফলভাবে পরিচালনা করা প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের আইনি দায়িত্ব। রাষ্ট্রের একটি অতি প্রাচীন ও জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদ জনগণকে নানা প্রকার সেবা দিয়ে থাকে। গ্রাম আদালতের মাধ্যমে বিচারিক সেবা প্রদান ইউনিয়ন পরিষদের একটি অন্যতম বাধ্যবাধকতা। এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা গ্রাম আদালত সম্পর্কে ভালোভাবে জানবো এবং ফলপ্রসূভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনার কৌশলগুলো শিখবো; এটিই এ প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আমরা সকলেই অবদান রাখবো-এটিই প্রত্যাশা।

ধাপ ৬. প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন

১. বলুন- এখন আমরা একটি ছোট্ট প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করবো। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা প্রদান করুন। প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী তাদের নিজ নিজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী প্রশ্নমালা পূরণ করবে। বলুন-এর জন্য সময় রয়েছে ১৫ মিনিট। ১৫ মিনিটের মধ্যে আমাদের শেষ করতে হবে।

২. বলুন- প্রশ্নমালায় মোট ১৫টি প্রশ্ন আছে। প্রতিটি প্রশ্নের জন্য ৫টি করে উত্তর দেওয়া রয়েছে। প্রথমে ভালো করে প্রশ্নটি পড়তে হবে, তারপর উত্তরগুলো পড়তে হবে এবং তারপর সঠিক উত্তরটি বাছাই করে নম্বরটির ওপর টিক চিহ্ন দিতে হবে। একটি প্রশ্নের উত্তর লেখার পদ্ধতি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন এবং বুঝেছে কি না নিশ্চিত করুন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীগণ কর্তৃক প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন ফরম পূরণের পর তা সংগ্রহ করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রথম অধিবেশন শেষ করুন।

প্রশিক্ষণপূর্ব ও প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন প্রশ্নমালা

সময় ঃ ১৫ মিনিট তারিখঃ .....

প্রশিক্ষণের নামঃ .....প্রশিক্ষণ ভেন্যুঃ.....

প্রশিক্ষণার্থীর নামঃ .....

পদবীঃ [সঠিক অপশনে টিক (✓) চিহ্ন দিন] (১) ইউপি চেয়ারম্যান (২) ইউপি সদস্য (৩) ইউপি সচিব

ঠিকানাঃ জেলাঃ ..... উপজেলাঃ ..... ইউনিয়নঃ .....

প্রশ্ন	উত্তরমালা (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন)	
১. গ্রাম আদালত বলতে কি বুঝায়?	(১)	গ্রাম আদালত হচ্ছে যেকোনো বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গ্রাম পর্যায়ে গঠিত আদালত
	(২)	গ্রাম আদালত হচ্ছে উচ্চ আদালতের একটি শাখা আদালত
	(৩)	গ্রাম আদালত হচ্ছে আইন দ্বারা নির্ধারিত ছোট-খাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদে গঠিত আদালত
	(৪)	গ্রাম আদালত হচ্ছে পারিবারিক বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত আদালত
	(৫)	জানি না
২. গ্রাম আদালত কী ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পারে?	(১)	সম্পত্তির স্বত্বাধিকার ও জমির দখল পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত বিরোধ
	(২)	সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা মূল্যমান সম্বলিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী প্রকৃতির বিরোধ
	(৩)	চুরি, মারামারি, প্রতারণা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া সংক্রান্ত বিরোধ
	(৪)	উপরের সবগুলোই সঠিক
	(৫)	জানি না
৩. গ্রাম আদালত কিভাবে গঠিত হয়?	(১)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান এবং আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত ২ জন করে প্রতিনিধি (১ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি) মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে
	(২)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সচিব, ২ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও ১ জন স্থানীয় ব্যক্তি মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে
	(৩)	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও ২ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোট ৫ জন সদস্য নিয়ে
	(৪)	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও ২ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য মোট ৪ জন সদস্য নিয়ে
	(৫)	জানি না

প্রশ্ন	উত্তরমালা (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন)	
৪. গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কে?	(১)	ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান
	(২)	উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান
	(৩)	ইউনিয়ন পরিষদ সচিব
	(৪)	সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি
	(৫)	জানি না
৫. গ্রাম আদালত মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য কত টাকা জরিমানা করতে পারে?	(১)	অনধিক ৫০০ টাকা
	(২)	অনধিক ১,০০০ টাকা
	(৩)	অনধিক ৫,০০০ টাকা
	(৪)	অনধিক ১০,০০০ টাকা
	(৫)	জানি না
৬. গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলে কোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১ জন নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করা বাধ্যতামূলক?	(১)	যেকোনো মামলায় আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষের জন্য
	(২)	ফৌজদারী মামলার সাথে নাবালক এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সাথে নারীর স্বার্থ থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য
	(৩)	দেওয়ানী মামলার সাথে নাবালক বা নাবালিকার স্বার্থ জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষের জন্য
	(৪)	গ্রাম আদালতে বিচারক প্যানেলে নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়
	(৫)	জানি না
৭. গ্রাম আদালত সর্বোচ্চ কত টাকা মূল্যমানের মামলা নিষ্পত্তি করতে পারে?	(১)	সর্বোচ্চ ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত
	(২)	সর্বোচ্চ ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত
	(৩)	সর্বোচ্চ ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত
	(৪)	সর্বোচ্চ ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত
	(৫)	জানি না
৮. সাধারণতঃ গ্রাম আদালতের অধীনে শুনানীর কার্যক্রম শুরু হওয়ার দিন থেকে কত দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করতে হবে?	(১)	৩০ দিনের মধ্যে
	(২)	৬০ দিনের মধ্যে
	(৩)	৯০ দিনের মধ্যে
	(৪)	১০০ দিনের মধ্যে
	(৫)	জানি না
৯. গ্রাম আদালতে ফৌজদারী মামলার জন্য কত টাকা ফিস লাগে?	(১)	২ টাকা
	(২)	৪ টাকা
	(৩)	১০ টাকা
	(৪)	২০ টাকা
	(৫)	জানি না

প্রশ্ন	উত্তরমালা (সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন)	
১০. গ্রাম আদালতে দেওয়ানী মামলার জন্য কত টাকা ফিস লাগে?	(১)	২ টাকা
	(২)	৪ টাকা
	(৩)	১০ টাকা
	(৪)	২০ টাকা
	(৫)	জানি না
১১. গ্রাম আদালতে প্রাক বিচারের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি বলতে কী বোঝায়?	(১)	গ্রাম আদালত গঠনের পূর্বে পক্ষগণের মধ্যে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
	(২)	প্রথম অধিবেশনে গ্রাম আদালতের অনুরোধে পক্ষগণের মধ্যে আপোসের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তি
	(৩)	বিচারক প্যানেলের প্রতিনিধিদের অনুপস্থিতিতে পক্ষগণের সাক্ষীদের নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি
	(৪)	নির্বাহী ক্ষমতাবলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক ৪ জন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য নিয়ে বিরোধ নিষ্পত্তি
	(৫)	জানি না
১২. গ্রাম আদালতে একটি মামলার সিদ্ধান্ত কীভাবে গ্রহণ করা হয়?	(১)	গ্রাম আদালতের পাঁচ জন সদস্যের সর্বসম্মত (৫ঃ০) বা ৪ঃ১ বা ৩ঃ২ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে
	(২)	গ্রাম আদালতের চার জন সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত (৪ঃ০) বা ৩ঃ১ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে
	(৩)	গ্রাম আদালতের তিন জন সদস্যের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত (৩ঃ০) বা ২ঃ১ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে
	(৪)	উপরের (১) ও (২) নম্বর উত্তর সঠিক
	(৫)	জানি না
১৩. গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ কোন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আদালতে আপিল করতে পারে?	(১)	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত যদি ৩ঃ২ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়
	(২)	গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চার সদস্যের উপস্থিতিতে যদি ৩ঃ১ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হয়
	(৩)	গ্রাম আদালতের যে কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ উপযুক্ত আদালতে আপিল করতে পারে
	(৪)	গ্রাম আদালতের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই সংক্ষুব্ধ পক্ষ উপযুক্ত আদালতে আপিল করতে পারে না
	(৫)	জানি না
১৪. গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ কত দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে আপিল করতে পারে?	(১)	১৫ দিনের মধ্যে
	(২)	৩০ দিনের মধ্যে
	(৩)	৬০ দিনের মধ্যে
	(৪)	১২০ দিনের মধ্যে
	(৫)	জানি না
১৫. আপনার ইউনিয়নে বা এলাকায় গ্রাম আদালতের কার্যক্রম সম্পর্কে আপনার মতামত বলুন।	(১)	গ্রাম আদালত আইন অনুসারে পুরোপুরি সক্রিয়
	(২)	গ্রাম আদালত আইন অনুসারে আংশিক সক্রিয়
	(৩)	গ্রাম আদালত আইন অনুসারে সক্রিয় নেই
	(৪)	সালিসি প্রক্রিয়ায় বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়
	(৫)	জানি না

অধিবেশন ২

মৌলিক ধারণা: সমঝোতামূলক বিচার

আলোচ্য বিষয়

- আইন, বিধিমালা ও বিচার
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ও সালিসি
- গ্রাম আদালত ও আদালত
- বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) আইন, বিধিমালা, বিচার ও বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবে।

(খ) সালিসি, গ্রাম আদালত ও আদালত বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(গ) বাংলাদেশের আদালত কাঠামো এবং গ্রাম আদালতের সাথে এর যোগসূত্র সম্পর্কে বলতে পারবে।

সময় : ১০.৩০-১১.০০ (৩০ মিনিট)।

পদ্ধতি : বড় দলে আলোচনা, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট/ স্লাইড, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার, ফ্লিপশীট/ বোর্ড।

ধাপ ১. আইন, বিধিমালা ও বিচার

১. বলুন- এতক্ষণ আমরা এ প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা আইন, বিধিমালা, বিচার, এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

২. জিজ্ঞাসা করুন- আইন বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন। তাদের বলতে উৎসাহিত করুন। তারা হয়তো বলতে পারে- আইন হচ্ছে রাষ্ট্রীয় কিছু নিয়মনীতি। যারা বলবে তাদের প্রশংসা করুন, আলোচনা করুন।

৩. এবার **আইন শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৩)** বের করুন এবং কাউকে পড়তে বলুন। বলুন-"সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশই হচ্ছে আইন। যা না মানলে শাস্তি হয় বা জরিমানা হয় বা ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।" ব্যাখ্যা করুন এবং বলুন- আমাদের দেশে এ সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জাতীয় সংসদ। এজন্য প্রতিটি আইন জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস হতে হয়, গেজেট হতে হয়।

আইন

"সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের আদেশই হচ্ছে আইন। যা না মানলে শাস্তি হয় বা জরিমানা হয়। আমাদের দেশে এ সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হচ্ছে জাতীয় সংসদ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৫ অনুযায়ী জাতীয় সংসদই হচ্ছে মূল আইন **(Principle Legislation)** প্রণয়নের ক্ষেত্রে একমাত্র কর্তৃপক্ষ। তবে জাতীয় সংসদ কোনো আইন দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে অধঃস্তন আইন **(Delegated Legislation)** যেমন- আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকরতাসম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ **(delegate)** করতে পারে। এছাড়া জাতীয় সংসদ ভেঙে গেলে বা অধিবেশনে না থাকলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩ অনুযায়ী সাময়িক সময়ের জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন, যা সংসদের আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫২(১) অনুযায়ী কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং বাংলাদেশে আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো প্রথা বা রীতিকে আইন বলে।

এছাড়া, সংবিধানের ১১১ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আপিল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোনো বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধঃস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্য পালনীয় হবে।

সুতরাং সামগ্রিকভাবে আইন হচ্ছে সংসদের আইনসহ (Act of Parliament) অধ্যাদেশ, আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন, বিজ্ঞপ্তি ও অন্যান্য আইনগত দলিল এবং আইনের ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোনো প্রথা বা রীতিসহ উচ্চ আদালতের রায়।

১) বলুন- আইন বলতে বুঝায় কিছু নিয়ম-কানুন যা সমানভাবে সকলের জন্য প্রযোজ্য। যে মানদণ্ডের দ্বারা মানুষকে শৃঙ্খলার পথে আনা যায় তাকে আইন বলে। এক কথায় আইন হচ্ছে, 'মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত ও প্রয়োগকৃত নীতি, যা সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।'

২) প্রশিক্ষণার্থীরা বিষয়টি বুঝেছে কি না যাচাই করুন। এজন্য দু'একজনকে জিজ্ঞাসা করুন। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কী তা সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা করুন এবং বলুন যে, পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সীমাহীন ক্ষমতা থাকে বিধায় উহা সার্বভৌম। ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সম্পূর্ণ সার্বভৌম। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ, সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হলেও ব্রিটেনের পার্লামেন্টের মতো সম্পূর্ণ সার্বভৌম নয়।

৩) এখন বিধিমালা বলতে কী বুঝায় জিজ্ঞাসা করুন। উত্তর শুনুন। **বিধিমালা শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৩)** বের করে কোনো একজনকে পড়তে বলুন।

বিধিমালা

"সংসদ সাধারণত মূল আইনে মৌলিক **(substantive)** বিষয়ে বিধান করে থাকে এবং উক্ত আইনকে বাস্তবায়নের জন্য এর পদ্ধতিগত **(procedural)** বিষয়ে বিধান করার জন্য সরকারকে বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে থাকে। গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আইনের ধারা ২০ এ সরকারকে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। উক্ত ক্ষমতাবলে সরকার গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়ন করেছে। বলুন; আইনের অনুচ্ছেদকে বলা হয় ধারা এবং বিধিমালার অনুচ্ছেদকে বলা হয় বিধি। বলুন; আইন প্রণয়ন করে পার্লামেন্ট বা জাতীয় সংসদ আর বিধিমালা প্রণয়ন করে সরকার অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়।"

৪) আবারও বলুন- আইনের অনুচ্ছেদকে বলা হয় ধারা এবং বিধিমালার অনুচ্ছেদকে বলা হয় বিধি। বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না প্রশ্ন করে যাচাই করুন এবং পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হোন।

৫) বলুন- এখন আমরা আলোচনা করবো বিচার নিয়ে। জিজ্ঞাসা করুন- বিচার বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন। তাদের বলতে উৎসাহিত করুন। তারা হয়তো বলতে পারে- বিচার হচ্ছে শাসন করা, শাস্তি দেওয়া ইত্যাদি। যারা বলবে তাদের প্রশংসা করুন।

৬) এখন **বিচার শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৪)** বের করুন এবং কাউকে পড়তে বলুন; ব্যাখ্যা করুন।

বিচার

সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সহাবস্থান বজায় রাখার জন্য যে ব্যবস্থার মাধ্যমে ঝগড়া, কলহ, সংঘাত, সহিংসতা, বিরোধ নিরসন করা হয় তাকে বিচার বলে। বিচার অনানুষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে আনুষ্ঠানিকভাবেও হতে পারে।

আনুষ্ঠানিক বিচার অর্থ উপযুক্ত এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলার শুনানী যা কতিপয় ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রকাশ্য আদালতে বা জনসম্মুখে হয়ে থাকে। অপরাধের শিকার নারী, অভিযুক্ত বা অপরাধের শিকার শিশুর ক্ষেত্রে প্রকাশ্য আদালতে শুনানীর বিষয়ে ব্যতিক্রম রয়েছে। আনুষ্ঠানিক বিচারের সিদ্ধান্ত বা রায় মেনে চলতে পক্ষগণ আইনগতভাবে বাধ্য।

অনানুষ্ঠানিক বিচার সাধারণত স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে হয়ে থাকে, যা বাস্তবায়নের জন্য পক্ষগণকে আইনগতভাবে বাধ্য করা যায় না। এ ধরনের বিচার আইন অপেক্ষা নৈতিক ভিত্তির উপর অধিক নির্ভরশীল।

৭) বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন। এজন্য প্রশ্ন করুন প্রয়োজনে পুনরুল্লেখ করুন। যারা ভালো বুঝেছে তাদের মাধ্যমে পুনরায় বিষয়টির ওপর আলোচনা হতে পারে।

ধাপ ২. বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ও সালিসি

১) বলুন-এতক্ষণ আমরা আইন, বিধিমালা ও বিচার নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) কাকে বলে তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন-বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) কী? উত্তর শুনুন। জিজ্ঞাসা করুন-বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) কথাটি আমরা শুনেছি কি? এডিআর বলতে তারা কী বোঝে তা জানতে চেষ্টা করুন।

২) এরপর **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৪)** বের করে কাউকে পড়তে বলুন। আলোচনা করুন।

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর)

"এডিআর হচ্ছে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা। আনুষ্ঠানিক বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তে পক্ষগণের মধ্যে আপোষ মীমাংসার প্রচলিত পদ্ধতিকেই এডিআর বলে। দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর ৮৯এ, ৮৯বি এবং ৮৯সি ধারা, ১৯৮৫ সনের পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশে, ১৯৮৫ এর ১০ (৩) (৪) এবং ১৪ ধারানুসারে পরিচালিত এডিআর হচ্ছে এ পদ্ধতির যথার্থ উদাহরণ। ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ৩৪৫ ধারানুসারে আপোষযোগ্য মামলাগুলোও এডিআর এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যায়।"

৩) বলুন-এডিআর হচ্ছে বিরোধ নিষ্পত্তির বিকল্প ব্যবস্থা। আদালতের আনুষ্ঠানিকতামুক্ত বিরোধ মীমাংসার সকল পদ্ধতিই এডিআর এর আওতাভুক্ত।

৪) বলুন- এতক্ষণ আমরা আইন, বিধিমালা, বিচার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সালিসি নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- সালিসি বলতে আমরা কী বুঝি? উত্তর শুনুন। তারা সালিসি নিয়ে কী বলে বোঝার চেষ্টা করুন। তারা সালিসি নিয়ে ইতিবাচক কথাও বলতে পারে আবার নেতিবাচক কথাও বলতে পারে। আপনি কোনো পক্ষ নেবেন না।

৫) এখন **সালিসি শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা ০৪)** বের করে কাউকে পড়তে বলুন।

সালিসি

সালিসি হচ্ছে বিরোধ নিষ্পত্তির আপোষমূলক ব্যবস্থা। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের মধ্যস্থতায় বিরোধের পক্ষগণ স্বেচ্ছায় যে প্রক্রিয়ায় একটি উইন-উইন বা জিত-জিত সমাধানে পৌঁছে সে প্রক্রিয়াকে সালিসি বলে। সালিসিতে পক্ষগণ নিজেরা সিদ্ধান্তে পৌঁছে; সালিসকারী তাদের ওপর কোনো কিছু চাপিয়ে দেয় না। এক কথায় সালিসি হচ্ছে পক্ষগণের মধ্যে জিত-জিত সমাধান।

৬) বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন। এজন্য প্রশ্ন করুন প্রয়োজনে পুনরুল্লেখ করুন। যারা ভালো বুঝেছে তাদের মাধ্যমে পুনরায় বিষয়টির ওপর আলোচনা হতে পারে।

ধাপ ৩. গ্রাম আদালত ও আদালত

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা আইন, বিধিমালা, বিচার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), সালিসি-এগুলো আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালত নিয়ে আলোচনা করবো।

২) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত বলতে আমরা কী বুঝি? উত্তর শুনুন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রাম আদালত সম্পর্কে জানতে পারে। তাদের বলার সুযোগ দিন। তাদের জানায় ভুল থাকতে পারে, কিন্তু তাদের কথা শুনতে হবে।

৩) এখন **গ্রাম আদালত শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৫)** বের করে কাউকে পড়তে বলুন। বলুন- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী ছোট খাটো দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তি বা মীমাংসা করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে যে আদালত গঠিত হয় তাকে গ্রাম আদালত বলে। ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এ ব্যবস্থার সূচনা হয়। এরপর গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়নের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হয়। গ্রাম আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ধরনের মামলার সমাধান করা হয়।

গ্রাম আদালত

"গ্রাম আদালত হচ্ছে সমঝোতামূলকভাবে বিরোধ নিষ্পত্তির একটি স্থানীয় আইনি কাঠামো। ১৯৭৬ সালে গ্রাম আদালত অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে এ ব্যবস্থার সূচনা হয়। এরপর গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ প্রণয়নের মাধ্যমে এ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হয়। গ্রাম আদালতে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ধরনের মামলার নিষ্পত্তি করা হয়।"

৪) বলুন- এখন আমরা আদালত বলতে কী বুঝায় তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন আদালত বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন। যারা আদালত সম্পর্কে জানে; তাদের বলতে উৎসাহিত করুন।

৫) বলুন- বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচারকার্য প্রয়োগ করার জন্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানকে আদালত বলে। সাধারণত নির্দিষ্ট ভবন বা ঘরে আদালতের অধিবেশন হয়। আবার প্রচলিত অর্থে আদালত বলতে বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সালিস ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রহণে আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকেও বুঝায়। যিনি একা বিচার করেন বা বিচার করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনিও আদালত।

আদালত

"বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার-কার্য প্রয়োগ করার জন্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে আদালত বলে। আদালত বলতে সকল বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট এবং সালিস ব্যতীত সাক্ষ্যগ্রহণে আইনত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল ব্যক্তিকেও বুঝায়। অর্থাৎ যিনি বিচার করেন বা বিচার করার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনিও আদালত।"

৬) জিজ্ঞাসা করুন- বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় আদালত কত ধরনের? উত্তর শুনুন। অপেক্ষা করুন। বলুন- বাংলাদেশে ২ ধরনের আদালত রয়েছে যথা; উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালত। হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগ মিলে সুপ্রীম কোর্ট বা উচ্চ আদালত। হাইকোর্ট বিভাগে রিট, কোম্পানি আইনের মামলা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিল, রিভিশন ইত্যাদি মামলার বিচার হয় আর আপিল বিভাগে হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায়, ডিক্রি, দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল শুনানী ও নিষ্পত্তি হয়। জেলা পর্যায়ের আদালতসমূহকে অধঃস্তন বা নিম্ন আদালত বলে।

৭) বলুন- মামলার ধরন অনুযায়ী আদালত দু'ধরনের-ফৌজদারী আদালত ও দেওয়ানী আদালত। বলুন-জেলায় দেওয়ানী আদালত ৫ স্তর বিশিষ্ট (১) সহকারী জজ আদালত (২) সিনিয়র সহকারী জজ আদালত (৩) যুগ্ম জেলা জজ আদালত (৪) অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত এবং (৫) জেলা জজ আদালত।

বলুন-ফৌজদারী আদালত দু'ধরনের-যথা; ১) দায়রা আদালত (২) ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত দু' ধরনের। যথা; (১) জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ও (২) নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আদালত। এছাড়াও মোবাইল কোর্ট ও বিভিন্ন ট্রাইব্যুনাল রয়েছে।

৮) বলুন- গ্রাম আদালত বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থায় স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত এক অনন্য আদালত যেখানে ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় ধরনের মামলার নিষ্পত্তি করা হয়।

৯) বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন। এজন্য প্রশ্ন করুন, প্রয়োজনে পুনরুল্লেখ করুন। যারা ভালো বুঝেছে তাদের মাধ্যমে পুনরায় বিষয়টির ওপর আলোচনা হতে পারে।

ধাপ ৪. বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত

১) বাংলাদেশের আদালত কাঠামো সম্পর্কে কে কী জানে তা জানতে চান। বলুন; আমাদের কারো না কারো আদালতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই আছে। জিজ্ঞাসা করুন; বাংলাদেশে একটি আদালতের সাথে আর একটি আদালত কিভাবে সম্পর্কিত? উত্তর শুনুন এবং বলতে উৎসাহ দিন।

২) এবার **বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত শীর্ষক ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৬)** বের করে কাউকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলুন। বাংলাদেশের আদালত কাঠামোর নীচ থেকে সর্বোচ্চ ধাপ পর্যন্ত একে অপরের মধ্যকার সম্পর্ক ও সম্পৃক্ততা বিশ্লেষণে প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা করুন।

৩) বলুন-বাংলাদেশের আদালত কাঠামোর সর্বনিম্নে রয়েছে গ্রাম আদালত আর সবার ওপরে আছে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ। প্রতিটি আদালত একটির সাথে অপরটি কীভাবে সম্পৃক্ত তা সহজভাবে বিশ্লেষণে সহায়তা করুন।

৪) বলুন-গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি, জেলা জজ আদালতের আওতাধীন ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত এবং দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে সহকারী জজ আদালতে আপিল করতে পারে। আবার জেলা জজ আদালতের রায়ে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিও সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপিল করতে পারে।

৫) বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন। এজন্য প্রশ্ন করুন, প্রয়োজনে পুনরুল্লেখ করুন। যারা ভালো বুঝেছে তাদের মাধ্যমে পুনরায় বিষয়টির ওপর আলোচনা হতে পারে। পুরো আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন।

বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত

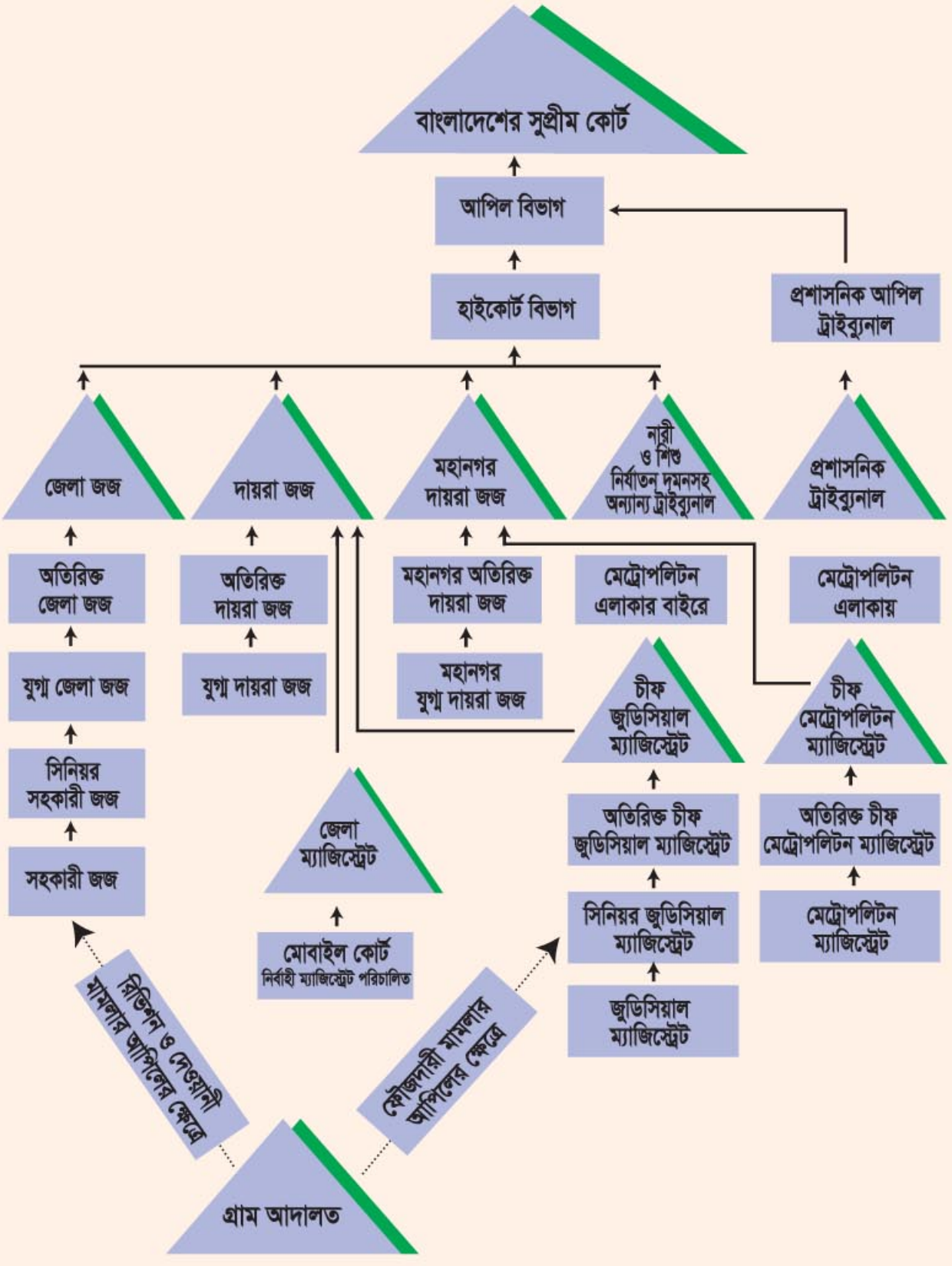

অধিবেশন ৩

সমঝোতামূলক বিচারব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যে পার্থক্য
- গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি/ বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে।

(খ) গ্রাম আদালতের অন্তর্নিহিত শক্তি বা ভিত্তি এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

সময় : ১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)।

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বড় দলে আলোচনা।

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট/স্লাইড, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া।

ধাপ ১. গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যে পার্থক্য

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা আইন, বিধিমালা, বিচার, গ্রাম আদালত, আদালত, সালিসি, বিচার ব্যবস্থা এসব বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্যগুলো চিহ্নিত করবো এবং বিশ্লেষণ করবো।

২) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্যগুলো কী কী? উত্তর শুনুন এবং তাদের মতামতগুলো ফ্লিপশীটে/বোর্ডে লিখুন এবং ব্যাখ্যা করুন। এবার **গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্য শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৭)** বের করে কাউকে পড়তে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের মতামতগুলোর সাথে স্লাইডের এ সংক্রান্ত পয়েন্টগুলোর তুলনামূলক আলোচনা করুন।

গ্রাম আদালত	সালিসি
১। আইন দ্বারা গঠিত। এখতিয়ার মেনে চলতে হয়।	১। কোনো আইনী কাঠামো নেই। এখতিয়ার মেনে চলতে হয় না।
২। প্রত্যেক পক্ষ বিচারক হিসেবে ২ জন করে প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারে।	২। বিচারক নিয়োগ দিতে হয় না, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/মাতব্বরেরা সালিসি করে থাকেন।
৩। লিখিত আবেদনপত্র লাগে, সমন ও নোটিশ দিতে হয়।	৩। লিখিত আবেদনপত্র লাগে না, সমন ও নোটিশের প্রয়োজন নাই।
৪। সাধারণত ইউনিয়ন পরিষদে অনুষ্ঠিত হয়।	৪। গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক গ্রামের যে কোনো নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।
৫। আদেশনামা আছে, নথি তৈরি করতে হয়।	৫। কোনো আদেশনামা বা নথি রাখা হয় না।
৬। ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয় এবং সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আইনি ব্যবস্থা আছে।	৬। সাধারণত সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়। সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আইনি ব্যবস্থা নাই।
৭। সর্বসম্মত (৫:০) বা ৪:১ বা ৩:১ ভোটে সিদ্ধান্ত হলে আপিল করা যায় না, অন্যথায় আপিল করা যায়।	৭। আপিলের বিধান নাই। সংক্ষুব্ধ পক্ষ ইচ্ছে করলে নিয়মিত মামলা দায়ের করতে পারে।
৮। বিচারকদের ৩ জনই জনপ্রতিনিধি, তাই জনগণের কাছে তাদের জবাবদিহিতা রয়েছে।	৮। সালিসকারীগণ জনপ্রতিনিধি হতেও পারে, নাও হতে পারে। সালিসকারীদের জবাবদিহিতা নাই।
৯। উচ্চ আদালতের সাথে সম্পৃক্ততা রয়েছে।	৯। উচ্চ আদালতের সাথে সম্পৃক্ততা নেই।

৩) প্রশ্ন করুন- গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্যগুলোর আলোচনা থেকে আমরা কী বুঝলাম? উল্লিখিত পার্থক্যগুলো কী বার্তা দিচ্ছে? বিচারের জন্য সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গরিব মানুষ কোথায় গেলে বেশি উপকার পাবে? সালিসি কাদের দ্বারা প্রভাবিত? সালিসিতে গরিব মানুষ কতটুকু উপকার পায়? বাস্তবে সালিসি কী উইন-উইন বা জিত-জিত প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়? না সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া হয়? উত্তর শুনুন, বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করুন।

৪) বলুন- সালিসি ও গ্রাম আদালতের মধ্যকার পার্থক্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে সালিসি ও গ্রাম আদালতের মধ্যে কিছু মিল আছে আবার অনেক পার্থক্যও রয়েছে। সালিসি বা গ্রাম আদালত দুটোরই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে ন্যায্য বিচারিক প্রতিকার পেতে সহায়তা করা। সালিসি যদি বাস্তবক্ষেত্রে আদর্শভাবে সম্পন্ন করা হতো তাহলে মানুষকে হয়তো ছোটখাটো অভিযোগের প্রতিকার পেতে আনুষ্ঠানিক আদালতসমূহে যেতে হতো না। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আদর্শ সালিসি হতে দেখা যায় না বরং সালিসিতে ফতোয়া, পক্ষপাতিত্ব, জোর-জবরদস্তি, অমানবিক এবং মানহানিকর সাজা দেওয়া হয়ে থাকে। আপিল বিভাগের এক রায়ে বলা হয়েছে, দেশের প্রচলিত আইনে বিধান আছে, এমন বিষয়ে ফতোয়া দিয়ে কারও অধিকার, খ্যাতি বা সম্মানহানি করা যাবে না। পক্ষান্তরে, গ্রাম আদালত হচ্ছে আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন পরিষদের আওতাধীন বিচারব্যবস্থার একটি স্বতন্ত্র ও নিরপেক্ষ কাঠামো; গ্রাম আদালতকে আইনি বিধান মেনে বিরোধ মীমাংসায় অবদান রাখতে হয় এবং পক্ষগণের মনোনীত প্রতিনিধিরাই গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়াও গ্রাম আদালতের সকল কার্যক্রম নথিভুক্ত করতে হয় এবং উক্ত নথিসমূহ সংরক্ষণ করতে হয়। এজন্য গ্রাম আদালত থেকে বিচারপ্রার্থী জনসাধারণ বেশি উপকৃত হবে তা আমরা আশা করতে পারি।

৫) পার্থক্যগুলো বুঝেছে কি না যাচাই করুন। এজন্য প্রশ্ন করুন, প্রয়োজনে পুনরুল্লেখ করুন। যারা ভালো বুঝেছে তাদের মাধ্যমে পুনরায় বিষয়টির ওপর আলোচনা হতে পারে।

ধাপ ২. গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি/ বৈশিষ্ট্য

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি; এখন আমরা গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তিগুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের শক্তিগুলো বা উপকারী দিকগুলো কী কী? উত্তর শুনুন। প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো ফ্লিপশীটে/বোর্ডে লিখুন। উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করুন।

২) এখন **গ্রাম আদালতের শক্তি শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৭)** বের করুন এবং কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন। পড়ার সময় এক একটি পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করুন। এভাবে স্লাইডের সবগুলো পয়েন্ট আলোচনা করে গ্রাম আদালতের শক্তিগুলো বিশ্লেষণ করুন।

গ্রাম আদালতের শক্তি

- বিরোধীয় পক্ষগণের মধ্যে সম্পর্কের পুনর্মিলন ঘটায়।
- এক বিরোধ থেকে অন্য বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কম।
- গ্রাম আদালতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী উভয় প্রকারের বিরোধ নিষ্পত্তি হতে পারে।
- সাক্ষ্যপ্রমাণ হাতের কাছে, পক্ষরা চাইলেও কোনো কিছু গোপন করতে পারে না।
- দ্রুত সময়ে বিরোধ নিষ্পত্তি হয়। খরচ কম বা নাই বললেই চলে।
- উভয় পক্ষই বিচারক প্যানেলে নিজেদের পছন্দমত প্রতিনিধি নিয়োগ দিতে পারে।
- নিজের কথা নিজে বলা যায়, আইনজীবীর মাধ্যমে বলতে হয় না।
- সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত (৫:০) বা ৪:১ বা ৩:১ হলে আপিল হয় না।

৩) বলুন- আমরা এ অধিবেশনে সালিসি ও গ্রাম আদালতের মধ্যকার পার্থক্য আলোচনা করেছি এবং গ্রাম আদালতের অন্তর্নিহিত শক্তিগুলো কী কী তাও বিশ্লেষণ করেছি। বলুন- গ্রাম আদালত হচ্ছে জনগণের দোরগোড়ায় ন্যায়বিচার পাওয়ার আইনি ব্যবস্থা। ফৌজদারী মামলা দন্ডাশ্রয়ী, পরাজিত পক্ষের শাস্তি হওয়ার মধ্য দিয়ে মামলা শেষ, একসময় শাস্তি ভোগও শেষ হয়। কিন্তু শত্রুতার শেষ হয় না বরং বংশপরম্পরায় থেকে যায়। কিন্তু গ্রাম আদালতে শাস্তি দেয়ার কোনো বিধান নাই, তাই শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার কোনো সুযোগ নাই। পরবর্তী অধিবেশনে আমরা গ্রাম আদালত পরিচালনার বিষয়ে নিবিড়ভাবে আলোচনা করবো এবং গ্রাম আদালতের সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে জানবো এবং চর্চা করতে শিখবো। ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ৪
মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি

আলোচ্য বিষয়

- মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি
- ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যে পার্থক্য

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে পারবে।

(খ) দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার মধ্যকার পার্থক্য বিশ্লেষণ করতে পারবে।

সময় : ১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)।

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বড় দলে আলোচনা।

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট/স্লাইড, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া।

ধাপ ১. মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি

১. বলুন-এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের শক্তি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো।

২. জিজ্ঞাসা করুন-মামলা বলতে আমরা কী বুঝি? উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন; যারা উত্তর দেবে বা দিতে চেষ্টা করবে তাদের প্রশংসা করুন। তাদের উত্তর নিয়ে দু-এক মিনিট আলোচনা করুন এবং বলুন-দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোনো বিরোধ নিয়ে আদালত বা থানায় অভিযোগ দাখিল করা হলে অভিযোগটি যখন থানা বা আদালত গ্রহণ করে তখন তাকে মামলা বলে। আরও বলুন- মামলা হচ্ছে আদালতের মামলা; মামলা হচ্ছে আইনি বিবাদ। যেকোনো অপরাধ থেকেও মামলার সৃষ্টি হতে পারে।

৩. বলুন- মামলা বলতে কী বুঝায় তা আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এখন আমরা মামলার ধরন বা প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন মামলার প্রধান প্রধান ধরন বা প্রকৃতিগুলো কী? উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন। মামলার প্রধান দুটো ধরন বা প্রকৃতি যথা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে যাতে তারা বলতে পারে সে চেষ্টা করুন। তারা বিষয়টি জানে সুতরাং তারা বলতেও পারবে এ বিশ্বাস রাখুন।

৪. তাদের বলা শেষে আপনি বলুন- মামলা প্রধানত দুই ধরনের। ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা। জিজ্ঞাসা করুন ফৌজদারী মামলা বলতে আমরা কী বুঝি? উত্তর শুনুন, দু'একটি উদারহণ দিতে উৎসাহিত করুন। না পারলে আপনি বলতে পারেন চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, ছিনতাই, অপহরণ, গুম এগুলোর ক্ষেত্রে যে মামলা হয় সেগুলো হচ্ছে ফৌজদারী মামলা।

আরও বলুন-

১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির ৪০ ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য যে কোনো অপরাধ যা থানা বা ফৌজদারী আদালতে প্রতিকারের জন্য দায়ের করা হয়, সেগুলোই ফৌজদারী মামলার অন্তর্ভুক্ত। কোনো আইনের দ্বারা শাস্তিযোগ্য কোনো কাজ করাকে ফৌজদারী অপরাধ বলে। যেমন; চুরি, কলহ, মারামারি, অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন, বিশ্বাসভঙ্গ, যৌন হয়রানি, প্রতারণা, খুন, ধর্ষণ প্রভৃতি। ফৌজদারী মামলায় শাস্তি হয়; জেল, জরিমানা হতে পারে।

১) মামলা ও ফৌজদারী মামলা সম্পর্কে সকলেই বুঝেছে কি না যাচাই করুন। না বুঝলে পুনরুল্লেখ করুন। যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; উদাহরণ দিতে পারলে বুঝবেন যে তারা ভালোভাবে বুঝেছে সুতরাং উদাহরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২) বলুন- এতক্ষণ আমরা মামলা ও ফৌজদারী মামলার প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা দেওয়ানী মামলার ধরন, প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী এবং একটি মামলা দেওয়ানী প্রকৃতির কি না তা কিভাবে নির্ধারণ করা যায়, সে বিষয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন-দেওয়ানী মামলা বলতে আমরা কী বুঝি? উত্তর শুনুন, দু'একটি উদাহরণ দিতে উৎসাহিত করুন। না পারলে আপনি বলতে পারেন, পাওনা টাকা আদায়ের মামলা, জমি জমার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা, ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা, স্বত্ব নিয়ে কোনো বিরোধের মামলা, এগুলো হচ্ছে দেওয়ানী মামলা।

৩) এখন প্রশ্ন করুন কোন্ মামলাগুলো দেওয়ানী মামলা? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো লিখুন। আলোচনা করুন। বলুন-যে সকল মামলায় ক্ষতিপূরণ, নিষেধাজ্ঞা, সুনির্দিষ্ট সম্পাদন, ঘোষণা, দখল-উদ্ধার, উচ্ছেদ এ সকল প্রতিকার দাবি করা হয় সেগুলোই হচ্ছে দেওয়ানী মামলা। যেমন; স্বত্ব নিয়ে বিরোধ, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ, টাকা পয়সা আদায় নিয়ে বিরোধ ইত্যাদি দেওয়ানী মামলার অন্তর্ভুক্ত। বলুন দেওয়ানী মামলায় ক্ষতিপূরণ আদায় করা যায়, সম্পত্তি উদ্ধার করা যায়।

৪) এবার মামলা, ফৌজদারী মামলা ও দেওয়ানী মামলা সম্পর্কে সকলেই বুঝেছে কি না যাচাই করুন। না বুঝলে পুনরুল্লেখ করুন। বলুন-দেওয়ানী মামলা হচ্ছে ক্ষতিপূরণ দাবি করার মামলা; ক্ষতিপূরণ আদায় করার মামলা। যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; উদাহরণ দিতে পারলে বুঝবেন যে তারা ভালোভাবে বুঝেছে। ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৩. ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যে পার্থক্য

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার প্রকৃতি বা ধরন নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যকার পার্থক্যগুলো নিয়ে আলোচনা করবো। জানতে চান, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী? আলোচনায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করুন। তাদের মতামতগুলো বোর্ডে লিখুন এবং উদাহরণসহ আলোচনা করুন। এরপর **ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার পার্থক্য শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৮)** বের করুন। কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার পার্থক্যগুলো আলোচনা করুন।

ফৌজদারী মামলা

- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্র মামলা পরিচালনা করে
- সাধারণত থানায় দায়ের করতে হয় তবে বিশেষ ক্ষেত্রে আদালতেও দায়ের করা যায়
- বিচার করেন-
  - জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট
  - সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
  - অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
  - চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট/চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট
  - দায়রা জজ/মহানগর দায়রা জজ
  - হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ
  - শাস্তি ও জরিমানার বিধান রয়েছে

দেওয়ানী মামলা

- সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নিজে বাদী হয়
- দেওয়ানী মামলা থানায় দায়ের করা যায় না, আদালতে দায়ের করতে হয়
- বিচার করেন-
  - সহকারী জজ
  - সিনিয়র সহকারী জজ
  - যুগ্ম জেলা জজ
  - অতিরিক্ত জেলা জজ
  - জেলা জজ
  - হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগ
  - ক্ষতিপূরণের বিধান রয়েছে

২) ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে আরও কোনো পার্থক্য আছে কি না জানতে চান। উত্তর শুনুন, প্রশংসা করুন। মামলা, ফৌজদারি মামলা ও দেওয়ানী মামলা এবং এগুলোর পার্থক্য পর্যন্ত সকলেই বুঝেছে কি না যাচাই করুন। না বুঝলে পুনরুল্লেখ করুন।

৩) বলুন- ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে 'মেন্‌সরিয়া' থাকতে হবে। মেন্‌সরিয়া হচ্ছে দোষী মন বা অপরাধী মন। ফৌজদারী মামলা বিচারের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তির মেনসরিয়া বা দোষী মন ছিল কিনা সেটা বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর 'মেন্‌স রিয়া' বা দোষী মন দেওয়ানী মামলার বিবেচ্য বিষয় নয়। যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; উদাহরণ দিতে পারলে বুঝবেন যে তারা ভালোভাবে বুঝেছে।

মডিউল ২

গ্রাম আদালত আইন, ২০১৬
(২০১৩ সালে সংশোধিত) ও
গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬

- গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬)
- গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭)
- গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা (ধারা-৩)
- ফৌজদারী মামলা-তফসিলের প্রথম অংশ
- দেওয়ানী মামলা-তফসিলের দ্বিতীয় অংশ
- গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র দাখিল (ধারা-৪)
- আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪)
- আবেদপত্র অগ্রাহ্য, রিভিশন (বিধি-৬ ও ৭), আবেদনপত্র গ্রহন (বিধি-৫)
- আদেশনামা (ফরম-৩), সমন জারী (বিধি-৮)
- সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-১০)
- প্রতিবাদী কর্তৃক দাবী বা বিবাদ স্বীকার ও আপোষ (বিধি-৩১)
- গ্রাম আদালতের প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯)
- গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫)
- লিখিত আপত্তি (বিধি-১১) ও শুনানীর প্রস্তুতি
- গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২)
- শপথ
- প্রাক-বিচার (ধারা-৬খ)
- সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত হওয়া ও আপীল (ধারা-৮)
- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯)
- ডিক্রি রেজিষ্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)

মডিউল ২

অধিবেশন ৫

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ক্ষমতা ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬)
- গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭)
- গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা (ধারা-৩)
- গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য ফৌজদারী মামলা-তফসিলের প্রথম অংশ
- গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য দেওয়ানী মামলা-তফসিলের দ্বিতীয় অংশ

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও ক্ষমতা সম্পর্কে বলতে পারবে।

(খ) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর ধারা-৩ মোতাবেক তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য ফৌজদারী মামলাগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে।

(গ) গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর ধারা-৩ মোতাবেক তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য দেওয়ানী মামলাগুলো সম্পর্কে বলতে পারবে।

সময় : ০২.০০-০৩.০০ (৬০ মিনিট)

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, বড় দলে আলোচনা, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

উপকরণ : স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপশীট/ বোর্ড, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া।

ধাপ ১. গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬)

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যকার পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এটাও জেনেছি যে গ্রাম আদালত ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকৃতির মামলাই নিষ্পত্তি করতে পারে। বলুন- গ্রাম আদালতের আলোচনার শুরুতেই আমরা গ্রাম আদালতের এখতিয়ার নিয়ে আলোচনা করবো।

২) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে আমরা কী জানি? উত্তর শুনুন। এখতিয়ার বলতে তারা হয়তো গ্রাম আদালতের আর্থিক ক্ষমতার কথা বলতে পারেন; তাদের উত্তর নিয়ে কিছু সময় আলোচনা করুন। বলুন- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ৬ ধারায় গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে। সবাইকে ধারা-৬ বের করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে থাকা গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর কপি থেকে তারা যেন ধারাটি বের করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

৩) আপনিও **গ্রাম আদালতের এখতিয়ার শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৯)** বের করুন এবং পড়তে সহায়তা করুন; ব্যাখ্যা করুন, বুঝতে সহায়তা করুন এবং এ ধারার প্রতিটি উপধারা ধরে ধরে আলোচনা করুন।

গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ইত্যাদি (ধারা ৬)

(১) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের পক্ষগণ সাধারণতঃ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, গ্রাম আদালত গঠিত হইবে এবং উক্তরূপ মামলার বিচার করিবার এখতিয়ার সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতের থাকিবে।

(২) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, বিবাদের একপক্ষ সেই ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে এবং অপরপক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হইলে, যে ইউনিয়নের মধ্যে অপরাধ সংঘটিত হইবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হইবে, সেই ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হইবে; তবে পক্ষগণ ইচ্ছা করিলে নিজ ইউনিয়ন হইতে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে পারিবে।

৪) বলুন-এ ধারার ব্যাখ্যা হচ্ছে; যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হবে বা মামলার কারণ উদ্ভব হবে সে ইউনিয়নেই গ্রাম আদালত গঠিত হতে হবে। তবে বিবাদের কোনো এক পক্ষ ভিন্ন ইউনিয়নের বাসিন্দা হলে এবং সে পক্ষ ইচ্ছা করলে নিজ ইউনিয়ন থেকে প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারবে।

৫) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার সকলেই বুঝেছে কি না যাচাই করুন। না বুঝলে পুনরায় আলোচনা করুন। বলুন- অপরাধ সংঘটনের স্থান যে ইউনিয়নে হবে সে ইউনিয়নেই গ্রাম আদালত গঠিত হবে; যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; উদাহরণ দিতে পারলে বুঝবেন যে তারা ভালোভাবে বুঝেছে।

ধাপ ২. গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭)

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের এখতিয়ার নিয়ে আলোচনা করেছি; এখন আমরা গ্রাম আদালতের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের ক্ষমতা বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন, তাদের বলা পয়েন্টগুলো বোর্ডে লিখুন এবং কিছু সময় ধরে আলোচনা করুন।

২) বলুন- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ৭ ধারায় গ্রাম আদালতের ক্ষমতা বিষয়ে বলা হয়েছে। সবাইকে ধারা-৭ বের করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে থাকা আইনের কপি থেকে তারা যেন ধারাটি বের করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

৩) আপনিও **গ্রাম আদালতের ক্ষমতা শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৯)** বের করুন এবং পড়তে সহায়তা করুন; ব্যাখ্যা করুন, বুঝতে সহায়তা করুন এবং এ ধারার প্রতিটি উপধারা ধরে ধরে আলোচনা করুন।

গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা ৭)

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) গ্রাম আদালত তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো মামলায় অনুরূপ বিষয়ে তফসিলে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য আদেশ প্রদান করিতে বা সম্পত্তির প্রকৃত মালিককে সম্পত্তি বা উহার দখল প্রত্যার্পণ করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৪) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত কত টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ দিতে পারে? তারা ৭৫ (পচাঁত্তর) হাজার টাকা বলতে পারে কি না যাচাই করুন; বলতে পারলে প্রশংসা করুন। বলুন- গ্রাম আদালত ফৌজদারী হোক বা দেওয়ানী মামলা হোক ৭৫ (পচাঁত্তর) হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ দিতে পারে তবে ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে একটি ব্যতিক্রম রয়েছে।

৫) বলুন-ব্যতিক্রমটি হচ্ছে 'দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯-চুরির শাস্তি, ধারা ৩৮০-বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরির শাস্তি এবং ধারা ৩৮১-কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি এই তিনটি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার মধ্যে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ দিতে পারবে।

৬) বলুন- গ্রাম আদালত, দণ্ডবিধির মোট ২৭টি ধারার মামলা নিতে পারে। তার মধ্যে ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ এই তিনটি ধারার মামলায় ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং বাকি ২৪টি ধারার মামলায় ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের আদেশ দিতে পারে।

৭) বলুন- গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন সকল দেওয়ানী মামলায় গ্রাম আদালত ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারে।

৮) গ্রাম আদালতের ক্ষমতা সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন। না বুঝলে পুনরায় আলোচনা করুন। যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; উদাহরণ দিতে পারলে বুঝবেন যে তারা ভালোভাবে বুঝেছে।

ধাপ ৩. গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা (ধারা-৩)

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করেছি; এখন আমরা গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য মামলা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য মামলাগুলো কী কী অর্থাৎ কোন কোন বিষয়ে গ্রাম আদালতে মামলা করা যায়? উত্তর শুনুন, তাদের বলা পয়েন্টগুলো ফ্লিপশীট বা বোর্ডে লিখুন এবং কিছু সময় আলোচনা করুন।

২) বলুন- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ৩ ধারায় গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য মামলা বিষয়ে বলা হয়েছে। সবাইকে ধারা-৩ বের করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে থাকা আইনের কপি থেকে তারা যেন ধারাটি বের করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

৩) আপনিও **গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১০)** বের করুন এবং কাউকে পড়তে বলুন; ব্যাখ্যা করুন, বুঝতে সহায়তা করুন এবং এ ধারার প্রতিটি উপধারা ধরে ধরে আলোচনা করুন।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা (ধারা-৩)

(১) ফৌজদারী কার্যবিধি এবং দেওয়ানী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত ফৌজদারী মামলা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলী সম্পর্কিত দেওয়ানী মামলা, অতঃপর ভিন্নরকম বিধান না থাকিলে, গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হইবে এবং কোন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতের অনুরূপ কোনো মামলা বা মোকদ্দমার বিচার করিবার এখতিয়ার থাকিবে না।

(২) গ্রাম আদালতে তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোন ফৌজদারী মামলা বিচার্য হইবে না যদি উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্বে কোনো সময়ে গ্রাম আদালত বা আমলযোগ্য অপরাধে অন্য কোনো আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অথবা তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত কোনো মামলাও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচার্য হইবে না, যদি-

(ক) উক্ত মামলায় কোনো নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে;

(খ) বিবাদের পক্ষগণের মধ্যে সম্পাদিত কোনো চুক্তিতে সালিশের বা বিরোধ নিষ্পত্তির বিধান থাকে;

(গ) সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কর্তব্য পালনরত কোনো সরকারি কর্মচারী উক্ত বিবাদের কোনো পক্ষ হয়।

(৩) যে স্থাবর সম্পত্তির দখল অর্পণ করিবার জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, ঐ স্থাবর সম্পত্তিতে স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বা উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য কোনো মোকদ্দমা বা কার্যধারার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে না।

৪) গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য মামলা সম্পর্কে সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন। না বুঝলে পুনরায় আলোচনা করুন। যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; উদাহরণ দিতে পারলে বুঝবেন যে তারা ভালোভাবে বুঝেছে।

৫) বলুন- এ ধারার আলোচনা থেকে আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জেনেছি-

- গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন কোনো মামলা অন্য কোনো আদালত বিচার করতে পারবে না।
- যদি কোনো ব্যক্তি পূর্বে কোনো সময়ে গ্রাম আদালত বা আমলযোগ্য অপরাধে অন্য কোনো আদালত কর্তৃক দণ্ড প্রাপ্ত হয়ে থাকে তবে গ্রাম আদালতে তার মামলা আর বিচারযোগ্য হবে না।
- কোনো সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে গ্রাম আদালত কোনো দেওয়ানী মামলা নিতে পারবে না।
- নাবালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনো দেওয়ানী মামলা গ্রাম আদালত নিতে পারবে না।

ধাপ ৪. গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য ফৌজদারী মামলাসমূহ-তফসিলের প্রথম অংশ

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য ফৌজদারী মামলাগুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে কী কী ফৌজদারী মামলা দায়ের করা যায়? উত্তর শুনুন, ফ্লিপশীট বা বোর্ডে লিখুন এবং তাদের বলা পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। বলুন; গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিল এর প্রথম অংশে বর্ণিত দণ্ডবিধির ২৭টি ধারার মামলা গ্রাম আদালতে নিষ্পত্তি করা যায়। সবাইকে আইনের কপি থেকে তফসিলের প্রথম অংশ বের করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীরা যেন তফসিলের প্রথম অংশ বের করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

২) এখন **গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য ফৌজদারী মামলাসমূহ শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১১)** বের করুন; কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিটি ধারা ধরে ধরে উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য ফৌজদারী মামলাসমূহ (তফসিল-১)

- স্বেচ্ছায় আঘাত করা-৩২৩
- ক্ষতিসাধন-৪২৬
- অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ-৪৪৭
- বেআইনি সমাবেশে যোগদান-১৪৩
- দাঙ্গা-১৪৭
- বেআইনি সমাবেশ করা-১৪১
- কলহ বা মারামারি-১৬০
- প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত-৩৩৪
- অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত করা-৩৪১
- অন্যায়ভাবে আটক-৩৪২
- মারাত্মক প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমণ-৩৫২
- মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমণ-৩৫৮
- শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে অপমান-৫০৪
- অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন-৫০৬
- বিধাতার বিরাগভাজন হবে এরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কাউকে দিয়ে কোনো অপরাধ করানো-৫০৮
- কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করা-৫০৯
- মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্য অসদাচরণ-৫১০
- চুরি-৩৭৯
- বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি-৩৮০
- কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি-৩৮১
- অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করা-৪০৩
- অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ-৪০৬
- প্রতারণা-৪১৭
- প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করতে প্রবৃত্ত করা-৪২০
- অনিষ্ট করে পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক অর্থের ক্ষতিসাধন করা-৪২৭
- দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করে অনিষ্টসাধন-৪২৮
- যে কোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যে কোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করা-৪২৯

৩) গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য দণ্ডবিধির ২৭টি ধারা সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন। যে ধারাগুলো কম বুঝেছে বা বোঝে নাই, সেগুলো পুনরায় আলোচনা করুন।

৪) জিজ্ঞাসা করুন- এই ২৭টি ধারায় বর্ণিত অপরাধগুলোর মধ্যে কোন অপরাধগুলো বর্তমানে আমাদের সমাজে বেশি ঘটছে? তাদের মতামত বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। যে ধারাগুলো বেশি ঘটছে বলে তারা বলতে পারে সেগুলো হলো; ক্ষতি সাধন-৪২৬, দাঙ্গা-১৪৭, কলহ বা মারামারি-১৬০, অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন-৫০৬, কোনো নারীর শ্লীলতাহানি-৫০৯, চুরি-৩৭৯, বাসগৃহে চুরি-৩৮০, কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি-৩৮১ ইত্যাদি।

৫) উক্ত ধারাগুলো ধরে ধরে প্রয়োজনে আবার আলোচনা করুন। বলুন- দণ্ডবিধির এ ধারাগুলো নিয়ে অনেক মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। দণ্ডবিধির এ ধারাগুলো গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন। এ মামলাগুলো গ্রাম আদালত অতি সহজে অল্প সময়ে নিস্পত্তি করতে পারে।

৬) গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য দণ্ডবিধির ২৭টি ধারা কতটুকু বুঝেছে পুনরায় যাচাই করুন। যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; উদাহরণ দিতে পারলে বুঝবেন যে তারা ভালোভাবে বুঝেছে।

ধাপ ৫. গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য দেওয়ানী মামলাসমূহ- তফসিলের দ্বিতীয় অংশ

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য ফৌজদারী মামলা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য দেওয়ানী মামলাগুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে কী কী দেওয়ানী মামলা দায়ের করা যায়? উত্তর শুনুন, ফ্লিপশীট বা বোর্ডে লিখুন এবং তাদের দেওয়া পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

বলুন- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর তফসিল- এর দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ৬ ধরনের মামলা গ্রাম আদালতে নিস্পত্তি করা যায়। সবাইকে আইনের কপি থেকে তফসিলের দ্বিতীয় অংশ বের করতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীরা যেন তফসিলের দ্বিতীয় অংশ বের করতে পারে তা নিশ্চিত করুন।

২) এখন **গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য দেওয়ানী মামলাসমূহ শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১২)** বের করুন; কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিটি বিষয় ধরে ধরে উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করুন।

গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য দেওয়ানী মামলাসমূহ (তফসিল-২)

১। কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা।

২। কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা।

৩। স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা।

৪। কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা।

৫। গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা।

৬। কৃষি শ্রমিকদেরকে পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।

৩) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন ৬ ধরনের দেওয়ানী মামলার মধ্যে বর্তমানে আমাদের সমাজে কোন্‌গুলো বেশি ঘটছে? তাদের মতামতগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন এবং আলোচনা করুন। তারা বলতে পারে- পাওনা টাকা না দেওয়া, জমি দখল করে নেওয়া, জমির আইল কাটা ইত্যাদি।

৪) উক্ত পয়েন্টগুলো ধরে ধরে প্রয়োজনে আবার আলোচনা করুন। বলুন-গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন দেওয়ানী মামলার এ বিষয়গুলো নিয়ে অনেক মামলা আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। এ মামলাগুলো গ্রাম আদালত অতি সহজে অল্প সময়ে নিস্পত্তি করতে পারে।

৫) গ্রাম আদালতে বিচারযোগ্য ৬ ধরনের দেওয়ানী মামলাগুলো তারা কতটুকু বুঝেছে পুনরায় যাচাই করুন। যারা বুঝেছে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান; আপনিও উদাহরণ দিতে পারেন। উদাহরণ বোঝার জন্য সহজ।

তফসিল

প্রথম অংশঃ ফৌজদারী মামলাসমূহ

১। দণ্ডবিধির ধারা ৩২৩ বা ৪২৬ বা ৪৪৭ মোতাবেক কোন অপরাধ সংঘটন করা, বে-আইনী জনসমাবেশ সাধারণ উদ্দেশ্যে হইলে এবং উক্ত বে-আইনী জনসমাবেশে জড়িত ব্যক্তির সংখ্যা দশের অধিক না হইলে দণ্ডবিধির ১৪৩ ও ১৪৭ ধারা, ১৪১ ধারা এর তৃতীয় বা চতুর্থ দফার সহিত পঠিতব্য।

২। দণ্ডবিধির ধারা ১৬০, ৩৩৪, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৮, ৫০৪, ৫০৬ (প্রথম অংশ), ৫০৮, ৫০৯ এবং ৫১০।

৩। দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু সংক্রান্ত হয় এবং গবাদিপশুর মূল্য অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৪। দণ্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০ ও ৩৮১ যখন সংঘটিত অপরাধটি গবাদিপশু ছাড়া অন্য কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত হয় এবং উক্ত সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হয়।

৫। দণ্ডবিধির ধারা ৪০৩, ৪০৬, ৪১৭ ও ৪২০ যখন অপরাধ সংশ্লিষ্ট অর্থের পরিমাণ অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৬। দণ্ডবিধির ধারা ৪২৭, যখন সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৭। দণ্ডবিধির ধারা ৪২৮ ও ৪২৯ যখন গবাদিপশুর মূল্য অনধিক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা হয়।

৮। বিলুপ্ত

৯। উপরিউক্ত যে কোনো অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা বা উহা সংঘটনের সহায়তা প্রদান।

তফসিলের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা (ফৌজদারী মামলাসমূহ)

ধারা-৩২৩। স্বেচ্ছায় আঘাত করিবার শাস্তি

যদি কেহ ৩৩৪ ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত স্বেচ্ছায় কাহাকেও আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ যে কাজে অন্যের দেহে ব্যথা লাগে, সেই কাজকে আঘাত বলে। যে কাজের ফলে অন্যের শরীরে রোগ প্রবেশ করে তাকেও আঘাত বলে। যে কাজে অন্যের শরীরে বিকলতা আসে, সেই কাজকেও আঘাত বলা হয়।

উদাহরণ- কোনো প্রকার উস্কানী ছাড়াই, রবিন একটি লাঠি দিয়ে স্বেচ্ছায় তুহিনের পিঠে আঘাত করলো এবং উক্ত আঘাতের ফলে তুহিনের পিঠে নীলাভ-ফোলা জখম হলো। তাহলে রবিন স্বেচ্ছায় আঘাত করার অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা- ৪২৬। ক্ষতি সাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কাহারো ক্ষতি সাধন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডবিধির ৪২৫ ধারায় অনিষ্টের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জনসাধারণ বা কোনো ব্যক্তির অন্যায় লোকসান বা ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি করতে পারে জেনে কোনো সম্পত্তি নষ্ট করে অথবা কোন সম্পত্তির কোনো পরিবর্তন করে বা তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করে যার ফলে ঐ সম্পত্তির মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় অথবা তা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে বলে গণ্য হবে।

অনিষ্টের অপরাধ সংঘটিত হতে হলে এটি জরুরি নয় যে অপরাধীর বিনষ্টকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিকের লোকসান বা ক্ষতির অভিপ্রায় থাকতে হবে। এটি যথেষ্ট হবে যদি সে কোনো সম্পত্তির ক্ষতি করে কোন ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি করবার ইচ্ছা করে অথবা সে জানে যে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তিটি ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন কি না এটি বিবেচ্য নয়।

যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে যা তার অথবা অন্যান্য ব্যক্তির এজমালি সম্পত্তিকে আক্রান্ত করে, এরূপ যে কোনো কাজ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত হতে পারে।

উদাহরণ- রবিন স্বেচ্ছায় তুহিনের মালিকানাধীন একটি আমগাছ কেটে ফেলল। এক্ষেত্রে রবিন উক্ত ধারার ক্ষতি সাধনের অপরাধ করলো।

ধারা- ৪৪৭। অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের শাস্তি

যদি কেহ অনধিকার প্রবেশ করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি তিন মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারায় অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যে ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির দখলীয় কোনো সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর কোনো অপরাধ করার ইচ্ছায় বা এইরূপ সম্পত্তির দখলে থাকা কোনো ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করবার ইচ্ছায় প্রবেশ করে, অথবা আইনানুগভাবে এরূপ কোনো সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর প্রবেশ করে, ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করবার অথবা কোনো অপরাধ করবার ইচ্ছায় অবৈধভাবে সেখানে অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি "অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ" সংঘটিত করেছে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ- স্বপন মাছ ধরার ইচ্ছায় বিনা অনুমতিতে রাজনের মালিকানাধীন পুকুরে নামলো। এক্ষেত্রে স্বপন অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করলো। অথবা

স্বপন আড্ডা দেয়ার অভিপ্রায়ে রাজনের নির্মাণাধীন ভবনের কেয়ারটেকারকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সেখানে প্রবেশ করলো। এক্ষেত্রে স্বপন অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করলো। অথবা

স্বপন রাজনকে বিরক্ত করার অভিপ্রায়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরিকল্পনা করছিলো। সেই লক্ষ্যে রাস্তার পাশে নির্মাণাধীন ভবনের কেয়ারটেকারকে ভয়ভীতি দেখিয়ে সেখানে প্রবেশ করে এবং অবস্থান করে। এক্ষেত্রে স্বপন অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ করলো।

ধারা-১৪৩। বেআইনী সমাবেশে যোগদান করার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো বেআইনী সমাবেশে যোগদান করে, তাহা হইলে সে ছয় মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: বিবেচ্য ও বিচার্য হচ্ছে এটি দেখা যে বিবেচ্য সমাবেশে পাঁচ হতে দশ জন (৫ হতে ১০ জন) লোকের সমাবেশ ঘটেছিল কি না এবং ওই সমাবেশের ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্য একই ছিল কি না এবং দণ্ডবিধির আলোচ্য ধারায় বর্ণিত পাঁচ প্রকার অপরাধের তৃতীয়টি অথবা চতুর্থটির যে কোনো একটি অপরাধ সংঘটিত করা ওই সমাবেশের উদ্দেশ্য ছিল কি না। কোনো সমাবেশে এই সবগুলো উপাদান উপস্থিত হলে সেটিকে বেআইনী সমাবেশ বলা যায়।

তৃতীয়টি হচ্ছে যে কোনো অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ বা অন্য প্রকার অপরাধ সংঘটিত করা।

চতুর্থটি হচ্ছে বেআইনী ভয় দেখিয়ে বা অপরাধমূলক বল প্রয়োগের ভান করে সম্পত্তি দখল করা অথবা পথ বা পানির ব্যবহার বন্ধ করা অথবা অন্য কোনো অধিকার হতে বঞ্চিত করা।

উদাহরণ- গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। রহিম উক্ত বিয়ের অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করলো এবং সেই উদ্দেশ্যে রহিম ও তাঁর ৫ (পাঁচ) জন বন্ধু একটি মাঠে একত্রিত হলো। এক্ষেত্রে রহিম ও তার ৫ (পাঁচ) জন বন্ধু বে-আইনী সমাবেশ সংঘটিত করলো। তাদের প্রত্যেকে এই অপরাধের জন্য দায়ী।

ধারা-১৪৭। দাঙ্গা করিবার শাস্তি

কোনো ব্যক্তি দাঙ্গার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ বেআইনী সমাবেশের বেআইনী উদ্দেশ্য পূরণকল্পে তাদের কেউ দৈহিক বল-প্রয়োগ করলে তাকে দাঙ্গার অপরাধে দায়ী করা যায়।

উদাহরণ- গ্রামের একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও আতংক সৃষ্টি করার জন্য করিম এবং তার ৬ (ছয়) জন বন্ধু একত্রিত/বেআইনী জনতাবদ্ধ হয়ে উক্ত অনুষ্ঠানস্থলে যায় এবং আগত অতিথিদের বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে বাধ্য করে এবং চেয়ার-টেবিল উল্টিয়ে দেয়। তবে করিম এবং তার উক্ত ৬ (ছয়) জন বন্ধুর প্রত্যেকে দাঙ্গা করার অপরাধে দায়ী হবে।

ধারা-১৪১। বেআইনী সমাবেশ

পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশকে "বেআইনী সমাবেশ" বলা হয়। যদি উক্ত সমাবেশের ব্যক্তিদের সাধারণ উদ্দেশ্য হয়-

তৃতীয়ঃ কোনো অনিষ্টকর কার্য বা অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ কিংবা অন্য কোনো অপরাধ সংঘটন করা; অথবা

চতুর্থঃ কোনো ব্যক্তির প্রতি অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করিয়া বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের হুমকি প্রদর্শন করিয়া কোনো সম্পত্তির দখল গ্রহণ করা, কিংবা কোনো ব্যক্তিকে পথের অধিকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করা কিংবা পানি ব্যবহারের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা তাহাকে তাহার ভোগদখলে থাকা অন্য কোন অশরীরী অধিকার হইতে বঞ্চিত করা কিংবা কোনো অধিকার বা কল্পিত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

উদাহরণ- (ক) গ্রামে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে। রহিম উক্ত বিয়ের অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা ও ভয়-ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে আতংক সৃষ্টি করার পরিকল্পনা করলো এবং সেই উদ্দেশ্যে রহিম ও তার ৫ (পাঁচ) জন বন্ধু একটি মাঠে একত্রিত হলো। এক্ষেত্রে রহিম ও তার ৫ (পাঁচ) জন বন্ধু বেআইনী সমাবেশ সংঘটিত করলো। তাদের প্রত্যেকে এই অপরাধের জন্য দায়ী।

(খ) সমশের ও তার ৪ জন বন্ধু প্রত্যেকে অন্যের জমির ধান কাটার উদ্দেশ্যে স্কুলের মাঠে সমবেত হয়। সমশের ও তার উক্ত ৪ জন বন্ধুর প্রত্যেকে বেআইনী সমাবেশ সংঘটিত করলো।

ধারা- ১৬০। কলহ বা মারামারির শাস্তি

কেহ কলহ বা মারামারির অপরাধ সংঘটন করিলে তজ্জন্য সে এক মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা একশত টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: দণ্ডবিধির ১৫৯ ধারায় মারামারির সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি; প্রকাশ্য স্থানে মারপিট করে জনশান্তি বিঘ্নিত করে; তারা "মারামারি" করে বলে গণ্য হয়।

উদাহরণ- রিপন ও শিপন বাজারে এসে সাত্তার, চন্দন ও তপনের সাথে কথা কাটা-কাটি ও ধাক্কা-ধাক্কি করে। এক পর্যায়ে তাদের উভয় পক্ষ একে অপরকে কিল-ঘুসি ও লাথি মারে। এক্ষেত্রে রিপন, শিপন, সাত্তার, চন্দন ও তপন - এদের প্রত্যেকেই কলহ ও মারামারি করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৩৩৪। প্ররোচনার ফলে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা

যদি মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া কেহ ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করে, যদি যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে তাহাকে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করিবার ইচ্ছা পোষণ না করিয়া থাকে, বা যে ব্যক্তি প্ররোচনা দিয়াছে সেই ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাহারও প্রতি আঘাত হইতে পারে বলিয়া তাহার জানা না থাকে তাহা হইলে আঘাতকারী এক মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- কবীর ঘৃণাবশতঃ হারুনের দিকে থুথু নিক্ষেপ করলো। এর ফলে হারুন উত্তেজিত হয়ে কবীরের পিঠে ইচ্ছাকৃতভাবে একটি লাঠি দিয়ে আঘাত করলো এবং উক্ত আঘাতের ফলে কবীরের পিঠে একটি লালচে ফুলা জখম হলো। এক্ষেত্রে হারুন উত্তেজনাবশতঃ স্বেচ্ছাকৃত আঘাতের অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা- ৩৪১। অন্যায় নিয়ন্ত্রণের শাস্তি

যদি কেহ কোনো ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে বাধাগ্রস্ত করে, তাহা হইলে সে এক মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে, কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা: আইনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, কোনো ব্যক্তিকে, তার যেদিকে যাবার অধিকার এবং ইচ্ছা আছে সেইদিকে যাওয়া হতে নিরস্ত করবার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অসুবিধা সৃষ্টি করাকে বা বাধা দেয়াকে, "অবৈধ বাধা" বলা চলে । এই অসুবিধা বা অন্তরায় বা প্রতিবন্ধকতা বাস্তবিকভাবে অথবা শুধু ভয় দেখিয়েও হতে পারে।

উদাহরণ- নয়ন বাজারে যাচ্ছিল। পথে অমিত নয়নের পথরোধ করলো এবং নয়নকে বাজারে যেতে বাধা প্রদান করলো। ফলে অমিত অবৈধ বাধা প্রদানের অপরাধ সংঘটিত করলো।

ধারা-৩৪২। অন্যায় আটকের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কাহাকেও আটক রাখে, তাহা হইলে সে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডবিধির ৩৪০ ধারা অনুযায়ী যদি কোনো ব্যক্তি এমনভাবে কাউকে অন্যায়ভাবে আটক রাখে যেখান থেকে আটককৃত ব্যক্তি নির্ধারিত সীমার বাইরে যেতে বাধাগ্রস্ত হয়, তাহলে এটা অন্যায় আটক বলে বিবেচিত হবে।

উদাহরণ- জয়নাল-এর কাছ থেকে রাজু ৫০,০০০/- টাকা ঋণ নিয়েছিল। জয়নাল উক্ত ঋণের টাকা আনতে রাজুর দোকানে যায়। তখন রাজু তার দলবলসহ শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে জয়নালকে একটি রুমে আটকিয়ে রাখে। এ ক্ষেত্রে রাজু ও তার দলবল অন্যায় আটকের অপরাধ সংঘটিত করলো।

ধারা-৩৫২। গুরুতর প্ররোচনা ব্যতীত আক্রমণ কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের শাস্তি

মারাত্মক ও আকস্মিক প্ররোচনা ব্যতীত যদি কেহ কাহাকেও আঘাত করে বা তাহার উপর অপরাধজনক বল প্রয়োগ করে তাহা হইলে সে তিন মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনা এই ধারা অনুসারে কোনো অপরাধের জন্য বিহিত দণ্ড লাঘব করবে না যদি- প্ররোচনাটি অপরাধী অজুহাতস্বরূপ স্বয়ং কামনা করে থাকে বা স্বেচ্ছায় উহার উস্কানি দিয়ে থাকে, কিংবা প্ররোচনাটি মান্য করে অনুষ্ঠিত কোনো কার্যের ফলে অথবা কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনানুসারে উক্ত সরকারি কর্মচারীর ক্ষমতা প্রয়োগ করে অনুষ্ঠিত কোনো কার্যের ফলে ঘটে থাকে, কিংবা আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকারের আইনসম্মত প্রয়োগ করে কৃত কোনো কার্যের ফলে প্ররোচনাটি ঘটে থাকে।

প্ররোচনাটি এমন মারাত্মক ও আকস্মিক ছিল কি না যার ফলে দণ্ড লাঘব হতে পারে, এটি ঘটনাগত প্রশ্ন।

ব্যাখ্যা ২ঃ দণ্ডবিধির ৩৫০ ধারায় অপরাধজনক বলপ্রয়োগের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তির উপর তার সম্মতি ছাড়া বলপ্রয়োগ করে কোনো অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অথবা যে ব্যক্তির উপর এ ধরনের বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তার ক্ষতি, ভয়-ভীতি বা বিরক্তি উদ্রেকের ইচ্ছায় বা এ ধরনের বলপ্রয়োগের ফলে যে ব্যক্তির উপর বলপ্রয়োগ করা হয়েছে তার ক্ষতি, ভীতি বা বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে জেনে তার উপর বলপ্রয়োগ করে; সেই ব্যক্তি উল্লিখিত অপর ব্যক্তির উপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করেছে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ- চন্দন মই এর সাহায্যে একটি উঁচু গাছে উঠল। চন্দন গাছে থাকা অবস্থায় বিনা উস্কানিতে সাজু তাকে উদ্দেশ্য করে গাছে ঢিল নিক্ষেপ করলো এবং জোর করে টান দিয়ে মইটি গাছ থেকে সরিয়ে ফেলল। এক্ষেত্রে সাজু আক্রমণ ও বলপ্রয়োগের অপরাধ সংঘটিত করলো।

ধারা-৩৫৮। মারাত্মক প্ররোচনার ফলে আক্রমণ করা কিংবা অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করা

যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির মারাত্মক আকস্মিক প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে আঘাত করে কিংবা তাহার উপর অপরাধজনকভাবে বলপ্রয়োগ করে, তাহা হইলে সে এক মাস পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দুইশত টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ১ঃ উপরের ধারাটি ৩৫২ ধারার অনুরূপ ব্যাখ্যা সাপেক্ষ

ব্যাখ্যা ২ঃ দণ্ডবিধির ধারা ৩৫২ এর ব্যাখ্যাতে অপরাধজনক বলপ্রয়োগের সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। দণ্ডবিধির ধারা ৩৫১-তে আক্রমণের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞাটি হল, যে ব্যক্তি এই অভিপ্রায়ে বা জ্ঞানে কোন অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি নেয় যা কোন উপস্থিত ব্যক্তির মনে এরূপ আশঙ্কা জন্মাবে যে, যে ব্যক্তি ঐ অঙ্গভঙ্গি করে বা প্রস্তুতি নেয় সে ঐ ব্যক্তির উপর অপরাধজনক বলপ্রয়োগ করতে যাচ্ছে, সেই ব্যক্তি আক্রমণ করে বলে গণ্য হবে।

এই ধারা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ভিকটিমের গুরুতর এবং হঠাৎ প্ররোচনার ফলে আক্রমণ বা অপরাধজনক বলপ্রয়োগের ঘটনা ঘটে।

উদাহরণ- কালাম একটি নর্দমার পাশে দাঁড়িয়ে সালামকে অশ্লীল ভাষায় গালি দিল। সালাম উত্তেজিত হয়ে কালামকে নর্দমার দিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। এক্ষেত্রে সালাম উত্তেজনাবশতঃ আক্রমণ ও বলপ্রয়োগের অপরাধে দায়ী হবে।

ধারা-৫০৪। শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে প্ররোচনা বা অপমান করা

যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অপর কোনো ব্যক্তিকে অপমান করে এবং তা দ্বারা তাহাকে প্ররোচনা দান করে এবং অনুরূপ প্ররোচনার ফলে যাহাতে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোনো অপরাধ করে, তদুদ্দেশ্যে অথবা অনুরূপ প্ররোচনার ফলে সেই ব্যক্তি শান্তিভঙ্গ করিতে পারে বা অন্য কোনো অপরাধ করিতে পারে বলিয়া জানা সত্ত্বেও যদি তাহা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তিকে যদি, এমনভাবে অপমান ও প্ররোচিত করা হয় যার দ্বারা অপমনিত ব্যক্তি কর্তৃক শান্তিভঙ্গ বা অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত হতে পারে, তবে এই ধারার বিধানানুযায়ী তা' দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- রিপন একটি রাজনৈতিক জনসভায় বক্তব্য দিচ্ছিলেন। সেখানে রিপনের সমর্থকগণ উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় রিপনের বিরোধিতাকারী গ্রুপের একজন সদস্য- হেলাল উচ্চস্বরে রিপনকে উদ্দেশ্য করে গালা-গালি করে এবং পচাঁ টমেটো নিক্ষেপ করে। এক্ষেত্রে হেলাল শান্তিভঙ্গের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে উস্কানী দিয়েছে এবং অপমান করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৫০৬। (প্রথম অংশ) অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতিপ্রদর্শন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ যদি কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে তার দেহের, খ্যাতির, সম্পত্তির কিংবা সে ব্যক্তির সাথে যার স্বার্থ জড়িত আছে এমন কোনো ব্যক্তির দেহের বা খ্যাতির ক্ষতি করবার হুমকি দেয় অথবা সে ব্যক্তিকে এরূপ ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য এমন কোন কাজ করতে বাধ্য করে যা আইনত সে করতে পারে না অথবা কোনো কাজ করা থেকে বিরত করে যা সে আইনত করতে পারে, তবে উক্ত ব্যক্তি অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করেছে বলে গণ্য হবে।

উদাহরণ- একরাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করতে মনস্থির করলো। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করার শেষ দিন একরাম রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার সময়, হঠাৎ চেয়ারম্যান পদে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আমিনুল তাকে ফোন করে হুমকি দিয়ে বললো, যদি একরাম নির্বাচনে তার বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করে, তবে সে একরামকে হত্যা করবে। এক্ষেত্রে আমিনুল অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন করলো।

ধারা-৫০৮। কোনো ব্যক্তিকে বিধাতার বিরাগভাজন হইবে এইরূপ বিশ্বাস জন্মাইয়া কোনো কাজ করানোর শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কাহাকেও এরূপ বিশ্বাস করায় যে, সে যে কার্যটি করিতে আইনত বাধ্য নয়, সে কার্যটি যদি সে না করে, কিংবা যে কার্য করিতে আইনতঃ বাধ্য সে কার্যটি করা হইতে বিরত না হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি স্বীয় কোনো কার্য দ্বারা তাহাকে বা তাহার স্বার্থসংশ্লিষ্ট, অন্য কোনো ব্যক্তিকে বিধাতার রোষানলে পতিত করিবে এবং ইচ্ছাপূর্বক এইরূপ বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়া তাহাকে দিয়া উদ্দিষ্ট কার্যটি করায় বা করা হইতে বিরত রাখে কিংবা করাইবার, বা করা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে, অপর ব্যক্তি অথবা তার সাথে স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট কারো প্রতি ঐশ্বরিক বালা-মুসিবত নেমে আসবার ভীতি প্রদর্শন করে যদি, উক্ত অপর ব্যক্তিকে দিয়ে এমন কোনো কাজ করায় বা করাতে চেষ্টা করে অথবা কোন একটি কাজ করা হতে বিরত রাখে বা রাখতে চেষ্টা করে; তবে এই ধারার বিধানানুযায়ী তা' দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- আসাদ তার মেয়েকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিল। কোরবান আসাদকে বললো যে, যদি সে তার মেয়েকে ইংরেজি শিক্ষা দেয়, তবে সে বিধাতার অভিশাপে পতিত হবে। এই ভয় দেখানোর কারণে, আসাদ তার মেয়েকে বিদ্যালয়ে যাওয়া থেকে বিরত করলো। এক্ষেত্রে কোরবান এই ধারার "বিধাতার বিরাগভাজন হবে এই বিশ্বাস জন্মায়ে কাজ করানোর অপরাধ" করলো।

ধারা- ৫০৯। কোনো নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোনো কাজ করার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি কোন নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে শুনিতে পায় এমনভাবে কোনো কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা সেই নারী যাহাতে দেখিতে পায় এমনভাবে কোনো অঙ্গভঙ্গি করে বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করে, কিংবা অনুরূপ নারীর গোপনীয়তা লংঘন করে, তাহা হইলে

সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোন নারীকে অপমানের উদ্দেশ্যে, কোনো কথা বলে বা শব্দ করে কিংবা কোনো অঙ্গভঙ্গি করে বা কোনো বস্তু প্রদর্শন করে, কোনো নারীর শ্লীলতাকে অপমান করলে অথবা কোনো নারীর গোপনীয়তা লংঘন করলে, এরূপ অপরাধমূলক কাজ এই ধারার বিধানানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- নিপা দশম শ্রেণীতে পড়ে। সে স্কুল ছুটির পর বাসায় ফিরছিলো। আরিফ ও মারুফ রাস্তায় নিপাকে একা পেয়ে একটি অশ্লীল ছবি প্রদর্শন করলো। এক্ষেত্রে আরিফ ও মারুফ এই ধারার "নারীর শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে কথা, অঙ্গভঙ্গি বা কোন কাজ করার অপরাধ" সংঘটিত করলো।

ধারা- ৫১০। মাতাল ব্যক্তির প্রকাশ্যে অসদাচরণের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি নেশাগ্রস্ত অবস্থায় কোনো প্রকাশ্য স্থানে গমন করে, বা কোনো স্থানে অনধিকার প্রবেশ করে এবং এমন আচরণ করে, যাহার ফলে কাহারও বিরক্তি ঘটে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা দশ টাকা পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ নেশাগ্রস্থ অবস্থায় কোনো প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির দখলে থাকা কোনো স্থানে অনাধিকার প্রবেশ করে কারো বিরক্তির উদ্রেক করলে এরূপ অপরাধমূলক কাজ এই ধারার বিধানানুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ হবে।

উদাহরণ- পাঠদান চলাকালীন সময়ে একজন মাতাল ব্যক্তি একটি বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষে অনধিকার প্রবেশ করলো এবং উচ্চস্বরে গান গাইতে শুরু করলো। এখানে উক্ত মাতাল ব্যক্তি "প্রকাশ্যে অসদাচরণ করার অপরাধ" করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা- ৩৭৯। চুরির শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে তার দখলাধীন কোনো সম্পত্তি, অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অসৎ উদ্দেশ্যে স্থানান্তর করাকে চুরি বলা যায়।

উদাহরণ- রাকিব সাইকেল নিয়ে বাজারে গেল এবং সাইকেলটি তালাবদ্ধ অবস্থায় রেখে বাজার করতে গেল। কিরন এই সুযোগে তালা ভেঙে সাইকেলটি নিয়ে পালিয়ে গেল। এক্ষেত্রে কিরন "চুরি" করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা ৩৮০। বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি

যদি কোনো ব্যক্তি কোনো গৃহ, তাবু বা জলযানে চুরি করে, যে গৃহ, তাঁবু বা জলযানে মানুষের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয় কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সে সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- সুজন তার ঘরের আলমারিতে ১০,০০০/- টাকা রাখে। দুপুরে সবাই যখন নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত, তখন মাসুদ উক্ত ঘরে চুপ করে প্রবেশ করে এবং উক্ত ১০,০০০/- টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। এখানে মাসুদ "বাসগৃহে চুরি " করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা ৩৮১। কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরির শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি, কর্মচারী বা ভৃত্য হওয়া সত্ত্বেও, কিংবা কর্মচারী বা ভৃত্যের কাজে নিয়োজিত হওয়া সত্ত্বেও তাহার প্রভুর বা মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তি চুরি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- আলমগীর তার অফিসে রাজনকে পিয়ন হিসাবে নিয়োগ দিলো। কিছুদিন পর রাজন আলমগীরের অফিসের ড্রয়ার থেকে ১০,০০০/- টাকা নিয়ে পালিয়ে গেল। এক্ষেত্রে রাজন "মালিকের দখলভুক্ত সম্পত্তিতে চুরি" করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা- ৪০৩। অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ করার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অসাধুভাবে কোনো অস্থাবর সম্পত্তি আত্মসাৎ করে কিংবা উহা তাহার নিজের ব্যবহারে প্রয়োগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে কিংবা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যখ্যা ১: অসাধু আত্মসাৎ হবে তখন যখন এ ধারার অধীন আত্মসাৎ হবে।

ব্যখ্যা ২: কোনো ব্যক্তি কারো দখলে নেই এ ধরনের সম্পত্তি যদি রক্ষা করার জন্য অথবা মালিককে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য গ্রহণ করে, তবে সম্পত্তিটি সে অসাধুভাবে গ্রহণ করেনি বা আত্মসাৎ করেনি, এবং কোনো অপরাধে অপরাধী হয়নি; তবে সে উল্লিখিত অপরাধে অপরাধী হবে যখন মালিককে সে চেনে অথবা মালিককে খুঁজে পাওয়ার সুযোগ থাকে অথবা মালিককে পাওয়ার গ্রহণযোগ্য উপায় অবলম্বন না করে এবং মালিককে নোটিশ না দেয় এবং সম্পত্তিটি মালিকের দাবির জন্য গ্রহণযোগ্য সময় না রেখে যদি সে ইহা নিজে ব্যবহারের জন্য আত্মসাৎ করে।

উদাহরণ- কামাল এবং জামাল একটি যৌথ পরিবারের সদস্য। ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবার উদ্দেশ্যে কামাল এবং জামাল গোপনে যৌথপরিবারের মালিকানাধীন একটি গরু নিয়ে বিক্রয় করলো। এক্ষেত্রে জামাল এবং কামাল 'অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ' করলো।

ধারা- ৪০৬। অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ করে, তাহা হইলে সে তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ প্রকাশ্য বা উহ্য যে কোনো আইনী চুক্তির দ্বারা ন্যস্তকৃত বিশ্বাসের বলে, অপরের কোনো বস্তুগত বা অবস্তুগত সম্পত্তির অথবা বৈষয়িক অধিকারের নিয়ন্ত্রণ বা অথবা রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্বে থেকে উক্ত চুক্তির শর্তের চেয়ে অতিরিক্ত বৈষয়িক লাভ গ্রহণ বা শর্তভঙ্গ করার মাধ্যমে আমানতকারীর খেয়ানত দ্বারা অভিযোগকারী বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হলে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধ সংঘটিত হয়।

উদাহরণ- টিটু তার ধান রাখার গুদাম ঘরে সমিরকে পাহারাদার নিযুক্ত করলো। মালিকের অনুমতি ছাড়াই সমির উক্ত গুদাম ঘর থেকে ৫০ বস্তা ধান গোপনে সরিয়ে রাখলো এবং বাজারে নিয়ে বিক্রি করলো। এক্ষেত্রে সমীর "অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ" করার অপরাধ সংঘটিত করলো।

ধারা- ৪১৭। প্রতারণার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি এক বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অসাধু ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য কোনো কিছু বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে, কোনো সম্পত্তি প্রদানে কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিতে সম্মত হতে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার দ্বারা; কিংবা দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কিছু করানোর দ্বারা বা কোনো কিছু করা হতে বিরত রাখার দ্বারা; উক্তরূপে প্রতারিত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হলে বা ক্ষতিসাধন হবার সম্ভাবনা উদ্ভব হলে প্রতারণার অপরাধ সংঘটিত হয়।

উদাহরণ- জুয়েল একটি নকল পিতলের তৈরি গয়নাকে ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-বুঝে সোনার গয়না বলে রায়হানের কাছে বিক্রয় করলো। এক্ষেত্রে জুয়েল প্রতারণা করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা- ৪২০। প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত করার শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি প্রতারণা করে এবং প্রতারিত ব্যক্তিকে অসাধুভাবে অন্য কোনো ব্যক্তিকে কোনো সম্পত্তি প্রদানে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনো মূল্যবান জামানতের সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশসাধনে প্রবৃত্ত করে, কিংবা অসাধুভাবে প্রতারিত ব্যক্তিকে জামানত হিসাবে রূপান্তরযোগ্য কোনো স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরযুক্ত বস্তুর সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশ সাধনে প্রবৃত্ত করে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে এবং অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অসাধু ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে অসত্য কোনো কিছু বিশ্বাস করানোর মাধ্যমে, কোনো সম্পত্তি প্রদানে কিংবা রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিতে সম্মত হতে অন্য কোনো ব্যক্তিকে প্ররোচিত করার দ্বারা; কিংবা প্রতারিত ব্যক্তিকে কোনো মূল্যবান জামানতের অথবা জামানত হিসাবে রূপান্তরযোগ্য কোনো স্বাক্ষরিত বা সীলমোহরযুক্ত বস্তুর সমুদয় বা অংশ বিশেষ প্রণয়ন, পরিবর্তন বা বিনাশ সাধন করা বা করতে দিতে সম্মত হবার দ্বারা; উক্তরূপে প্রতারিত ব্যক্তির দেহ, মন, সুনাম বা সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হলে বা ক্ষতিসাধন হবার সম্ভাবনা উদ্ভব হলে এই ধারার অপরাধ সংঘটিত হয়।

উদাহরণ- বিপ্লব একটি ভুয়া সমবায় সমিতির অফিস খুললো এবং মিথ্যাভাবে প্রচার করলো যে, কেউ যদি তার সমিতিতে টাকা গচ্ছিত রাখে, তবে ১ বৎসর পর উক্ত গচ্ছিতকারী ব্যক্তিকে তার জমাকৃত টাকার তিনগুণ টাকা প্রদান করা হবে। গ্রামের অনেকেই বিপ্লব এর উক্ত ভুয়া সমিতিতে টাকা গচ্ছিত রাখলো। এভাবে বিপ্লব অনেক টাকা সংগ্রহ করে তার অফিস বন্ধ করে পালিয়ে গেল। এক্ষেত্রে বিপ্লব 'প্রতারণা ও অসাধুভাবে সম্পত্তি অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত' করার অপরাধ সংঘটিত করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা- ৪২৭। অনিষ্ট করিয়া পঞ্চাশ টাকা বা উহার অধিক ক্ষতিসাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি অনিষ্ট সাধন করে এবং তা দ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অর্থের ক্ষতি করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোনো মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ দণ্ডবিধির ৪২৫ ধারায় অনিষ্টের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এই ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি জনসাধারণ বা কোনো ব্যক্তির অন্যায় লোকসান বা ক্ষতি করার অভিপ্রায়ে বা সে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতি করতে পারে জেনে কোনো সম্পত্তি নষ্ট করে অথবা কোনো সম্পত্তির কোনো পরিবর্তন করে বা তার অবস্থানের কোনো পরিবর্তন করে যার ফলে ঐ সম্পত্তির মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় অথবা তা ক্ষতিকরভাবে আক্রান্ত হয়, সেই ব্যক্তি অনিষ্টসাধন করে বলে গণ্য হবে।

অনিষ্টের অপরাধ সংঘটিত হতে হলে এটি জরুরি নয় যে অপরাধীর বিনষ্টকৃত বা ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির মালিকের লোকসান বা ক্ষতির অভিপ্রায় থাকতে হবে। এক্ষেত্রে এটিই যথেষ্ট হবে যদি সে কোনো সম্পত্তির ক্ষতি করে কোনো ব্যক্তির অবৈধ লোকসান বা ক্ষতি করবার ইচ্ছা করে অথবা সে জানে যে অনুরূপ লোকসান বা ক্ষতিসাধনের সম্ভাবনা আছে। সম্পত্তিটি ঐ ব্যক্তির মালিকানাধীন কি না এটি বিবেচ্য নয়। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে যা তার অথবা অন্যান্য ব্যক্তির এজমালি সম্পত্তিকে আক্রান্ত করে এরূপ যে কোন কাজ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত হতে পারে।

উদাহরণ ১- টুকু একটি কোদাল দিয়ে রহিম বেপারীর মালিকানাধীন পুকুরের বাঁধ কেটে দিল। ফলে পুকুরের অনেক মাছ বাহির হয়ে খালের পানিতে চলে গেল। এক্ষেত্রে টুকু অনিষ্ট করার অপরাধ করেছে।

উদাহরণ ২- রাজু একটি লোহার রড দিয়ে রিপনের নৌকার পাটাতনে আঘাত করে। ফলে নৌকার পাটাতন ভেঙে নৌকায় পানি উঠে যায়। এক্ষেত্রে রাজু 'অনিষ্ট' করার অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৪২৮। দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের পশু হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোনো একটি বা একাধিক পশু হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সাধন করে, তাহা হইলে সে দুই বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে, কিংবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে।

ব্যাখ্যাঃ কোনো ব্যক্তি যদি আইনানুযায়ী ব্যতীত অন্য কোনো ভাবে, অপর কোনো ব্যক্তির দখলে থাকা কোনো জন্তুর, ধ্বংস বা এমনভাবে ক্ষতিসাধন করে অথবা সম্পত্তিটির কিংবা তার কোনো একটি অংশের এমন পরিবর্তন করে যে উক্ত সম্পত্তিটির মূল্য নষ্ট হয়ে যায় বা কমে যায়, তবে উক্ত ব্যক্তি "অনিষ্টসাধন" করেছে বলে তাকে "অনিষ্টসাধনকারী" বলা যেতে পারে।

উদাহরণ- কামরুল একটি লাঠি দিয়ে হাফিজের খরগোশের গায়ে আঘাত করলো। খরগোশটি মারা গেল। কামরুল উক্ত ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য পশু হত্যার অপরাধ করেছে বলে গণ্য হবে।

ধারা-৪২৯। যে কোনো মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি অথবা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের যে কোনো পশুকে হত্যা বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্টসাধনের শাস্তি

যদি কোনো ব্যক্তি যে কোন মূল্যের হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, ষাঁড়, গাভী বা গরু, কিংবা পঞ্চাশ টাকা বা তদুর্ধ্ব মূল্যের অন্য কোন পশুকে হত্যা করিয়া, বিষ প্রয়োগ করিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্টসাধন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ডে কিংবা উভয় দণ্ডেই দণ্ডনীয় হইবে।

উদাহরণ- রানা একটি কোদাল দিয়ে প্রতিবেশীর ছাগলের মাথায় আঘাত করলো। উক্ত আঘাতের ফলে ছাগলটি মারা গেল। এক্ষেত্রে রানা উক্ত ধারার অধীনে শাস্তিযোগ্য "গবাদি পশু হত্যার" অপরাধ সংঘটিত করেছে বলে গণ্য হবে।

উপরোল্লিখিত ফৌজদারী মামলাসমূহের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলঃ

১) আমলযোগ্য অপরাধঃ আমলযোগ্য অপরাধ বলতে সেই সকল অপরাধকে বুঝায় যে অপরাধের জন্য পুলিশ বিনা গ্রেপ্তারি পরোয়ানায় আসামীকে গ্রেপ্তার করতে পারে (ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪ দ্রষ্টব্য)।

২) তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোনো আমলযোগ্য অপরাধ সংশ্লিষ্ট মামলা গ্রাম আদালতে বিচার করা যাবে না যদি ঐ অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে কোনো ব্যক্তি ইতোপূর্বে গ্রাম আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।

৩) তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত আইনসমূহ অর্থাৎ দণ্ডবিধির, সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে যেখানে কারাদণ্ড বা জরিমানা শাস্তি হিসেবে বর্ণিত আছে, গ্রাম আদালত এ ধরনের কোনো কারাদণ্ড বা জরিমানার আদেশ দিতে পারবে না।

৪) গ্রাম আদালত তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তিকে কেবলমাত্র অনধিক ৭৫,০০০/- (পঁচাত্তর হাজার) টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশ প্রদান করতে পারবে।

তফসিল

দ্বিতীয় অংশঃ দেওয়ানী মামলাসমূহ

গ্রাম আদালত আইনের তফসিলের দ্বিতীয় অংশে মোট ৬ ধরনের মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এ মামলাগুলোর ক্ষেত্রে একটি আর্থিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। মামলা সংশ্লিষ্ট দাবিকৃত অর্থের পরিমাণ অথবা অস্থাবর সম্পত্তির মূল্য অথবা অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তির মূল্য অনধিক ৭৫,০০০ টাকার মধ্যে হতে হবে।

১। কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা।

২। কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা।

৩। স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের জন্য মামলা।

৪। কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা।

৫। গবাদিপশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা।

৬। কৃষি শ্রমিকদেরকে পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা।

তফসিলের দ্বিতীয় অংশের ব্যাখ্যা (দেওয়ানী মামলাসমূহ)

১. কোন চুক্তি, রশিদ বা অন্য কোন দলিল মূল্যে প্রাপ্য অর্থ আদায়ের জন্য মামলা

এ আইনে চুক্তি বলতে মৌখিক এবং লিখিত উভয় প্রকার চুক্তি বুঝাবে।

কদবানু ধান চাষের জন্য খবিরের নিকট থেকে ২,০০০ টাকা ধার নিল এক বছরের মধ্যে ২ মণ ধানসহ টাকা ফেরত দেওয়ার শর্তে। এক বছরের মধ্যে ঐ ধান ও টাকা না দিলে খবির গ্রাম আদালতে টাকা আদায়ের মামলা করে ঐ টাকা ও ধান বাবদ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবে। উল্লিখিত লেনদেনটি একটি মৌখিক চুক্তির মাধ্যমে হয়েছে।

কখনো কখনো রশিদের মাধ্যমে টাকা লেনদেন হয়। সে ক্ষেত্রে রশিদটি দাবি প্রমাণের জন্য দালিলিক সাক্ষ্য হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। অন্য কোনো দলিল বলতে চুক্তি দলিল বা রশিদ ছাড়া অন্য প্রকার দলিল বুঝাবে, যেমনঃ বন্ধকি দলিল, পাওনা টাকার স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি।

২. কোন অস্থাবর সম্পত্তি পুনরুদ্ধার বা উহার মূল্য আদায়ের জন্য মামলা

গ্রাম আদালতের পূর্বে ছিল সালিসি আদালত। ১৯৬৪ সনে একজন মুনসেফ (সহকারী জজ) গাইবান্ধার ১টি আদালতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করছিলেন। বাদী ঐ আদালতে বর্গা ধানের মূল্য বাবদ ২৯০ টাকা আদায়ের জন্য মামলা করেছিল। পরবর্তীতে হাইকোর্ট থেকে সিদ্ধান্ত হয় যে বিষয়টি সালিসি আদালতের এখতিয়ারভুক্ত। সালিসি আদালত বিলুপ্ত হয়েই গ্রাম আদালত গঠিত হয় (১৭ ডি, এল, আর, ৪১৫)।

৩. স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বৎসরের মধ্যে উহার দখল পুনরুদ্ধারের মামলা

গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সকাল ৮টার সময় করিম কিছু লোকজন নিয়ে খলিলের নীলগঞ্জ ইউনিয়নের সখিপুর গ্রামের ২ শতাংশ ফসলি জমি জোরপূর্বক দখল করে নেয় এবং সে জমি তার দখলে রাখে। এরূপ অবস্থায় ১ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত যে কোনো সময় খলিল, করিমের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে ২০ টাকা ফিস জমা দিয়ে ঐ জমির দখল পুনরুদ্ধারের জন্য দেওয়ানী মামলা করতে পারবে। তবে এ ক্ষেত্রে বেদখলকৃত জমির মূল্য ৭৫,০০০ /= টাকার উর্ধ্বে হতে পারবে না।

৪. কোন অস্থাবর সম্পত্তির জবর দখল বা ক্ষতি করার জন্য ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মামলা

কলিম জোরপূর্বক খলিলের বাড়িতে ঢুকে খলিলের দুধের গাভী নিয়ে যায় এবং তার দখলে রাখে। এ অবস্থায় খলিলের দুধের গাভী জবর দখল করে কলিম যে ক্ষতি করেছে সে জন্য কলিমের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদে ২০ টাকা ফিস জমা দিয়ে ক্ষতিপূরণের জন্য দেওয়ানী মামলা দায়ের করতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে গাভীর মূল্য অনুর্ধ্ব ৭৫,০০০/= টাকা হতে হবে।

৫. গবাদি পশু অনধিকার প্রবেশের কারণে ক্ষতিপূরণের মামলা

ক এর জমিতে খ এর গরু প্রবেশ করে পাকা ধান খেয়ে ক্ষতি করে। ক্ষতির পরিমাণ ৭৫,০০০/= টাকা। এই ক্ষতিপূরণের মামলা গ্রাম আদালতে বিচার করা যাবে।

৬. কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা

The Agricultural Labour (Minimum Wages) Ordinance, ১৯৮৪ অর্থাৎ কৃষি শ্রমিক ন্যূনতম মজুরি অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর ৬ ধারার (২) উপধারার বিধানমতে কৃষি শ্রমিকদের পরিশোধ্য মজুরি ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের মামলা কেবলমাত্র গ্রাম আদালতেই দায়ের করা যাবে। ধরা যাক ক ২ মাস যাবৎ খ এর জমিতে কৃষি কাজ করেছে এবং তার প্রাপ্য মজুরির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার টাকা। বারবার তাগিদ সত্ত্বেও মজুরির টাকা ও মজুরি সময়মতো না দেওয়ায় ক এর যে ক্ষতি হয়েছে ঐ ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে খ ব্যর্থ হয়েছে। এমতাবস্থায় ক ঐ টাকা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়্যারম্যানের নিকট খ এর বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে।

অধিবেশন ৬

গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারি ও গ্রাম আদালত গঠনের আগে আপোষ

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র দাখিল (ধারা-৪)
- আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪)
- আবেদনপত্র অগ্রাহ্য, রিভিশন (ধারা-৪ এবং বিধি-৬ ও ৭)
- আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫)
- আদেশনামা (ফরম-৩)
- সমন জারি (বিধি-৮)
- সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-১০)
- প্রতিবাদী কর্তৃক দাবি বা বিবাদ স্বীকার ও আপোষ (বিধি-৩১)

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদনপত্র দাখিল করা, আবেদনপত্র পরীক্ষা করা, আবেদন পত্র অগ্রাহ্যকরণ ও রিভিশন, সমন জারির পদ্ধতি, প্রতিবাদী কর্তৃক বিবাদ স্বীকার ও গ্রাম আদালত গঠিত হওয়ার আগে আপোষের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে বলতে ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(খ) আবেদনপত্র দাখিল করা, আবেদনপত্র পরীক্ষা করা, সমন জারি করা, সাক্ষীকে সমন দেওয়া, গ্রাম আদালত গঠিত হওয়ার পূর্বে আপোষের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা ইত্যাদি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে।

সময় : বিকেল ০৩.৩০-০৫.০০ (৯০ মিনিট)

পদ্ধতি : ছবি বিশ্লেষণ, উপস্থাপন-আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর

উপকরণ : স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া, আবেদনপত্র (ফরম-১), মামলা রেজিস্টার (ফরম-২), আদেশনামা (ফরম-৩), সমন জারী (ফরম-৪), মামলার স্লিপ-(ফরম ১১), আপোষনামা (ফরম-৯), প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬), প্রতিনিধি মনোনয়ন (ফরম-৭)।

ধাপ ১. গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র দাখিল (ধারা-৪)

১) বলুন-পূর্বের অধিবেশনে আমরা গ্রাম আদালতের বিচারযোগ্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন গ্রাম আদালতের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিকার পাওয়ার জন্য কিভাবে আবেদনপত্র দাখিল করতে হয় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। এটিই হচ্ছে গ্রাম আদালতের প্রথম ধাপ।

২) স্লাইড বা ফ্লিপচার্টের মাধ্যমে নিম্নের ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন- ছবিটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? প্রশিক্ষণার্থীরা যেন বলতে পারে সে চেষ্টা করুন। উৎসাহিত করুন। গ্রাম আদালতে আবেদনপত্র দাখিল করা হচ্ছে এটি বলতে না পারা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৩) বলুন-একজন ব্যক্তি গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদনপত্র জমা দিচ্ছেন।

৪) জিজ্ঞাসা করুন; গ্রাম আদালতে কিভাবে আবেদনপত্র দাখিল করতে হয়? উত্তর শুনুন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করুন; নিজেও অংশ নিন।

৫) বলুন- গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদনপত্র দাখিলের বিষয়টি গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ৪ ধারায় উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে থাকা আইনের কপি থেকে ধারা-৪ বের করতে বলুন। সকলে বের করতে পেরেছে কি না দেখুন। না পারলে সাহায্য করুন।

৬) এখন **গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১৩)** বের করুন। কাউকে বলতে উৎসাহিত করুন। ধারাটি বিশ্লেষণে সহায়তা করুন। কিভাবে মামলা দায়ের করতে হয় তা দু-একজনকে জিজ্ঞাসা করুন।

গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন (ধারা-৪)

(১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন কোন মামলা গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য হয় সেইক্ষেত্রে বিরোধের যে কোন পক্ষ উক্ত মামলা বিচারের নিমিত্ত গ্রাম আদালত গঠনের জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আবেদন করিতে পারিবেন এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, লিখিত কারণ দর্শাইয়া উক্ত আবেদনটি নাকচ না করিলে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, একটি গ্রাম আদালত গঠন করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন নামঞ্জুরের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন রিভিশনের আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সহকারী জজ উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন।

৭) বলুন- গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র দাখিল করার বিস্তারিত বিষয়গুলো গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬-এর বিধি-৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে থাকা গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ থেকে বিধি-৩ বের করতে বলুন; সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন; আপনিও বের করুন। বিধি-৩ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পড়তে বলুন, উৎসাহিত করুন। আবেদনপত্র দাখিল করতে করণীয়গুলো কী কী জানতে চান। প্রতিটি উপবিধি ধরে ধরে আলোচনা করুন। সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন।

আবেদনপত্র দাখিল (বিধি-৩)

(১) আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদনকারী ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট নির্ধারিত ফরম-১ এ আবেদন দাখিল করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান অনুযায়ী উক্ত আবেদনে নিম্নলিখিত বিবরণ থাকিতে হইবে, যথা:-
(ক) যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হইয়াছে উহার নাম;
(খ) আবেদনকারী এবং তাহার পিতা, মাতা এবং ক্ষেত্রমত, স্বামী বা স্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা;
(গ) প্রতিবাদী এবং তাহার পিতা, মাতা এবং ক্ষেত্রমত, স্বামী বা স্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা;
(ঘ) যে ইউনিয়নে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা বিরোধ বা মামলার কারণ উদ্ভব হইয়াছে সেই ইউনিয়নের এখতিয়ারভুক্ত স্থানের নাম;
(ঙ) সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবীর প্রকৃতি ও মূল্যায়ন (আর্থিক মূল্যমান);
(চ) সাক্ষীগণ এবং তাহাদের পিতা, মাতা এবং ক্ষেত্রমত, স্বামী বা স্ত্রীর নাম এবং ঠিকানা; এবং
(ছ) প্রার্থিত প্রতিকার।

(৩) উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুযায়ী আবেদনপত্র দাখিল করিবার সময় আইনের তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা হইলে ১০ (দশ) টাকা এবং দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দেওয়ানী মামলা হইলে ২০ (বিশ) টাকা হারে ফিস প্রদান করিতে হইবে।

৮) এখন প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বিধিমালা থেকে আবেদনপত্র (ফরম-১) বের করতে বলুন। ফরমটি বের করতে প্রয়োজনে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন। আবেদনপত্র কিভাবে পূরণ করতে হবে আলোচনা করুন। বুঝতে সহায়তা করুন। আবেদনপত্রটি পূরণ করতে পারবে কি না নিশ্চিত হোন।

৯) জিজ্ঞাসা করুন আবেদনপত্র দাখিলের ক্ষেত্রে কী কী কাজ রয়েছে। যিনি আবেদন করবেন তাকে কোনো কাজগুলো করতে হবে? উত্তর শুনুন। সহায়তা করুন এবং বলুন- কাজগুলো হচ্ছে-

- আবেদনপত্র (ফরম-১) সংগ্রহ করা ও যথাযথভাবে পূরণ করা;
- আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদে জমা দেওয়া;
- মামলার ফিস প্রদান করা যা ফৌজদারী মামলার জন্য ১০ টাকা এবং দেওয়ানী মামলার জন্য ২০ টাকা।

পুরো বিষয়টি বুঝতে পেরেছে কি-না নিশ্চিত হয়ে এ আলোচনা শেষ করুন।

আবেদনের ধাপসমূহ

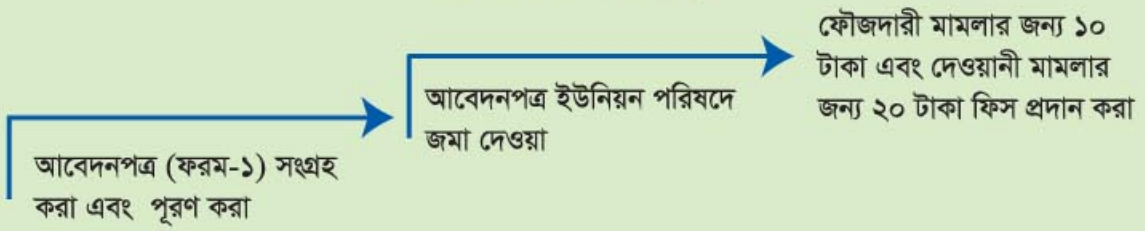

ধাপ ২. আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪)

১) জিজ্ঞাসা করুন-আমরা এতক্ষণ কী নিয়ে আলোচনা করলাম? উত্তর শুনুন। বলুন- এর আগে আমরা গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদন দাখিল নিয়ে আলোচনা করেছি। আমরা এখন ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কিভাবে পরীক্ষা করবেন তা নিয়ে আলোচনা করবো।

২) প্রশ্ন করুন-সব মামলাতেই কী গ্রাম আদালত গঠন করা যায়? উত্তর শুনুন। জিজ্ঞাসা করুন; আবেদনপত্র পাওয়ার পর একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তা কিভাবে পরীক্ষা করবেন? তাকে কী কী দেখতে হবে? উত্তর শুনুন, বিশ্লেষণে সহায়তা করুন।

৩) বলুন- কোনো আবেদনপত্র দাখিল হওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তা পরীক্ষা করবেন এবং বিচারযোগ্য হলে গ্রাম আদালত গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এ বিষয়টি গ্রাম আদালত বিধিমালার বিধি-৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের বিধি-৪ বের করতে বলুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন, প্রয়োজনে সহায়তা করুন; আপনিও বের করুন। বিধি-৪ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পড়তে বলুন। আবেদনপত্র পরীক্ষায় করণীয়গুলো কী কী জানতে চান। প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করুন। বুঝেছে কি না যাচাই করুন।

৫) এবার **আবেদনপত্র পরীক্ষা শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১৪)** বের করুন। কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন। ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কিভাবে পরীক্ষা করবেন তা পুনরায় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করুন।

আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪)

(১) চেয়ারম্যান কোন আবেদন প্রাপ্ত হইলে প্রাথমিকভাবে উহার উপযুক্ততা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য আবেদনপত্রে বর্ণিত অভিযোগটি আইনের তফসিলভুক্ত কিনা তাহা যাচাই করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্র পরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, আবেদনপত্রে বর্ণিত অভিযোগটি গ্রাম আদালতে বিচার্য নহে তাহা হইলে অবিলম্বে লিখিতভাবে অগ্রাহ্যের কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিবেন।

৬) জিজ্ঞাসা করুন- কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত মামলা নিতে পারবে না? তাদের উত্তর দিতে উৎসাহিত করুন। না বলতে পারলে সহায়তা করুন।

৭) বলুন-

- গ্রাম আদালত ৭৫,০০০ টাকা মূল্যমানের বেশি হলে সে মামলা নিতে পারবে না।
- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর প্রথম ও দ্বিতীয় তফসিলের বাইরের কোনো মামলা নিতে পারবে না।
- ফৌজদারী অপরাধ সংঘটনের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এবং দেওয়ানী প্রকৃতির কোনো অপরাধ সংঘটনের ৬০ দিনের মধ্যে মামলা দায়ের না করলে গ্রাম আদালত সে মামলা নিতে পারবে না। তবে কোনো স্থাবর সম্পত্তির দখল উদ্ধারের মামলা বেদখল হওয়ার দিন থেকে ১ বছরের মধ্যে আবেদন করলে গ্রাম আদালত সে মামলা নিতে পারবে।
- ঘটনা যে ইউনিয়নে ঘটবে সে ইউনিয়নে গ্রাম আদালত গঠিত হবে। অন্য ইউনিয়নে সংঘটিত কোনো ঘটনার মামলা গ্রাম আদালত নিতে পারবে না।
- নাবালকের সংশ্লিষ্ট কোনো দেওয়ানী মামলাও গ্রাম আদালত নিতে পারবে না।
- দায়িত্বরত সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে যদি কেউ কোনো দেওয়ানী মামলা করতে চায়; গ্রাম আদালত সে মামলা নিতে পারবে না।

৮) প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করুন। বুঝেছে কি না যাচাই করুন এবং পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

ধাপ ৩. আবেদনপত্র অগ্রাহ্য ও রিভিশন (ধারা-৪ এবং বিধি-৬ ও ৭)

১) জিজ্ঞাসা করুন-আমরা এতক্ষণ কী নিয়ে আলোচনা করলাম? উত্তর শুনুন। বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালত গঠনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্র একজন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কিভাবে পরীক্ষা করবেন সে বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক অগ্রাহ্য করতে হলে কিভাবে রিভিশন করবেন তা নিয়ে আলোচনা করবো।

২) বলুন- আবেদন অগ্রাহ্য হলে আবেদনকারী কিভাবে রিভিশন করবেন সে বিষয়টি বিধি-৬ এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং রিভিশন নিষ্পত্তির বিষয়টি বিধি-৭ এ উল্লেখ আছে।

৩) প্রশিক্ষণার্থীদের বিধি-৬ ও ৭ বের করতে বলুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন, প্রয়োজনে সহায়তা করুন; আপনিও বের করুন। বিধি-৬ ও ৭ প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পড়তে বলুন। রিভিশনের ক্ষেত্রে করণীয়গুলো কী কী জানতে চান। প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করুন। বুঝেছে কি না যাচাই করুন।

৪) এবার **রিভিশন শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১৫)** বের করুন এবং বলুন- আবেদন অগ্রাহ্য হলে আবেদনকারী কী করবেন তা ধারা ৪ এর উপধারা ২ ও ৩ এ উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়টি বিশ্লেষণ করুন।

রিভিশন (ধারা-৪)

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন নামঞ্জুরের আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন করিতে পারিবেন [ধারা-৪(২)]।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন রিভিশনের আবেদন প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট সহকারী জজ উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন [ধারা-৪ (৩)]।

৫) বলুন- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিরোধ নিষ্পত্তির নিমিত্ত গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র পাওয়ার পর বিধি-৪ অনুযায়ী তা পরীক্ষা করবেন এবং বিচারযোগ্য না হলে নিম্নবর্ণিত নিয়মে অবিলম্বে আবেদনপত্রের ওপর লিখিতভাবে অগ্রাহ্যের কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর নিকট ফেরত দেবেন। এক্ষেত্রে আদেশটি নিম্নরূপ হতে পারে-

আবেদন অগ্রাহ্য করার নমুনা

"আবেদনকারী কলিম কর্তৃক প্রতিবাদী খাদেম এর বিরুদ্ধে ....সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরপূর্বক ৭৫ (পঁচাত্তর) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন।

আবেদনপত্রটি পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আবেদনে বর্ণিত ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১ (এক) লক্ষ টাকা যা গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ অনুয়ায়ী এই আদালতের এখতিয়ারভুক্ত নয় বিধায় আবেদনপত্রটি অগ্রাহ্য করা হলো। অতএব, এই আদেশসহ আবেদনপত্রটি আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া হোক"।

রিভিশন (বিধি-৬)

(১) আবেদনকারী দাখিলকৃত আবেদন অগ্রাহ্য হইবার তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী যথাযথ এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতের নিকট রিভিশন দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী রিভিশন আবেদনের সংক্ষিপ্ত কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত আবেদনে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানাসহ লিখিত এবং আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহিযুক্ত হইতে হইবে এবং উহার সহিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক অগ্রাহ্যকৃত মূল আবেদনপত্রটি জমা দিতে হইবে ।

রিভিশন আবেদন নিষ্পত্তি (বিধি-৭)

(১) আইনের ধারা-৪ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুযায়ী যদি সহকারী জজ আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যে আদেশ দিয়াছেন তাহা সঠিক বা আইনানুগ নহে তাহা হইলে তিনি উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে আবেদনপত্র গ্রহণ করিবার জন্য লিখিত নির্দেশ প্রদান করিয়া রিভিশনটি নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) আইনের ধারা-৪ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট আদালত রিভিশন দায়েরের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত রিভিশন নিষ্পন্ন করিবেন।

৬) বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন এবং পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন ।

ধাপ ৪. আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫)

১) জিজ্ঞাসা করুন-আমরা এতক্ষণ কী নিয়ে আলোচনা করলাম? উত্তর শুনুন; বলুন আমরা এতক্ষণ আবেদনপত্র অগ্রাহ্যকরণ ও রিভিশন নিয়ে আলোচনা করেছি। বলুন আমরা এখন ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রহণ করতে হলে কিভাবে করবেন তা নিয়ে আলোচনা করবো।

২) প্রশ্ন করুন- ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া কোন কোন মামলা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং কেন যেতে পারে? উত্তর শুনুন, বিশ্লেষণে সহায়তা করুন। ব্যাখ্যা করতে উৎসাহিত করুন।

৩) বলুন- কোনো মামলা যদি ইউনিয়ন পরিষদে আসে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তা পরীক্ষা করবেন এবং বিচারযোগ্য হলে গ্রাম আদালত গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের করণীয় সম্পর্কে বিধি-৫ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৪) প্রশিক্ষণার্থীদের বিধি-৫ বের করতে বলুন; প্রয়োজনে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন; আপনিও বের করুন। এবার **গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন গ্রহণের পর করণীয় শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১৬)** বের করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের পড়তে বলুন; আবেদনপত্র গৃহীত হলে করণীয়গুলো কী কী জানতে চান; পুরো বিষয়টি সকলে বুঝেছে কিনা যাচাই করুন।

আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫)

(১) আবেদনপত্র গ্রহণের পর আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অবিলম্বে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যানের প্যানেল হইতে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি গ্রাম আদালত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(২) যখন কোনো আবেদনপত্র গৃহীত হয়, উহার বিবরণ তাৎক্ষণিকভাবে ফরম-২ এ মামলা রেজিস্টার বহিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উক্ত রেজিস্টার বহি অনুযায়ী মামলাটির নম্বর ও সন আবেদনপত্রের উপর লিখিতে হইবে এবং ফরম-৩ এ আদেশনামায় আবেদনপত্র গৃহীত হওয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আদেশ লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫) এখন মামলা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন। মামলা রেজিস্টার (ফরম-২) বের করতে বলুন। ফরমটি বের করতে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন। মামলা রেজিস্টার (ফরম-২) কিভাবে পূরণ করতে হবে প্রতিটি কলাম ধরে ধরে আলোচনা করুন। ফরমটি পূরণ করতে পারবে কি না নিশ্চিত হোন। প্রয়োজনে উদাহরণ দিন।

৬) বলুন-আমরা এখন আদেশনামা নিয়ে আলোচনা করবো এবং এ বিষয়ে আমাদের জানা ও অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করবো। পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

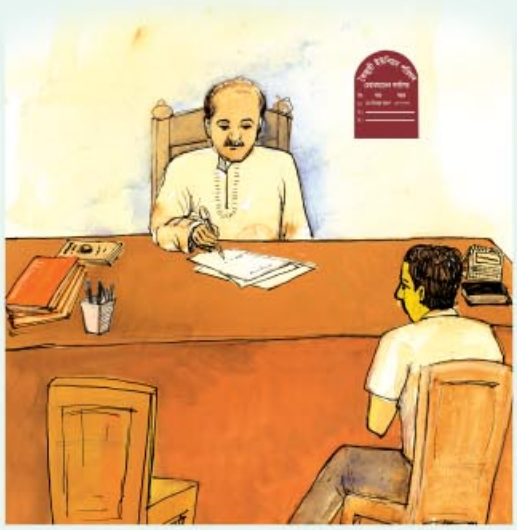

ধাপ ৫. আদেশনামা

১) জিজ্ঞাসা করুন-আমরা এতক্ষণ কী নিয়ে আলোচনা করলাম? উত্তর শুনুন। বলুন আমরা এতক্ষণ ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রহণ করার সময় তিনি তা কীভাবে করবেন তা নিয়ে আলোচনা করেছি।

২) **আদেশনামা শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১৭)** বের করুণ এবং ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন- ছবিটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? প্রশিক্ষণার্থীরা যেন বলতে পারে তার চেষ্টা করুন। উৎসাহিত করুন। ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আবেদনপত্র গ্রহণের পর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান আদেশনামায় একটি আদেশ লিখছেন এটি বলতে না পারা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৩) বলুন-ছবিতে একজন ইউনিয়ন পরিষদ সচিব গ্রাম আদালত গঠনের জন্য আবেদনপত্র জমা নিয়ে আদেশনামা ফরম সহকারে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের কাছে এসেছেন। ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সাহেব আদেশনামায় আদেশ লিখছেন।

৪) বলুন- কোনো মামলা যদি ইউনিয়ন পরিষদে আসে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তা পরীক্ষা করবেন এবং বিচারযোগ্য হলে গ্রাম আদালত গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন এবং আদেশনামায় একটি আদেশ দেবেন। এ বিষয়টি বিধি- ৫ (২) এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের করণীয়গুলো কী কী তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

৫) প্রশিক্ষণার্থীদের বিধি- ৫ (২) বের করতে বলুন; প্রয়োজনে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন; আপনিও বের করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের পড়তে বলুন; আবেদনপত্র গৃহীত হলে করণীয়গুলো কী কী জানতে চান।

৬) বলুন- বিধি- ৫ (২) তে বলা হয়েছে যে, আবেদনপত্র গৃহীত হলে তাৎক্ষণিকভাবে ৩টি কাজ করতে হবে-

- মামলা রেজিস্টারে মামলার বিবরণ লিখতে হবে
- মামলা রেজিস্টার অনুযায়ী মামলাটির নম্বর ও সন আবেদনপত্রের ওপর লিখতে হবে
- আদেশনামায় আবেদনপত্র গৃহীত হওয়া সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় আদেশ লিখতে হবে।

৭) বলুন- বিধি- ৫ (২) এ মামলার আদেশনামার বিষয়টি এসেছে। ফরমটি আমরা আগেই দেখেছি; আবেদনটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রহণ করা হলে মামলার আদেশনামায় (ফরম-৩) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রথম আদেশ লিখবেন যা নিম্নরূপ হতে পারে। এই আদেশের মাধ্যমেই মামলা রেজিস্টারে আবেদনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

মামলা গ্রহণ করার নমুনা আদেশ

"আবেদনকারী কফিল কর্তৃক প্রতিবাদী খালেক এর বিরুদ্ধে .....সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরপূর্বক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছেন। অভিযোগের বিবরণে জানা যায়

.....

.....

.....

আবেদনপত্রটি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিরোধীয় বিষয়টি গ্রাম আদালত আইন এর এখতিয়ারভুক্ত এবং অত্র ইউনিয়ন পরিষদের আওতাভুক্ত। বিধায় গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে আবেদনটি গ্রহণ করা হলো।

আবেদনের বিবরণ মামলার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হোক। আগামী ... তারিখ ..... ঘটিকায় আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর উপস্থিতির তারিখ ধার্য করে আবেদনকারীকে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হোক। উক্ত তারিখে প্রতিবাদীকে এ ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারী করা হোক।"

৮) উক্ত আদেশটি আরো কীভাবে লেখা যেতে পারে তা নিয়ে একটু আলোচনা করুন। বলুন- আদেশনামা নিয়ে পরে ধাপে ধাপে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

ধাপ ৬. সমন জারী, ইত্যাদি (বিধি-৮)

১) বলুন আমরা এতক্ষণ ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া গ্রাম আদালত গঠনের আবেদনপত্র ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক গ্রহণ করলে তিনি আদেশনামায় কী আদেশ দেবেন তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা সমন জারীর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

২) এবার **সমন প্রদান শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১৮)** বের করুন এবং জিজ্ঞাসা করুন- ছবিটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? প্রশিক্ষণার্থীরা যেন বলতে পারে সে চেষ্টা করুন। বলুন- ছবিতে আবেদনপত্র গ্রহণের পর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক পাঠানো সমন গ্রাম পুলিশ জারী করছে ।

৩) প্রশ্ন করুন-ইউনিয়ন পরিষদে দাখিল হওয়া কোনো মামলা গ্রহণ করার পর কী কী করতে হবে? উত্তর শুনুন, বিশ্লেষণে সহায়তা করুন।

৪) বলুন- কোনো মামলা যদি ইউনিয়ন পরিষদে আসে তাহলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান তা পরীক্ষা করবেন এবং বিচারযোগ্য হলে গ্রাম আদালত গঠন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবেন, আদেশনামায় এ সংক্রান্ত একটি আদেশ দেবেন এবং প্রতিবাদীর ওপর সমন জারীর ব্যবস্থা করবেন। এ বিষয়টি বিধি-৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের করণীয়গুলো কী কী তাও বিধি-৮ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৫) প্রশিক্ষণার্থীদের বিধি-৮ বের করতে বলুন; প্রয়োজনে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন; আপনিও বের করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের পড়তে বলুন; সমন জারীর জন্য করণীয়গুলো কী কী জানতে চান।

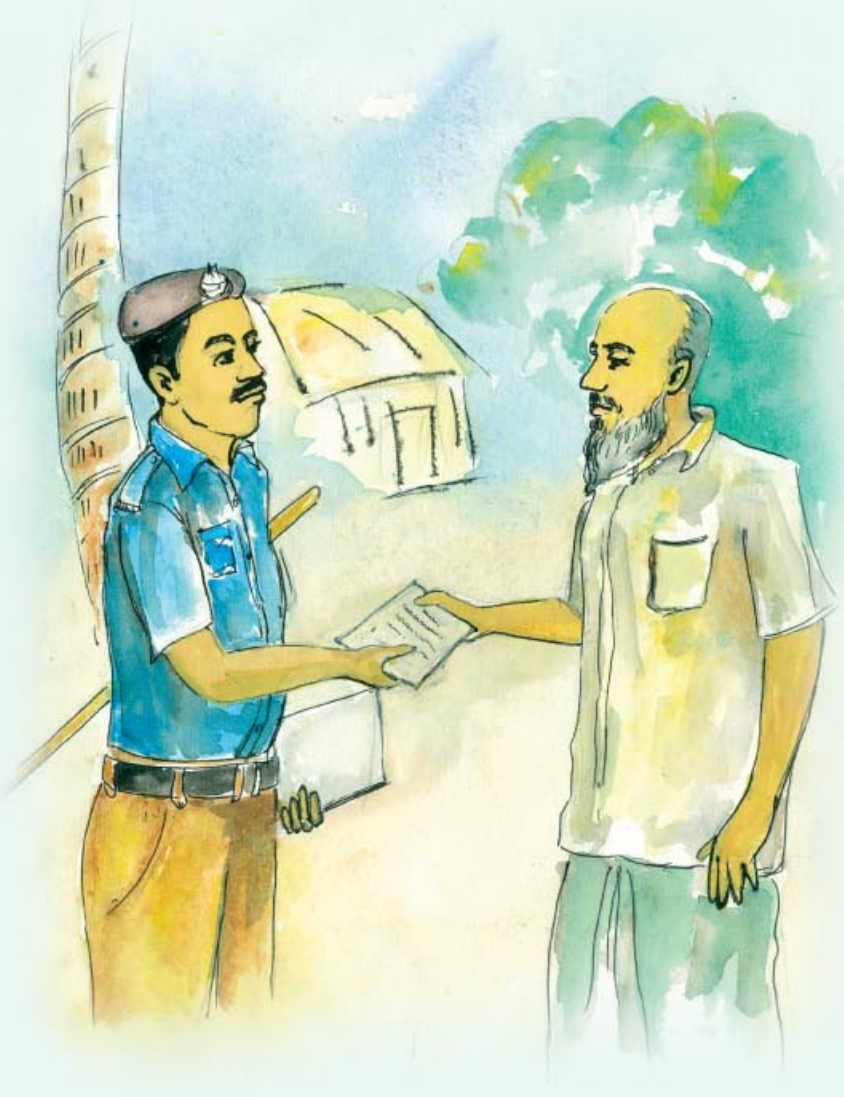

সমন জারী, ইত্যাদি (বিধি-৮)

(১) বিধি ৭ অনুযায়ী আবেদনপত্র মামলা রেজিস্টার বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিবার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মামলা গ্রহণের তারিখ হইতে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন এবং প্রতিবাদীকেও অনুরূপ নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হইবার জন্য ফরম-৪ অনুযায়ী সমন জারী করিবেন।

(২) প্রতিটি সমন দুই প্রস্থে লিখিত এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইতে হইবে এবং গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর একইরূপে উহা চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত হইতে হইবে।

(৩) প্রতিটি সমন ইউনিয়ন পরিষদের কোনো কর্মচারী অথবা ক্ষেত্রমত, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি জারী করিবেন।

(৪) যে প্রতিবাদীর প্রতি সমন দেওয়া হয় সমনের একপ্রস্থ তাহাকে অর্পণ করিয়া বা তাহার নিকট প্রেরণ করিয়া উক্ত সমন তাহার উপর ব্যক্তিগতভাবে জারী করিতে হইবে।

(৫) সমন জারী অন্তে এই কাজের জন্য নিয়োজিত ব্যক্তি সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমন গ্রহীতার প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষের অনুপস্থিতিতে তিনি বা তাহার পরিবারের সদস্য বরাবর সমন জারী করা হইলে সমনের অন্য প্রস্থের উল্টা পৃষ্ঠায় সমনগ্রহীতার পক্ষে প্রাপ্তিসূচক স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন।

(৬) যথাবিহিত চেষ্টা সত্ত্বেও উপ-বিধি (৫) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সমন জারী করা সম্ভব না হইলে সমন জারীর দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী দুই প্রস্থ সমনের এক প্রস্থ সমন প্রদত্ত ব্যক্তি সাধারণত যে বাড়িতে বসবাস করিয়া থাকেন, উহার কোনো প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করিবেন যাহাতে উক্ত সমন যথাবিহিতভাবে জারী করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা যাইবে।

(৭) যে ব্যক্তিকে সমন প্রদান করা হইয়া থাকে তিনি যদি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ এলাকার বাহিরে বসবাস করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উক্ত ইউনিয়ন পরিষদ বা গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান রেজিস্ট্রি ডাকযোগে (প্রাপ্তিস্বীকার পত্রসহ) সমন জারী করাইতে পারিবেন এবং আবেদনকারীকে এই বাবদ খরচ বহন করিতে হইবে।

৬) প্রতিবাদীর প্রতি সমন (ফরম-৪) বের করতে বলুন। ফরমটি বের করতে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি-না নিশ্চিত হোন। ফরম-৪ কিভাবে পূরণ করতে হবে আলোচনা করুন। ফরমটি পূরণ করতে পারবে কি না নিশ্চিত হোন। প্রয়োজনে উদাহরণ দিন। পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

৭) বলুন- সাক্ষীকে সমন দেওয়ার ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের কি ধরনের ক্ষমতা রয়েছে এখন আমরা তা নিয়ে আলোচনা করবো। বলুন- এ বিষয়ে গ্রাম আদালত আইনের ধারা-১০ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

ধাপ ৭. সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-১০)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক আবেদন গ্রহণ করার পর তিনি কিভাবে প্রতিবাদীর ওপর সমন জারী করবেন তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালত কিভাবে সাক্ষীর প্রতি সমন জারী করবে তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- সাক্ষীর প্রতি কিভাবে সমন জারী করতে হয়? উত্তর শুনুন এবং আলোচনায় অংশ নিন।

২) বলুন-সাক্ষীর প্রতি সমন জারীর বিষয়টি ধারা-১০ এ উল্লেখ করা হয়েছে। সকলকে ধারা- ১০ বের করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। আপনিও বের করুন। প্রতিটি উপ-ধারা ধরে ধরে আলোচনা করুন।

সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদির ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-১০)

(১) গ্রাম আদালত যে কোন ব্যক্তিকে আদালতে হাজির হইতে এবং সাক্ষী দেওয়ার জন্য অথবা কোনো দলিল দাখিল করিবার বা করাইবার জন্য সমন দিতে পারিবে: তবে শর্ত থাকে যে-

(ক) দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৩৩ এর উপ-ধারা (১) এ যে ব্যক্তিকে স্ব-শরীরে আদালতে হাজির হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া যাইবে না;

(খ) গ্রাম আদালত যদি যুক্তিসংগতভাবে মনে করে যে, অহেতুক বিলম্ব, খরচ বা অসুবিধা ব্যতীত কোন সাক্ষীকে হাজির করা সম্ভব নয়, তবে আদালত সেই সাক্ষীকে সমন দিতে বা সেই সাক্ষীর বিরুদ্ধে প্রদত্ত সমন কার্যকর করিতে অগ্রাহ্য করিতে পারিবে;

(গ) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত এলাকায় বসবাসকারী কোন ব্যক্তির ভ্রমণ ও অন্যান্য খরচ নির্বাহ বাবদ, আদালতের বিবেচনামতে, পর্যাপ্ত অর্থ তাহাকে প্রদানের জন্য আদালতে জমা দেওয়া না হইলে, গ্রাম আদালত ঐ ব্যক্তিকে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য অথবা কোন দলিল দাখিল করিবার বা করাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে না;

(ঘ) গ্রাম আদালত রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী সম্পর্কিত কোন গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারি রেকর্ড দাখিল করিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে না বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অনুমতি ব্যতীত অনুরূপ গোপনীয় দলিল বা অপ্রকাশিত সরকারি রেকর্ড হইতে আহরিত কোনো সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবে না।

৩) এ পর্যায়ে সবাইকে সাক্ষীর প্রতি সমন (ফরম-৫) বের করতে বলুন এবং এ ফরম নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করুন।

৪) এ আলোচনা শেষ করার আগে জিজ্ঞাসা করুন গ্রাম আদালত আইনে কয়টি ক্ষেত্রে সমন জারীর বিধান আছে? উত্তর শুনুন; বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন এবং বলুন গ্রাম আদালত আইনে ২টি ক্ষেত্রে সমন জারীর বিধান রয়েছে।

প্রথমত ঃ প্রতিবাদীর প্রতি সমন
দ্বিতীয়তঃ সাক্ষীর প্রতি সমন

ধাপ ৮. দাবী বা বিবাদ স্বীকার (বিধি-৩১)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ প্রতিবাদী ও সাক্ষীর প্রতি সমন জারীর পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছি।

২) এখন সমন পেয়ে বা অন্য কোনোভাবে জেনে প্রতিবাদী যদি ইউনিয়ন পরিষদে হাজির হয়ে চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে আবেদনকারীর দাবি বা বিবাদ স্বীকার করে এবং দাবি পূরণ করে তাহলে মামলার ক্ষেত্রে করণীয় কী তা নিয়ে আলোচনা করবো।

৩) এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত শুনুন। বিশ্লেষণে সহায়তা করুন। ব্যাখ্যা করতে উৎসাহিত করুন।

৪) এবার গ্রাম আদালত গঠিত হওয়ার আগে **বিধি- ৩১ মোতাবেক দাবী বা বিবাদ স্বীকার শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-১৯)** বের করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের বিধি-৩১ বের করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন; আপনিও বের করুন। কাউকে পড়তে বলুন; ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে সহায়তা করুন। পুরো বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন।

দাবী বা বিবাদ স্বীকার (বিধি-৩১)

(১) সমন প্রাপ্ত হইয়া অথবা অন্য কোনভাবে অবহিত হইয়া প্রতিবাদী ইউনিয়ন পরিষদে উপস্থিত হইয়া দাবী বা বিবাদ স্বীকার করিলে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে উক্ত দাবী পূরণ করিলে গ্রাম আদালত গঠন করা হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রতিবাদী কর্তৃক দাবী বা বিবাদ স্বীকার করা হইলে এবং উক্ত দাবী পূরণ করা হইলে এই বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ প্রয়োজনীয় রেকর্ড সংরক্ষণ করিবেন এবং ফরম-১৩ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে উহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৫) বলুন- বিধি- ৩১ মোতাবেক আপোষ নিষ্পত্তি হলে গ্রাম আদালত গঠন করা হবে না। এক্ষেত্রে আপোষনামা (ফরম-৯) পূরণের মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে হবে এবং আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের অর্থ ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে (ফরম-১৩) লিপিবদ্ধ করতে হবে। নিষ্পত্তির বিষয়টি মামলা রেজিস্টারের মন্তব্যের কলামে লিখতে হবে।

৬) এখন ফরম-৯ বের করতে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন। ফরম-৯ কিভাবে পূরণ করতে হবে আলোচনা করুন। প্রয়োজনে উদাহরণ দিন।

৭) এবার ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টার (ফরম-১৩) বের করতে বলুন। ফরম-১৩ কিভাবে পূরণ করতে হবে আলোচনা করুন। ফরমটি পূরণ করতে পারবে কি না নিশ্চিত হোন। প্রয়োজনে উদাহরণ দিন।

৮) জিজ্ঞাসা করুন- বিধি- ৩১ মোতাবেক আপোষ হলে আদেশনামায় কী আদেশ লিখতে হবে? উত্তর শুনুন এবং বলুন- অবশ্যই আদেশ লিখতে হবে। এক্ষেত্রে আদেশটি নিম্নরূপ হতে পারে-

বিধি ৩১ মোতাবেক আপোষ হলে আদেশনামায় যে আদেশ লিখতে হবে তার নমুনা

"আবেদনকারী কফিল কর্তৃক প্রতিবাদী খালেক- এর বিরুদ্ধে .....সংক্রান্ত অভিযোগ দায়েরপূর্বক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করে ..... তারিখে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেছিলেন। প্রতিবাদী খালেক বিষয়টি জেনে আবেদনকারীকে সঙ্গে নিয়ে ..... তারিখে ইউনিয়ন পরিষদে এসে আবেদনকারীর দাবী স্বীকার করে এবং উক্ত দাবী পূরণ করে আপোষনামা (ফরম-৯) এ স্বাক্ষর করে এবং উভয়ই মিলমিশ হয়ে যায়। ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে (ফরম-১৩) লিপিবদ্ধ করা হোক এবং মামলা রেজিস্টারের (ফরম-২) মন্তব্য কলাম পূরণ করা হোক।"

৯) বলুন- আমরা আজকের দিনের শেষ পর্যায়ে রয়েছি। এখন আমরা আজকের সারা দিনের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে লার্নিং জার্নাল তৈরি করার জন্য ৪টি ছোট দল তৈরি করবো। সকল প্রশিক্ষণার্থীকে ৪টি দলে ভাগ করুন। বলুন- প্রত্যেক দল দুটো বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

(ক) আজকের আলোচনার কোন্ কোন্ বিষয় আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে, হৃদয় স্পর্শ করেছে বা হৃদয় আলোড়িত করেছে সেগুলো ভিপকার্ডে লিখবো।

(খ) আজকের আলোচনার কোন কোন বিষয় কম ভালো লেগেছে সেগুলো অন্য রঙের ভিপকার্ডে লিখবো।

১০) এ দুটো বিষয় নিয়ে রাতে দলে বসে আলোচনা করতে হবে (প্রশিক্ষণটি যদি আবাসিক না হয় তবে ৪টি দলকে আলোচনা করতে এবং তাদের মতামত ভিপকার্ডে লিখে রাখার জন্য আলাদা করে সময় দিন)। দু'রঙের ভিপকার্ডে লিখে আনতে হবে। আমরা আগামীকাল অধিবেশনের শুরুতেই প্রত্যেক দলের কাছে জানতে চাইবো। সুতরাং আপনাদের কাছে চমৎকার উপস্থাপনা আশা করছি।

১১) প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় ভিপকার্ড ও মার্কার দিন। দলের নেতা ঠিক করতে সহায়তা করুন। বলুন প্রতিটি দলের দলনেতাই সকলের মতামত নিয়ে ভিপকার্ডে লিখবেন এবং ধন্যবাদ দিয়ে দিনের আলোচনা শেষ করুন।

মডিউল ২

দ্বিতীয় দিবস

অধিবেশন ৭

প্রথম দিনের আলোচনার পুনরালোচনা

আলোচ্য বিষয়

প্রথম দিনের আলোচনা কতটুকু মনে আছে তা যাচাই করা

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) প্রথম দিনের আলোচনা মনে করতে পারবে এবং ভিপকার্ডে লিখে প্রকাশ করতে পারবে।

সময় : ০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)।

পদ্ধতি : লার্নিং জার্নাল ও মোবাইল প্লেনারি।

উপকরণ : ভিপকার্ড, মার্কার, পোস্টার পেপার, মাসকিং টেপ, বোর্ড/ ফ্লিপশীট, ভিপবোর্ড।

ধাপ ১. প্রথম দিনের আলোচনা কতটুকু মনে আছে তা যাচাই করা

১) বলুন- দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় আমরা আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি এবং আপনাদের সুস্থতা কামনা করছি।

২) বলুন- গতকাল অধিবেশন শেষে আজকের লার্নিং জার্নাল করার জন্য আমরা ৪টি দলে ভাগ হয়েছিলাম। আশা করি আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বলুন-এখন আমরা ৪টি দল ক্লাস রুমের ৪টি স্থানে মোবাইল প্লেনারীর মাধ্যমে আমাদের লার্নিং জার্নাল উপস্থাপন করবো। ৪টি দলকে তাদের ভিপকার্ডগুলোকে একটি পোস্টার পেপারের উপর লাগিয়ে কক্ষের ৪টি স্থানে লাগাতে বলুন। ৫ মিনিট সময় দিন।

৩) প্রস্তুতি শেষে সবাইকে ঘুরে ঘুরে লার্নিং জার্নাল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান।

৪) আপনিও দেখুন, প্রশ্ন করুন এবং ভাল কাজের প্রশংসা করুন। সবাইকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করুন। ১০ মিনিটে ঘুরে দেখার কাজ শেষ করুন।

৫) সকলকে বড় দলে আসতে বলুন, মোবাইল প্লেনারিতে কি দেখেছে তা দু'-এক জনের কাছে জানতে চান, উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন। কোন দল কেমন করেছে জানতে চান। জিজ্ঞাসা করুন- কোন দল বেশি পরিশ্রম করেছে? কোন দল কম পরিশ্রম করেছে? কেন? আলোচনা শেষে উপসংহার টানুন এবং ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ৮

গ্রাম আদালত গঠন, শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯ ও ১০)
- গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫)
- লিখিত আপত্তি (বিধি-১১) ও শুনানীর প্রস্তুতি
- গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২)
- শপথ গ্রহণ
- প্রাক বিচার (ধারা-৬খ) এবং শুনানী মুলতবী (বিধি-১৪)
- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল (ধারা-৮)
- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯)
- ডিক্রি রেজিস্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন পদ্ধতি, গ্রাম আদালত গঠন, গ্রাম আদালতের শুনানী, সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল সম্পর্কে বলতে পারবে

(খ) গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনা ফরম (ফরম-৬), সদস্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-৭), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), ডিক্রি বা আদেশের ফরম (ফরম-১২), ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্টার ফরম (ফরম-১২) পূরণ করার দক্ষতা অর্জন করবে।

সময় : ০৯.৩০-১১.০০ (৯০ মিনিট)।

পদ্ধতি : ছবি বিশ্লেষণ, উপস্থাপন-আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বড় দলে আলোচনা

উপকরণ : স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মাল্টিমিডিয়া, সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬), সদস্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-৭), সদস্য উপস্থিতির অনুরোধ পত্র (ফরম-৮), মামলার হাজিরা (ফরম-১০), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), ডিক্রি বা আদেশের ফরম (ফরম-১২), ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্টার (ফরম-১২)

ধাপ ১. গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯ ও ১০)

১) বলুন-এতক্ষণ আমরা গত দিনের আলোচ্য বিষয়ের পুনরালোচনা করেছি।

২) এখন আমরা গ্রাম আদালত গঠনে প্রতিনিধি মনোনয়ন ও গ্রাম আদালত গঠন বিষয়ে করণীয়গুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করবো।

৩) বলুন-আবেদনকারী ও প্রতিবাদী নির্ধারিত তারিখে উভয়ই হাজির আছেন তা নিশ্চিতকল্পে মামলার হাজিরা ফরম (ফরম-১০)-এ পক্ষগণের হাজিরা গ্রহণ করতে হবে। হাজিরা ফরম (ফরম-১০) বের করতে বলুন, সহায়তা করুন এবং কিভাবে পূরণ করতে হবে তা আলোচনা করুন।

৪) অতপর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬) অনুযায়ী মামলার পক্ষগণকে গ্রাম আদালত গঠনের উদ্দেশ্যে সদস্য মনোনয়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। বলুন, নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে মনোনীত সদস্যদের নাম উল্লেখপূর্বক গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের ফরম (ফরম-৭) অত্র ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করার জন্য পক্ষগণকে নির্দেশ দিবেন। বিষয়টি বিধি-১০ এ উল্লেখ আছে। বলুন-এক্ষেত্রেও আদেশনামায় আদেশ দিতে হবে এবং আদেশটি নিম্নরুপ হতে পারে-

নোটিশ বা সমন পেয়ে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী হাজির হলে সদস্য মনোনয়নের নমুনা আদেশ

"প্রতিবাদীর প্রতি যথাযথভাবে সমন জারী করা হয়েছে। আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়ই হাজির আছেন। মামলার হাজিরা ফরমে (ফরম-১০) পক্ষগণের হাজিরা গ্রহণ করা হলো। আবেদনকারী ও প্রতিবাদীকে আগামী ০৭ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ------ ইং তারিখের মধ্যে নিজ নিজ পক্ষের সদস্য (একজন ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও একজন স্থানীয় ব্যক্তি) মনোনয়ন করে তাদের নাম উল্লেখপূর্বক গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের ফরম (ফরম-৭) যথাযথভাবে পূরণ করে অত্র ইউনিয়ন পরিষদে পেশ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। পক্ষগণকে গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ফরম (ফরম-৭) প্রদান করা হোক এবং সদস্য মনোনয়নের বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হোক। ----- ইং তারিখ মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করা হোক"।

৫) সদস্য মনোনয়ন প্রদানে ব্যর্থ হলে করণীয় বিষয়ে বিধি-৯ এ বলা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের সকলকে বিধি-৯ বের করতে বলুন। আপনিও বের করুন, বিশ্লেষণ করুন। পুরো বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন।

গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯)

(১) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন পক্ষ আদালতের সদস্য মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে এইরূপ ব্যর্থতার বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন, অন্যথায় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের নিকট ব্যর্থতার কারণ জানিতে চাহিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুসারে প্রাপ্ত কারণ সন্তোষজনক বলিয়া প্রতীয়মান হইলে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষকে তাহার সম্মতিক্রমে ইউনিয়ন পরিষদের কোন সদস্য এবং স্থানীয় কোন ব্যক্তিকে আদালতের সদস্য মনোনয়নপূর্বক গ্রাম আদালত গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন।

(৩) শুনানীকালে কোন পক্ষের প্রতিনিধি অনুপস্থিত থাকিলে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট পক্ষের সম্মতিক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ এর কোন সদস্য এবং স্থানীয় ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিকভাবে আদালতের সদস্য মনোনয়নপূর্বক মামলার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

ধাপ ২. গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫)

১) বলুন-আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালত গঠনে প্রতিনিধি মনোনয়ন নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালত গঠনে করণীয়গুলো কী কী তা নিয়ে আলোচনা করবো।

২) প্রশ্ন করুন- গ্রাম আদালত গঠনে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের করণীয়গুলো কী কী? উত্তর শুনুন, বিশ্লেষণে সহায়তা করুন। গ্রাম আদালত গঠনে করণীয়গুলো প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে বের করে আনার চেষ্টা করুন। ব্যাখ্যা করতে উৎসাহিত করুন।

৩) বলুন-গ্রাম আদালত গঠন বিষয়ে ধারা-৫ এ বলা হয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের ধারা-৫ বের করতে সহায়তা করুন; প্রত্যেকে বের করতে পেরেছে কি না নিশ্চিত হোন; আপনি ও **গ্রাম আদালত গঠন শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২০)** বের করুন। পড়তে বলুন এবং ব্যাখ্যা করুন। পুরো বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন।

গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫)

(১) একজন চেয়ারম্যান এবং উভয়পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন করিয়া মোট চারজন সদস্য লইয়া গ্রাম আদালত গঠিত হইবেঃ তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত দুইজন সদস্যের মধ্যে একজন সদস্যকে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হইতে হইবে। তবে আরো শর্ত থাকে যে, তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলার সহিত নাবালক এবং তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার সহিত কোন নারীর স্বার্থ জড়িত থাকিলে, সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে সদস্য হিসেবে মনোনয়ন প্রদান করিবেন।

(২) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন, তবে যেক্ষেত্রে তিনি কোন কারণবশতঃ চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হন কিংবা তাহার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কোনো পক্ষ কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপিত হয় সেইক্ষেত্রে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সদস্য ব্যতীত উক্ত ইউনিয়ন পরিষদের অন্য কোনো সদস্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হইবেন।

(৩) বিবাদের কোন পক্ষে যদি একাধিক ব্যক্তি থাকেন, তবে চেয়ারম্যান উক্ত পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণকে তাহাদের পক্ষের জন্য দুইজন সদস্য মনোনীত করিতে আহ্বান জানাইবেন এবং যদি তাহারা অনুরূপ মনোনয়নদানে ব্যর্থ হন তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে হইতে যে কোন একজনকে সদস্য মনোনয়ন করিবার জন্য ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং তদানুযায়ী অনুরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি সদস্য মনোনয়ন করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন বিবাদের কোন পক্ষ চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে গ্রাম আদালতের সদস্য হিসাবে মনোনীত করিতে পারিবে।

(৫) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে-

ক) আবেদনকারী সদস্য মনোনয়ন প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে চেয়ারম্যান লিখিতভাবে এইরূপ ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করিয়া; অথবা

খ) প্রতিবাদী সদস্য মনোনয়ন করিতে ব্যর্থ হইলে, আবেদনকারী বিচারযোগ্য বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে মামলা করিতে পারিবেন মর্মে চেয়ারম্যান, নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সনদ প্রদান করিয়া আবেদনপত্রটি আবেদনকারীর নিকট ফেরত দিবেন।

৪) বলুন- নির্ধারিত সময়ে পক্ষগণ কর্তৃক সদস্য মনোনয়নের ফরম (ফরম-৭) প্রাপ্তির পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গ্রাম আদালত গঠন করবেন। সদস্যদের নাম পাওয়ার পর মামলা রেজিস্টার ফরম (ফরম-২) এর সংশ্লিষ্ট কলামে সদস্যগণের নাম লিপিবদ্ধ করবেন এবং মামলার নথি গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করবেন।

৫) প্রশিক্ষণার্থীদের মামলা রেজিস্টার ফরম (ফরম-২) বের করতে বলুন এবং রেজিস্টারের ৬নং কলাম (আবেদনকারীর সদস্যগণের নাম) এবং ৭নং কলাম (প্রতিবাদীর সদস্যগণের নাম) ও ৮নং কলাম (গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের নাম) এর বিষয়গুলো ভালো করে বুঝিয়ে দিন। এ পর্যায়ে আদেশনামায় একটি আদেশ লিখতে হবে। আদেশটি নিম্নরূপ হতে পারে।

গ্রাম আদালত গঠন সংক্রান্ত আদেশের নমুনা

"অদ্য ..... তারিখে পক্ষগণ কর্তৃক সদস্য মনোনয়নের দিন ধার্য্য ছিল। আবেদনকারী ও প্রতিবাদী হাজির হয়ে উভয় পক্ষের সদস্য হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য এ ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও স্থানীয় ব্যক্তিদের নাম সম্বলিত সদস্য মনোনয়নের ফরম দাখিল করেছেন। আবেদনকারী পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ হচ্ছেন: ১) ----------২)------- এবং প্রতিবাদীর পক্ষে মনোনীত সদস্যগণ হচ্ছেন: ১)----------২)-------। আবেদনে বর্ণিত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য উভয় পক্ষের উল্লিখিত ০৪ জন সদস্য এবং অত্র ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে নিয়ে গ্রাম আদালত গঠন করা হলো। মনোনীত সদস্যদের নাম মামলার রেজিস্টারে (ফরম-২) লিপিবদ্ধ করা হোক। নথি গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান বরাবর প্রেরণ করা হোক"।

৬) **গ্রাম আদালতের ছবি সম্বলিত স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-০৫)** বের করুন এবং জিজ্ঞাসা করুন- ছবিটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? প্রশিক্ষণার্থীরা যেন বলতে পারে তার চেষ্টা করুন। উৎসাহিত করুন। বলুন- এটি একটি গ্রাম আদালতের ছবি। এটি বলতে না পারা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।

৭) গ্রাম আদালত গঠনের বিষয়টি সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন এবং এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৩. লিখিত আপত্তি (বিধি-১১) ও শুনানীর প্রস্তুতি

১) বলুন-গ্রাম আদালত গঠনের পর গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান মামলার প্রথম শুনানীর জন্য দিন ধার্য্য করবেন এবং প্রতিবাদীকে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়ে আবেদনের বিরুদ্ধে তাহার লিখিত আপত্তি দাখিল করার জন্য নির্দেশ দেবেন।

২) বলুন- লিখিত আপত্তি বিষয়ে বিধি-১১ তে বলা আছে। বিধি-১১ বের করতে বলুন, আপনিও বের করুন। পড়তে বলুন।

লিখিত আপত্তি (বিধি-১১)

(১) গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর, চেয়ারম্যান প্রতিবাদীকে ৩ (তিন) দিনের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়ে আবেদনের বিরুদ্ধে তাহার লিখিত আপত্তি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) প্রতিবাদী কর্তৃক লিখিত আপত্তি দাখিল এর বিষয়টি ঐচ্ছিক বিধায় একই সাথে গ্রাম আদালতের অপরাপর কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

৩) বলুন- লিখিত আপত্তি দাখিলের ক্ষেত্রেও একটি আদেশ হবে। আদেশটি নিম্নরূপ হতে পারে।

প্রতিবাদীকে আপত্তি দাখিলের নির্দেশ সংক্রান্ত আদেশের নমুনা

"আবেদনকারীর দাখিলী অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রতিবাদীকে আগামী (৩) তিন দিনের মধ্যে অর্থাৎ ------- তারিখের মধ্যে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।"

৪) বলুন-লিখিত আপত্তি দাখিল না করলেও একটি আদেশ হবে। এ সংক্রান্ত আদেশটি নিম্নরূপে লেখা যেতে পারে।

প্রতিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিল না করলে যে আদেশ হতে পারে তার নমুনা

"অদ্য প্রতিবাদী কর্তৃক লিখিত আপত্তি দাখিলের জন্য দিন ধার্য্য ছিল। প্রতিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিল করেনি। দেখলাম। আগামী ..... তারিখে উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে মামলার প্রথম শুনানী অন্তে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ ও প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোষ মীমাংসার উদ্যোগ এর জন্য দিন ধার্য্য করা হলো"।

৫) বলুন- আপত্তি দাখিল করিবার জন্য নির্দেশ প্রদানের পর একইসাথে পক্ষগণের মনোনীত সদস্যগণকে মামলার শুনানীর জন্য নির্দিষ্ট তারিখ ও সময়ে উপস্থিত হওয়ার জন্য গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান, গ্রাম আদালতের সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র (ফরম-৮) প্রেরণ করবেন। এবার প্রশিক্ষণার্থীদের ৮নং ফরম বের করতে বলুন এবং ফরমের বিষয়গুলো ভাল করে বুঝিয়ে দিন।

৬) বলুন, একই সাথে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান মামলার সাক্ষীকে শুনানীর জন্য ধার্যকৃত তারিখে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাক্ষীর প্রতি সমন (ফরম-৫) জারি করবেন। এজন্য একটি আদেশ হবে এবং আদেশনামায় নিম্নরূপ আদেশ লেখা যেতে পারে-

মামলার প্রথম শুনানীর তারিখ নির্ধারণ, আপত্তি দাখিল, মনোনীত সদস্যদের উপস্থিতির অনুরোধ পত্র প্রেরণ ও সাক্ষীর প্রতি সমন সংক্রান্ত আদেশের নমুনা

"অদ্য বিচার নিষ্পত্তির জন্য নথি পাওয়া গেল। নথি দেখলাম। আগামী .....তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় এ মামলার প্রথম শুনানীর জন্য দিন ধার্য করা হলো। ধার্য তারিখে যথাসময়ে পক্ষগণকে মামলার পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। এ মামলায় মনোনীত প্রতিনিধিগণকে মামলার বিচার কাজে অংশ নেয়ার জন্য অবহিত করা হোক। মামলার সাক্ষীকে সমন দেওয়া হোক।"

৭) বলুন; আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠিত হতে হবে (বিধি-১০)। গ্রাম আদালত গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালতের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে [ধারা-৬খ (১)]

ধাপ ৪. গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২)

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা প্রতিবাদী কর্তৃক লিখিত আপত্তি দাখিল ও শুনানীর কিছু প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করেছি।

২) এখন **গ্রাম আদালতের অধিবেশন সম্বলিত ছবির স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২১)** মাধ্যমে নিম্নের ছবিটি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করুন- ছবিটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? প্রশিক্ষণার্থীরা যেন বলতে পারে তার চেষ্টা করুন। উৎসাহিত করুন। বলুন- এটি গ্রাম আদালতের অধিবেশনের একটি ছবি। ছবিটি বিশ্লেষণ করুন।

৩) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলে কয়জন প্রতিনিধি রয়েছে? গ্রাম আদালতের সামনে কারা বসে রয়েছে? গ্রাম আদালত কী করছে ইত্যাদি।

৪) জিজ্ঞাসা করুন- আদালতের শুনানী সম্পর্কে আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা আছে কী? উত্তর শুনুন এবং আলোচনা করুন। বলুন- বিধি ১২ তে গ্রাম আদালতের অধিবেশন বা শুনানী বিষয়ে বলা আছে। সকলকে বিধি ১২ বের করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। আপনিও বের করুন।

৫) এখন **গ্রাম আদালতের অধিবেশন বা শুনানীর ধাপসমূহ শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২২)** বের করুন। কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন। বিধি-১২ বিস্তারিতভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করুন-

গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২)

(১) গ্রাম আদালত গঠিত হইবার পর গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যে কোন দিনে গ্রাম আদালতের অধিবেশনের তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করিবেন।

(২) পক্ষগণকে তাহাদের নিজ নিজ মামলার সমর্থনে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য (মৌখিক অথবা দালিলিক) উপস্থিত করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৬) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে শুনানীর ধাপগুলো কী কী? উত্তর শুনুন; সহায়তা করুন। বলুন- গ্রাম আদালতের শুনানীর ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নে দেওয়া হলো-

(১) গ্রাম আদালত গঠনের ১৫ দিনের মধ্যে যে কোনো দিন প্রথম অধিবেশনের জন্য তারিখ, সময় ও স্থান নির্ধারণ করা এবং পক্ষগণকে সাক্ষ্য প্রমাণসহ (মৌখিক বা দালিলিক) উপস্থিত হতে নির্দেশ প্রদান করা (বিধি-১২)
(২) গ্রাম আদালতে বিচারক প্যানেলের মনোনীত প্রতিনিধিদের শুনানীতে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করা [বিধি-১০(৫), ফরম-৮]
(৩) পক্ষগণের হাজিরা গ্রহণ [বিধি-১৫(৮), হাজিরা ফরম-১০]
(৪) আবেদনকারী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীদের শপথ গ্রহণ করানো [বিধি-১৫(৯)]
(৫) আবেদনকারী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীদের বিবৃতি প্রদান বা জবানবন্দী গ্রহণ [বিধি-১৫(৯)]
(৬) প্রত্যেকের বিবৃতি বা জবানবন্দীর সারমর্ম লিখে রাখা এবং বক্তব্য প্রদান শেষে তার স্বাক্ষর নেওয়া [বিধি-১৫(৯)]
(৭) গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান অথবা প্যানেলভুক্ত যে কোনো সদস্য কর্তৃক মামলার পক্ষদ্বয় অথবা তাদের পক্ষের সাক্ষীদের প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন (যদি প্রয়োজন হয়) জিজ্ঞাসা করা [বিধি-১৫(১০)]

৭) শুনানী সংক্রান্ত পুরো আলোচনার সারসংক্ষেপ করুন। কতটুকু বুঝেছে যাচাই করুন। বলুন-হাজিরা ফরমে হাজিরা গ্রহণ করা, আবেদনকারী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীদের বক্তব্য লিখে রাখা এবং বক্তব্য প্রদান শেষে তাদের স্বাক্ষর নেওয়া-এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৫. শপথ গ্রহণ

১. বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের প্রথম অধিবেশন নিয়ে আলোচনা করেছি।

২. এখন আমরা গ্রাম আদালতে শপথ গ্রহণ নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে কিভাবে শপথ গ্রহণ করতে হয়? শপথে কী বলতে হয়? উত্তর শুনুন, বোর্ড বা ফ্লিপচার্টে লিখুন, আলোচনা করুন।

৩. এবার **শপথ সম্বলিত স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২১)** দেখিয়ে বলুন-

শপথে এই বাক্যটি পাঠ করতে হয়, এর মর্যাদা রাখতে হয়।

শপথ

আমি --------(শপথকারীর নাম)------ প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ করিতেছি যে, আমি যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বৈ মিথ্যা বলিব না, কোনো কথা গোপন করিব না।

৩. শপথ পাঠ করানোর উদ্দেশ্য কী জানতে চান। উত্তর শুনুন এবং সবাইকে শপথের মর্যাদা রক্ষায় যত্নবান ও দায়িত্বশীল হওয়ার অনুরোধ জানিয়ে এ ধাপের আলোচনা শেষ করুন।

ধাপ ৬. প্রাক-বিচার (ধারা-৬খ এবং বিধি-১৩) এবং শুনানী মুলতবী (বিধি-১৪)

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতে শুনানী বিষয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালতে প্রাক বিচারের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। প্রাক বিচার বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা যাচাই করুন।

২) বলুন-প্রাক বিচারের বিষয়টি ধারা ৬খ তে উল্লেখ করা হয়েছে। সকলকে ধারা ৬খ বের করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। আপনিও ধারা ৬খ বের করুন। এরপর **প্রাক বিচার শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২৩)** বের করুন এবং কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন। নিম্নে প্রাক বিচার ধারা-৬খ উল্লেখ করা হলোঃ

প্রাক বিচার (ধারা-৬খ)

(১) ধারা ৫ এর অধীন গ্রাম আদালত গঠিত হইবার অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালতের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে এবং উক্ত অধিবেশনে গ্রাম আদালত উভয় পক্ষের শুনানী করিয়া মামলার বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করিবে এবং পক্ষগণের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুয়ায়ী আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হইলে, উক্তরূপ উদ্যোগ গ্রহণের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি হইলে, মীমাংসার শর্তাবলী উল্লেখপূর্বক উভয়পক্ষ যৌথভাবে একটি আপোষনামা স্বাক্ষর বা বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ প্রদান করিবেন এবং সাক্ষী হিসেবে উভয়পক্ষের মনোনীত সদস্যগণ আপোষনামায় স্বাক্ষর করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী আপোষনামা স্বাক্ষরিত হইলে, গ্রাম আদালত নির্ধারিত ফরমে উহার আদেশ লিপিবদ্ধ করিবে এবং উক্তরূপ আদেশ গ্রাম আদালতের আদেশ বা ডিক্রি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন আপোষনামার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি করা হইলে উহার বিরুদ্ধে আপীল বা রিভিশন দায়ের করা যাইবে না।

৩) এখন ধারাবাহিকভাবে এ ধারার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করুন।

৪) বলুন- প্রাক বিচার গ্রাম আদালতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ বিষয়ে গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬ এর ১৩ বিধিতে কী বলা হয়েছে তা আমরা এখন আলোচনা করবো। বিধি-১৩ প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে বলুন, আপনিও বের করুন; পড়তে উৎসাহিত করুন এবং বিশ্লেষণ করুন।

প্রাক বিচার (বিধি-১৩)

(১) প্রথম অধিবেশনের শুনানী অন্তে বিচার্য বিষয় নির্ধারিত হইলে আইনের ধারা ৬খ অনুযায়ী প্রাক বিচারের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি বিচারক প্যানেল এর পক্ষ হইতে উভয় পক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।

(২) উভয় পক্ষ এইরূপ নিষ্পত্তিতে সম্মত হইলে গ্রাম আদালত আপোষ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করিবে এবং সেইক্ষেত্রে একই দিনে প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোষনামা সম্পাদন করা যাইবে।

(৩) আপোষ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ ও এর প্রতিটি পর্যায় গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে ফরম-৯ অনুযায়ী সম্পাদন করিতে হইবে এবং এক্ষেত্রে উভয়পক্ষ কারো প্ররোচনা ব্যতীত আপোষে সম্মত হইয়াছেন মর্মে আপোষনামায় উল্লেখ থাকিবে।

(৪) আপোষনামায় বর্ণিত শর্তাবলী গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং প্রতিবাদী কর্তৃক আবেদনকারীর দাবি মেটানোর শর্তসমূহ অবশ্যই প্রাক বিচারের আপোষনামা সম্পাদনের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

(৫) প্রাক বিচারের উদ্যোগের শুরুতেই ফরম-৯ অনুযায়ী আপোষনামা সম্পাদনপূর্বক বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি করা হইলে উহার বিরুদ্ধে আপিল বা রিভিশন করা যাইবে না মর্মে আবেদনকারী ও প্রতিবাদী পক্ষকে মৌখিকভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৫) প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোষ নিষ্পত্তি হলে আদেশনামায় একটি আদেশ লিখতে হবে যা নিম্নরূপ হতে পারে;

উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ ও প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোষ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত আদেশের নমুনা

মামলার আবেদনকারী, প্রতিবাদী এবং উভয়পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হলো। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য, নথি, মামলার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আবেদনকারী কর্তৃক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটির প্রাথমিক ভিত্তি রয়েছে। এক্ষেত্রে এই আদালতের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে মামলার উভয়পক্ষ প্রাক বিচারের মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করতে সম্মত হওয়ায় উভয়পক্ষের মধ্যে আপোষনামা সম্পাদনের নির্দেশ দেওয়া হলো।

আপোষনামা দাখিলক্রমে মামলাটি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আগামী ..... তারিখে পক্ষগণকে এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো"।

(উভয়পক্ষের সম্মতিতে একই দিনে অর্থাৎ প্রথম অধিবেশনেই আপোষনামা সম্পাদন করা যাবে)

৬) বলুন- যদি প্রাক বিচারের মাধ্যমে আপোষ হয়ে যায় তবে আদেশনামায় নিম্নরূপ নির্দেশনা লিখতে হবে;

উভয় পক্ষের মধ্যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তি হলে যে আদেশ লিখতে হবে তার নমুনা

"আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়ই হাজির আছেন। উভয়পক্ষের মধ্যে বিরোধীয় বিষয়টি আপোষে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মনোনীত সদস্যদের স্বাক্ষর সম্বলিত আপোষনামার কপি দাখিল করা হয়েছে। মামলাটি আপোষে নিষ্পত্তি হিসেবে আদেশ প্রদান করা হলো। এই আদেশ গ্রাম আদালতের ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্টারে (ফরম-১২) লিপিবদ্ধ করা হোক। একই সাথে মামলার রেজিস্টারের (ফরম-২) মন্তব্য কলামে আদেশটি লিপিবদ্ধ করা হোক।

৭) ডিক্রি ও আদেশের রেজিস্টার (ফরম-১২) বের করতে বলুন। বের করতে সহায়তা করুন। আপনিও বের করুন এবং কিভাবে পূরণ করতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করুন। এরপর মামলা রেজিস্টার (ফরম-২) বের করতে বলুন। ফরম-২ এর মন্তব্য কলামে কী লিখতে হবে তা নিয়ে আলোচনা করুন। বলুন- মন্তব্য কলামে 'প্রাক বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি' লিখতে হবে। সকলে বিষয়টি বুঝেছে কি না নিশ্চিত হোন।

বলুন- প্রাক বিচারের মাধ্যমে মামলাটি যদি নিষ্পত্তি না হয় তবে গ্রাম আদালত আইনের ধারা-৬গ এবং বিধি ১৪ মোতাবেক মামলা অগ্রসর হবে। সকলকে ধারা-৬গ (১) ও বিধি-১৪ পর্যায়ক্রমে বের করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। আপনিও বের করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের পড়তে উৎসাহিত করুন এবং প্রতিটি পয়েন্ট ধরে ধরে আলোচনা করুন।

মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা [ধারা-৬গ (১)]

(১) ধারা ৬খ এর অধীন কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, গ্রাম আদালত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলাটির শুনানীর কার্যক্রম শুরু করিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, শুনানীর কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে মামলার কোন পক্ষ, চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে, যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়া, তৎকর্তৃক ইতোপূর্বে মনোনীত কোন সদস্যকে পরিবর্তন করিয়া অন্য কোন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

শুনানী মুলতবী (বিধি-১৪)

(১) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) অনুযায়ী প্রাক বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হইলে আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মামলাটির বিচারকার্য শুরু করিয়া তাহা সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) বিচার কার্য সম্পাদনকালে গ্রাম আদালত পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে মামলার শুনানী মুলতবী করিতে পারিবেন যাহা প্রতিক্ষেত্রে ৭ (সাত) দিনের অধিক হইবে না।

(৩) মামলার যে কোন পক্ষের চাহিদা মোতাবেক গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান মামলার শুনানীর তারিখ ও নির্ধারিত বিষয় বিবৃত করিয়া ফরম-১১ এ মামলার স্লিপ প্রদান করিবেন বা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

৮) বলুন- উভয়পক্ষ প্রাক বিচারের মাধ্যমে যদি বিরোধটি নিষ্পত্তি করিতে সম্মত না হয় তবে আদেশনামায় একটি আদেশ লিখতে হবে যা নিম্নরূপ হতে পারে-

প্রাক বিচারের মাধ্যমে নিষ্পত্তি না হলে যে আদেশ হবে তার নমুনা

"আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষই উপস্থিত আছেন। মামলার আবেদনকারী, প্রতিবাদী এবং উভয়পক্ষের সাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করা হলো। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য, নথি, মামলার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, আবেদনকারী কর্তৃক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটির প্রাথমিক সত্যতা রয়েছে। এই আদালতের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে মামলার উভয়পক্ষ স্বেচ্ছায় প্রাক বিচারের মাধ্যমে বিরোধটি নিষ্পত্তি করিতে সম্মত হন। কিন্তু প্রাক বিচার অনুষ্ঠানকালে দাবী বা বিবাদ বিষয়ে উভয়পক্ষ একমত না হওয়ায় প্রাক বিচারের মাধ্যমে মামলাটি নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি।

তাই মামলার পরবর্তী শুনানীর দিন আগামী .....তারিখ নির্ধারণপূর্বক পক্ষগণকে এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হোক"।

৯) এ আলোচনা শেষ করার আগে প্রাক বিচার, মামলা চালানো ও শুনানী মুলতবী বিষয়ে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নগুলো করুন-

- প্রাক বিচার বলতে আমরা কী বুঝি?
- প্রাক বিচারের উদ্যোগ কখন এবং কে নেবেন?
- প্রাক বিচারের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি হলে গ্রাম আদালতকে কী কী ডকুমেন্ট সংরক্ষণ করতে হবে?
- প্রাক বিচারে পক্ষগণ সম্মত হলে সর্বোচ্চ কত দিনের মধ্যে আপোষ করতে হবে?
- প্রাক বিচারের মাধ্যমে বিবাদ নিষ্পত্তি না হলে গ্রাম আদালত কী করবে?
- গ্রাম আদালত কি মামলার শুনানী মুলতবী রাখতে পারে? যদি পারে, তবে কত দিনের জন্য? কেন?

১০) উক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

ধাপ ৭. গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল (ধারা-৮)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ প্রাক বিচার নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রাক বিচারের বিষয়টি কতটুকু মনে আছে যাচাই করুন।

২) এখন **গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২৪)** বের করুন এবং জিজ্ঞাসা করুন- ছবিটিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? প্রশিক্ষণার্থীরা যেন বলতে পারে তার চেষ্টা করুন। উৎসাহিত করুন। বলুন- গ্রাম আদালতে শুনানী শেষে সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য আদালতের সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করছে, এটি তারই ছবি। ছবিটি আরও একটু বিশ্লেষণ করুন।

৩) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কিভাবে হয়? প্রশিক্ষণার্থীদের বলতে উৎসাহিত করুন। চেষ্টা করুন যাতে বলতে পারে।

৪) বলুন- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ এর ৮ ধারায় গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল বিষয়ে বলা হয়েছে। এ ধারাটি এখন আমরা নিবিড়ভাবে আলোচনা করবো। সকলকে ধারা ৮ বের করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। আপনিও বের করুন। এখন **গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২৪)** কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপিল (ধারা-৮)

(১) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত বা চার-এক (৪ঃ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বা চারজন সদস্যের উপস্থিতিতে তিন-এক (৩ঃ১) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে উক্ত সিদ্ধান্ত পক্ষগণের উপর বাধ্যকর হইবে এবং এই আইনের বিধান অনুযায়ী কার্যকর হইবে।

(২) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত তিন-দুই (৩ঃ২) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ত্রিশ দিনের মধ্যে, নির্ধারিত পদ্ধতিতে-

(ক) মামলাটি তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত কোনো অপরাধের সহিত সম্পর্কিত হইলে, এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আপীল করিতে পারিবে; এবং

(খ) মামলাটি তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত বিষয়াবলীর সহিত সম্পর্কিত হইলে, এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আপীলের ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বিবেচ্য ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত সুবিচার করিতে ব্যর্থ হইয়াছে, তাহা হইলে, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত গ্রাম আদালতের উক্ত সিদ্ধান্ত বাতিল বা পরিবর্তন করিতে পারিবে অথবা পুনর্বিবেচনার জন্য মামলাটি গ্রাম আদালতের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারিবে।

(৪) আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী অনুযায়ী গ্রাম আদালত কর্তৃক কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহা অন্য গ্রাম আদালতসহ অন্য কোন আদালতে বিচার্য হইবে না।

৫) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে কতভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? কোন্ কোন্ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপীল করা যায় না? কেন আপীল করা যায় না? কোন ক্ষেত্রে আপীল করা যায়? কেন করা যায়?

৬) উক্ত প্রশ্নগুলো আলোচনা শেষে বলুন-গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত (৫ঃ০) হতে পারে; ৪ঃ১ হতে পারে আবার ৩ঃ২ ও হতে পারে। ৪ জনের উপস্থিতিতে সর্বসম্মত (৪ঃ০) বা ৩ঃ১ হতে পারে। বলুন- সিদ্ধান্ত সর্বসম্মত (৫ঃ০) বা ৪ঃ১ বা ৪ জনের উপস্থিতিতে ৪ঃ০ বা ৩ঃ১ হলে আপীল করা যায় না। তবে সিদ্ধান্ত ৩ঃ২ হলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল করতে পারবে।

৭) বলুন- গ্রাম আদালত আইনের ৮ ধারার উপ-ধারা ৩ এর সাথে সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো বিধি-৩২ মিলিয়ে পড়তে হবে। সকলকে বিধি-৩২ বের করতে বলুন। আপনিও বের করুন। কাউকে পড়তে বলুন।

সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো (বিধি-৩২)

(১) কোন মামলার সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের জন্য আইনের ধারা ৮ এর উপ–ধারা (২) অনুযায়ী জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত বা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত এর নিকট আপিলের পরিপ্রেক্ষিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বা সহকারী জজ আদালত বা সিনিয়র সহকারী জজ আদালত কর্তৃক উক্ত মামলাটি পুনর্বিবেচনার জন্য ইউনিয়ন পরিষদে পাঠানো হইলে মামলাটি একই নম্বরে প্রতিস্থাপিত করিয়া অবিলম্বে উহার বিচার শুরু করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী আপীল আদালতের আদেশের সারাংশ ফরম-২ অনুযায়ী মামলার রেজিস্টারের ১২ নম্বর কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৮) বলুন-এখন আমরা গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ বিষয়ে বিধি-১৯ কি বলেছে তা বিশ্লেষণ করবো। সকলকে বিধি-১৯ বের করতে বলুন। আপনিও বের করুন। পড়তে বলুন।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯)

(১) প্রত্যেক মামলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ফরম-১২ অনুযায়ী চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি ডিক্রি প্রদান করা হইবে।

(২) চেয়ারম্যান উক্ত আদালতের প্রত্যেক সিদ্ধান্ত প্রকাশ্য আদালতে ঘোষণা করিবেন।

(৩) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইলে অথবা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত না হইয়া থাকিলে, তাহা যে সংখ্যাগরিষ্ঠতায় গৃহীত হইয়াছে তাহার অনুপাত উল্লেখপূর্বক ফরম-২ এর মামলা রেজিস্টারের ১১নং কলামে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৯) পড়া শেষে বিধি-১৯ আবারো বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন এবং ফরম-১২ ও ফরম-২ বের করে ডিক্রি প্রদান-এর বিষয় এবং মামলা রেজিস্টারের ১১নং কলাম ভালো করে ব্যাখ্যা করুন। ফরম-১২ ও ফরম-২ এর ১১ নং কলাম পূরণ করার কৌশল নিয়ে ধরে ধরে আলোচনা করুন। বিষয়টি সকলে বুঝেছেন কি না তা প্রশ্ন করে নিশ্চিত হোন।

১০) বলুন- এখন আমরা ডিক্রি রেজিস্টার ইত্যাদি (বিধি-২০), বিষয়ে আলোচনা করবো। সকলকে বিধি-২০ বের করতে বলুন। আপনিও বের করুন। পড়তে বলুন।

ডিক্রি রেজিস্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)

(১) বিধি ১৯ অনুযায়ী গ্রাম আদালত কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে চেয়ারম্যান ফরম-১২ এর ডিক্রি রেজিস্টারের ৭ নং কলামে আদালতের সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা সহকারী জজ আদালত কর্তৃক আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী প্রদত্ত কোনো আদেশ যথাযথভাবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে জানাইতে হইবে এবং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তদানুযায়ী ফরম-১২ এর ডিক্রি রেজিস্টারে উক্ত প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সেই মর্মে লিপিবদ্ধ করিয়া ডিক্রি বা আদেশ সংশোধন করিবেন।

১২) বলুন-গ্রাম আদালতে শুনানীতে আবেদনকারীর দাবি প্রমাণিত হলে আদেশনামায় একটি আদেশ (চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত) লিখতে হবে যা নিম্নরূপ হতে পারে।

প্রাক বিচার পরবর্তী শুনানীতে আবেদনকারীর দাবী প্রমাণিত হলে যে আদেশ হবে তার নমুনা

"অদ্য এই মামলার চূড়ান্ত শুনানীর দিন ধার্য আছে। আবেদনকারী ও প্রতিবাদী উভয়ই হাজির আছেন। হাজিরা ফরমে হাজিরা গ্রহণ করা হলো। মামলার আবেদনকারী, প্রতিবাদী ও তাদের পক্ষের সাক্ষীর শপথ গ্রহণপূর্বক জবানবন্দী আলাদা আলাদা কাগজে গ্রহণ করা হলো। উভয়পক্ষের সাক্ষ্য, নথি, মামলার প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আনীত আবেদনকারীর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর সামাজিক অবস্থা এবং পুনর্মিলনের বিষয়সমূহসহ বিবেচনা করা হলো। নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে আদালতের সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে ৫:০ ভোটে প্রতিবাদী কর্তৃক আবেদনকারীকে .....টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

১. উদাহরণঃ কোন একটি অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত দেওয়ানী মামালায় আবেদনকারীর দাবী প্রমাণিত হলে গ্রাম আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হচ্ছে-

২. - প্রতিবাদী আদালতে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করেছে।
-সাক্ষীর উপস্থিতিতে টাকা ফেরত দেওয়ার তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা প্রমানিত হয়েছে।

৩. -প্রতিবাদী তার আর্থিক অসচ্ছলতার কথা উল্লেখ করেছে এবং তার আর্থিক অসচ্ছলতার বিষয়ে আদালত ও সমাজের লোকজন অবগত রয়েছে ইত্যাদি।
উপরোক্ত ভাষ্যসমূহ শুধুমাত্রই উদারহণ হিসেবে ব্যবহারের জন্য, কোনোভাবেই নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

সিদ্ধান্ত মামলার রেজিস্টারে (ফরম-২) লিপিবদ্ধ করা হোক। প্রতিবাদীকে ক্ষতিপূরণ বাবদ .....টাকা/..... .....দিনের মধ্যে অর্থাৎ ---------- তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে আবেদনকারীকে প্রদান করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হলো। ব্যর্থতায় গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ -এর ধারা ৯ এর উপধারা (৩) এ উল্লিখিত স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত নির্দেশনা কার্যকর করা হবে। আদেশটি ডিক্রি ও আদেশের রেজিস্টারে (ফরম-১২) এবং মামলার রেজিস্টারে (ফরম-২) লিপিবদ্ধ করা হোক।

১৩) বলুন- গ্রাম আদালতে প্রাক বিচার পরবর্তী শুনানীতে আবেদনকারীর দাবি প্রমাণিত না হলে হলে নিম্নরূপ আদেশ হতে পারে।

প্রাক বিচার পরবর্তী শুনানীতে আবেদনকারীর দাবী প্রমাণিত না হলে যে আদেশ হবে তার নমুনা

"মামলার আবেদনকারী ও তার পক্ষের সাক্ষী এবং প্রতিবাদী ও তার পক্ষের সাক্ষীর শপথ গ্রহণপূর্বক জবানবন্দীর সারাংশ আলাদা আলাদা কাগজে লিপিবদ্ধ করা হলো। উভয়ের সাক্ষ্য বিবেচনা, নথি পর্যালোচনা, মামলার প্রেক্ষাপট বিবেচনা ও মনোনীত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে প্রতিবাদীর উপর আরোপিত আবেদনকারীর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৩:২ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে আবেদনকারীর মোকদ্দমাটি নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় খারিজ করা হলো।

১. উদাহরণঃ কোন একটি অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত দেওয়ানী মামালায় আবেদনকারীর দাবী প্রমাণিত না হলে গ্রাম আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে, সেগুলো হচ্ছে-

২. - প্রতিবাদী আদালতে টাকা নেওয়ার কথা স্বীকার করে নাই এবং আবেদনকারী তার দাবীর সত্যতা প্রমাণ করতে পারে নাই।

৩. - আবেদনকারী দাবীর অনুকূলে কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করতে পারে নাই।

আদেশটি ডিক্রি ও আদেশের রেজিস্টারে (ফরম-১২) এবং মামলার রেজিস্টারে (ফরম-২) লিপিবদ্ধ করা হোক।
(এ ক্ষেত্রে উপরোল্লিখিত গ্রাম আদালতের সদস্যদের সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে"

১৪) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোনো মামলা কোথায় আপীল করতে হয়? উত্তর শুনুন, কিছু সময় আলোচনা করুন। বলুন- এ বিষয়ে বিধি-২১ এ বলা হয়েছে। আপীলের আবেদন বিষয়ে আমরা এখন আলোচনা করবো। সকলকে বিধি-২১ বের করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন। আপনিও বের করুন। পড়তে উৎসাহিত করুন।

আপীলের আবেদন (বিধি-২১)

(১) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী আপিলের আবেদন আবেদনকারী কর্তৃক লিখিত এবং স্বাক্ষরিত হইতে হইবে এবং উহাতে পক্ষগণের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা এবং আবেদনের কারণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থাকিতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের সহিত গ্রাম আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রি বা আদেশের একটি অনুলিপি সংযুক্ত করিতে হইবে এবং অনুলিপিটি চেয়ারম্যানের নিজ স্বাক্ষরে প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

(৩) আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী দাখিলকৃত আপীল আবেদন ফৌজদারী মামলার এখতিয়ারসম্পন্ন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এবং দেওয়ানী মামলার এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

১৫) বিষয়টি সকলেই বুঝেছেন কি না তা প্রশ্ন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় পর্যালোচনা করুন। পর্যালোচনার জন্য নিম্নের প্রশ্নগুলো করুন-

- কিভাবে গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত নিতে হয়?
- কোন কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপিল করা যায় না? কেন?
- কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে আপিল করা যায়? কেন?
- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোথায় আপিল করতে হয়?
- কে এবং কখন গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত পুনর্বিচারের জন্য ফেরত পাঠাতে পারে?

১৬) উক্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে ভালো করে আলোচনা করুন। সবাই বুঝেছে কিনা তা নিশ্চিত হয়ে সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী মডিউলে অগ্রসর হোন।

সেশন ২

মডিউল ৩

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ বিচার প্রক্রিয়া এবং প্রতিবেদন তৈরির কৌশল

- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯)
- ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২)
- জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪)
- মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা (ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫)
- গ্রাম আদালতের অবমাননা (ধারা-১১)
- জরিমানা আদায় (ধারা-১২)
- মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক)
- মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ)
- এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচারিক প্রক্রিয়া
- আদেশনামা
- নথি প্রস্তুতকরণ পদ্ধতি (ধারা-১৩)
- আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪)
- সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং
- শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫)
- কতিপয় মামলার স্থানান্তর (ধারা-১৬)
- পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭)
- আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)
- গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও প্রদর্শন ও আলোচনা
- একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী মামলার কেসের ওপর পূর্ণাঙ্গ অনুশীলন

অধিবেশন ৯

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় (ধারা ৯-১৮)

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯)
- ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (ধারা-৯) ও (বিধি-২২)
- জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪)
- মিথ্যা মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে জরিমানা (ধারা ৯ক ও বিধি-৩৫)
- সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা [ধারা-১০(২)]
- গ্রাম আদালতের অবমাননা (ধারা-১১)
- জরিমানা আদায় (ধারা-১২)
- জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের রসিদ প্রদান, ইত্যাদি (বিধি-২৫)
- মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক)
- মামলা নিস্পত্তির সময়সীমা (ধারা -গ)
- এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া
- আদেশনামা
- নথি প্রস্তুতকরণ

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা

(ক) গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় প্রক্রিয়া বলতে পারবে।
(খ) গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের ও নিস্পত্তির সময়সীমা বলতে পারবে।
(গ) গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে।
(ঘ) গ্রাম আদালতের আদেশনামা লিখতে পারবে।
(ঙ) গ্রাম আদালতের নথি প্রস্তুত করতে পারবে।

সময় : ১১.৩০-০১.০০ (৯০ মিনিট)।

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বাজগ্রুপ ও বড় দলে আলোচনা।

উপকরণ : স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মাল্টিমিডিয়া, ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টার (ফরম-১৩), ফিস/জরিমানা রসিদ (ফরম-১৪), ফিস/জরিমানা রেজিস্টার (ফরম-১৫), পত্র প্রদান রেজিস্টার (ফরম-১৬), অর্থ জরিমানা আদায় (ফরম-২০), আদেশনামার নমুনা, নথির জন্য সকল ফরম।

ধাপ ১. গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আপীল বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কিভাবে কার্যকর করতে হয় সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কিভাবে কার্যকর করতে হয়? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- গ্রাম আদালত আইনের ৯ ধারায় গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ বিষয়ে বলা হয়েছে। সকলকে ধারা-৯ বের করতে বলুন; আপনিও বের করুন। এবার **গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২৫)** বের করুন; কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন। নিজে না পড়াই ভালো তবে প্রয়োজনে পড়লে ক্ষতি নেই। পড়ার সাথে সাথে আলোচনা করুন। মাঝে মাঝে প্রশ্ন করুন এবং বোঝার চেষ্টা করুন প্রশিক্ষণার্থীরা আপনার সাথে যেতে পারছে কি না। তাড়াহুড়া করবেন না।

গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯)

(১) গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অথবা সম্পত্তি বা উহার দখল প্রত্যার্পণ করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে, উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আদেশ প্রদান করিবে এবং তাহা নির্দিষ্ট রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(২) গ্রাম আদালতের উপস্থিতিতে উহার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাবি মিটানো বাবদ কোনো অর্থ প্রদান করা হইলে অথবা কোনো সম্পত্তি অর্পণ করা হইলে গ্রাম আদালত, ক্ষেত্রমত, উক্ত অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি অর্পণ সংক্রান্ত তথ্য উহার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, সেইক্ষেত্রে চেয়ারম্যান উহা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর অধীন আদায় করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করিবে।

(৪) যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদান না করিয়া অন্য কোনো প্রকারে দাবি মিটানো সম্ভব, সেইক্ষেত্রে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য বিষয়টি এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং অনুরূপ আদালত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করিবার জন্য এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যেন ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইয়াছে।

(৫) গ্রাম আদালত উপযুক্ত মনে করিলে তৎকর্তৃক নির্ধারিত কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৪) বলুন- এ ধারায় ৫টি উপ-ধারা রয়েছে প্রতিটি উপ-ধারা বুঝাতে হবে। বুঝেছে কি না নিশ্চিত হোন এবং পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

ধাপ ২. ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন গ্রাম আদালত কিভাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে পারে সে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত কিভাবে ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে পারে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান বিষয়ে বিধি-২২ এ বলা হয়েছে। এখন আমরা সকলে বিধি-২২ বের করবো। সকলকে বিধি-২২ বের করতে বলুন, আপনিও বের করুন। প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন এবং পড়তে বলুন।

ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২)

(১) গ্রাম আদালত যে মেয়াদ নির্ধারণ করিবে সেই মেয়াদের মধ্যে ডিক্রি বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করিতে হইবে, কিন্তু কোনোক্রমেই উক্ত মেয়াদ চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ ফরম-১৩ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৪) ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান শীর্ষক বিধি-২২ নিয়ে কিছু সময় আলোচনা করুন। বলুন- এ বিধিতে দুটো উপ-বিধি রয়েছে। উপ-বিধি-(১) এ বলা হয়েছে গ্রাম আদালত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য সময় দিতে পারবে কিন্তু তা ৬ মাসের বেশি হতে পারবে না। আর উপ-বিধি (২) এ বলা হয়েছে ক্ষতিপূরণ আদায় হলে তা গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে লিখতে হবে। এ বিষয়ে দু-একজনকে প্রশ্ন করুন এবং বুঝেছে কি না নিশ্চিত হোন।

৫) এ পর্যায়ে সকলকে গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টার (ফরম-১৩) বের করতে বলুন; বের করতে সহায়তা করুন এবং কীভাবে পূরণ করতে হবে প্রতিটি কলাম ধরে ধরে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন। উদাহরণসহ বোঝানোর চেষ্টা করুন। নিশ্চিত হোন যে তারা ক্ষতিপূরণ রেজিস্টার পূরণ করতে পারবে।

ধাপ ৩. জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান শীর্ষক বিধি-২২ নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে তা আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন। প্রয়োজনে প্রশ্ন করুন- কত সময়ের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে হবে?

২) বলুন- আমরা এখন জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি বিধি-৩৪ নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত কিভাবে জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে পারে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি বিষয়ে বিধি-৩৪ এ বলা হয়েছে। এখন আমরা সকলে বিধি-৩৪ বের করবো। আপনি **জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২৬)** বের করুন; প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন এবং পড়তে বলুন এবং প্রতিটি উপ-বিধি ধরে ধরে আলোচনা করুন।

জরিমানা এবং ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪)

(১) আইনের ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) অনুযায়ী গ্রাম আদালতের মামলা ডিক্রি অথবা সিদ্ধান্তমূলে আদায়যোগ্য অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর অধীনে আদায়যোগ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী অনুরোধপত্র প্রাপ্ত হইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৮ এর বিধান অনুযায়ী অনুরোধপত্রে উল্লিখিত অর্থ আদায় করিবেন এবং অনুরোধপত্র গ্রহণের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদায়কৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট গ্রাম আদালতে প্রেরণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রেরিত অর্থ উহা গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী প্রাপ্ত অর্থ ফরম-১৩ তে রক্ষিত গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে জমা করিতে হইবে এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের অর্থ উল্লিখিত রেজিস্টারের নির্ধারিত কলামে সাক্ষীর সম্মুখে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের ও সাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণপূর্বক ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী অনুরোধপত্র পাওয়ার পর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান যদি ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ আদায় করিতে অসমর্থ হন তাহা হইলে ব্যর্থতার কারণ উল্লেখ করিয়া তিনি উক্ত অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে সরকারি দাবি হিসাবে আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট অফিসার (উপজেলা নির্বাহী অফিসার) বা সার্টিফিকেট অফিসার হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট ফরম-২০ অনুযায়ী দাবি পেশ করিবেন।

(৬) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আদায়কৃত অর্থ গ্রাম আদালতের অর্থ লেনদেন রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া মামলার আবেদনকারীকে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রদান করিবেন।

(৭) আবেদনকারী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির পক্ষে যদি ক্ষতিপূরণের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তাহা ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা করিয়া আবেদনকারীকে অবহিত করিবেন।

(৮) এইরূপে অবহিত হইবার পর আবেদনকারী বা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি ইউনিয়ন পরিষদে সশরীরে উপস্থিত হইয়া ক্ষতিপূরণের অর্থ গ্রহণ করিবেন।

(৯) জরিমানার অর্থ প্রাপ্ত হইলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উহা ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা করিবেন।

৪) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ৬৮ ধারাটি গ্রাম আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত তাই এ ধারাটি এখানে উল্লেখ করা হলো:

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯
কর সংগ্রহ ও আদায়, ইত্যাদি (ধারা-৬৮)

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য সকল কর, রেইট, টোল বা ফিস নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিতে হইবে।

(২) এই আইনের অধীন পরিষদ কর্তৃক দাবিযোগ্য সকল কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য অর্থ সরকারি দাবি হিসাবে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিষদের যে কোন সদস্য বা কর্মকর্তা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বকেয়া কোন কর, রেইট, টোল বা ফিস আদায়ের জন্য জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত ও নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, সরকার কোন পরিষদকে এই আইনের অধীন প্রাপ্য সকল অনাদায়ী কর, রেইট, টোল, ফিস বা অন্যান্য বকেয়া অর্থ আদায় করিবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মালিকানাধীন স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির ক্রোক এবং বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা কোন কর্মকর্তা বা কোন শ্রেণীর কর্মকর্তা কি প্রকারে প্রয়োগ করিবেন তাহা সরকার বিধি দ্বারা নির্ধারণ করিবেন।

৫) এবার অর্থ/জরিমানা আদায় ফরম (ফরম-২০) বের করতে বলুন। সহায়তা করুন, উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৬) সকলে বুঝেছে কি না তা যাচাই করতে প্রশ্ন করুন-

- কে কে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে?
- ক্ষতিপূরণের অর্থ কোথায় জমা রাখতে হবে?
- জমা হওয়ার কতদিনের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে হবে?
- ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ে ব্যর্থ হলে কী করবেন?

৭) বলুন- ৩৪ বিধিতে মোট ৯টি উপ-বিধি আছে এবং এই উপ-বিধিগুলোতে জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে। যার মর্মার্থ নিম্নরূপ:

- জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রাম আদালতের।
- গ্রাম আদালত কর্তৃক জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের অর্থ তাৎক্ষণিকভাবে আদায় না হলে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের দায়িত্ব বর্তাবে ইউনিয়ন পরিষদের ওপর এবং স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যেভাবে ইউনিয়ন পরিষদ তার বকেয়া কর আদায় করে সেভাবে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায় করবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান যদি ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত অর্থ আদায় করতে অসমর্থ হন তবে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট অফিসার (ইউএনও) কে জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানাবে।
- অনুরোধ প্রাপ্তির পর সার্টিফিকেট অফিসার (ইউএনও) জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করবেন এবং আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদানের ব্যবস্থা করবেন।

ধাপ ৪. মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা (ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪) নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা (ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫) নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত কি মিথ্যা মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে জরিমানা করতে পারে? পারলে কিভাবে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানার বিষয়টি ধারা-৯ক তে উল্লেখ করা হয়েছে; এ ধারায় বলা হয়েছে যে, মিথ্যা মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত সর্বোচ্চ ৫,০০০ টাকা জরিমানা করতে পারবে এবং এ অর্থ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ পাবে।

মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা (ধারা-৯ক)

(১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন মামলা করিবার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জরিমানা করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত জরিমানার টাকা মিথ্যা মামলা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ হিসেবে গণ্য হইবে এবং উহা ধারা ৯ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান অনুসারে আদায়যোগ্য হইবে।

৪) বলুন-এবার আমরা বিধি-৩৫ বের করবো। সকলকে বিধি-৩৫ বের করতে বলুন; আপনিও বের করুন; প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন, পড়তে বলুন এবং প্রতিটি উপ-বিধি ধরে ধরে আলোচনা করুন।

মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা (বিধি-৩৫)

(১) আইনের ধারা ৯ক অনুসারে কোনো প্রকার শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী হয়রানি বা ক্ষতিসাধনের অভিপ্রায়ে প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন কিনা তাহা আদালতের নিকট সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতে হইবে।

(২) এক্ষেত্রে ন্যায্য ও যুক্তিসংগত কারণ না থাকা সত্ত্বেও আবেদনকারী মিথ্যা তথ্য উপস্থাপনপূর্বক প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছেন তাহা নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে আবেদনকারীর অভিযোগ খারিজ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য জরিমানা আরোপ করা যাইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) অনুযায়ী দায়েরকৃত মামলার যথার্থতা প্রমাণ করিতে ব্যর্থ হইলে মামলা খারিজ বলিয়া গণ্য হইবে।

ধাপ ৫. সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা [ধারা-১০(২)]

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ মিথ্যা মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে জরিমানা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন সাক্ষী কর্তৃক গ্রাম আদালতের জারীকৃত সমন অমান্য করায় কী জরিমানা হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- সাক্ষী যদি তার ওপর জারীকৃত সমন অমান্য করে তাহলে গ্রাম আদালত কী করতে পারে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- সাক্ষী কর্তৃক সমন অমান্য করায় জরিমানার বিষয়টি ধারা-১০(২) তে উল্লেখ করা হয়েছে; এ ধারায় বলা হয়েছে যে, ইচ্ছাপূর্বক সমন অমান্য করলে গ্রাম আদালত সর্বোচ্চ ১,০০০ টাকা জরিমানা করতে পারবে এবং এ অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ পাবে।

সাক্ষীকে সমন দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা [ধারা-১০(২)]

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীনে জারীকৃত সমন ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করিলে, গ্রাম আদালত অনুরূপ অমান্যতা আমলযোগ্য অপরাধ গণ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, তাহার বক্তব্য পেশের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে, অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

ধাপ ৬. গ্রাম আদালত অবমাননা (ধারা-১১)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ সাক্ষী যদি তার ওপর জারীকৃত সমন অমান্য করে তাহলে গ্রাম আদালত কী করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন গ্রাম আদালত অবমাননা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- কেউ যদি গ্রাম আদালত অবমাননা করে তাহলে গ্রাম আদালত কী করতে পারে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- গ্রাম আদালত অবমাননার বিষয়টি গ্রাম আদালত আইনের ১১ ধারায় আছে। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, গ্রাম আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা জরিমানা করতে পারবে এবং এ অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ পাবে। সকলকে ধারা-১১ বের করতে বলুন। আপনিও বের করুন এবং আলোচনা করুন।

গ্রাম আদালতের অবমাননা (ধারা-১১)

(১) কোন ব্যক্তি আইনসংগত কারণ ব্যতীত যদি-

(ক) গ্রাম আদালত বা উহার কোন সদস্যকে আদালতের কার্যক্রম চলাকালে অশালীন কথাবার্তা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, আক্রমণাত্মক বা অন্যবিধ আচরণ দ্বারা কোন প্রকার অপমান করেন; বা

(খ) গ্রাম আদালতের কার্যক্রমে কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি করেন; বা

(গ) গ্রাম আদালতের আদেশ সত্ত্বেও, কোন দলিল দাখিল বা অর্পণ বা হস্তান্তর করিতে ব্যর্থ হন; বা

(ঘ) গ্রাম আদালতের যে প্রশ্নের জবাব দিতে তিনি বাধ্য, সেইরূপ কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন; বা

(ঙ) সত্য কথা বলিবার শপথ গ্রহণ করিতে বা গ্রাম আদালতের নির্দেশ মোতাবেক তাহার প্রদত্ত জবানবন্দীতে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করেন- তাহা হইলে তিনি গ্রাম আদালত অবমাননার দায়ে অপরাধী হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনকৃত অপরাধের ক্ষেত্রে, আদালতের নিকট কোন অভিযোগ পেশ করা না হইলেও, গ্রাম আদালত অনুরূপ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবে এবং তাহাকে অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করিতে পারিবে।

ধাপ ৭. জরিমানা আদায় (ধারা-১২)

১. বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতের অবমাননা হলে গ্রাম আদালত কী করতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২. বলুন-আমরা এখন জরিমানা আদায় নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত কিভাবে জরিমানা আদায় করতে পারে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩. বলুন-গ্রাম আদালত কর্তৃক জরিমানা আদায়ের বিষয়টি গ্রাম আদালত আইনের ১২ ধারায় আছে। এ ধারায় বলা হয়েছে যে, আদায়কৃত জরিমানার অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা হবে। জরিমানার অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ অনুসারে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক আরোপিত কর হিসেবে আদায় করতে হবে।

জরিমানা আদায় (ধারা-১২)

(১) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন আরোপিত কোন জরিমানা তৎক্ষণাৎ আদায় না হইলে, গ্রাম আদালত তৎকর্তৃক আরোপিত জরিমানার অর্থের পরিমাণসহ উক্ত অর্থ অনাদায়ের কারণ উল্লেখপূর্বক একটি আদেশ ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করিবে এবং উক্ত অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ তৎকর্তৃক আরোপিত করগণ্যে স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১নং আইন) এর অধীন আদায় করিবে।

(২) ধারা ১০ ও ১১ এর অধীন গ্রাম আদালতের নিকট জমাকৃত বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১) এর অধীন আদায়কৃত জরিমানার অর্থ ইউনিয়ন পরিষদ তহবিলে জমা হইবে।

৪. বলুন- উক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে গ্রাম আদালত ৩টি ক্ষেত্রে জরিমানা করতে পারে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে-

(ক) **মিথ্যা মামলা দায়ের করলে:** যদি কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষতি সাধনের অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের অধীন মামলা করিবার জন্য ন্যায্য বা আইনানুগ কারণ নাই জানিয়াও মামলা দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা জরিমানা করা যাবে [ধারা-৯(ক)]।

(খ) **সমন অমান্য করলে:** কোনো ব্যক্তি গ্রাম আদালত কর্তৃক জারীকৃত সমন ইচ্ছাপূর্বক অমান্য করলে, গ্রাম আদালত অনুরূপ অমান্যতা আমলযোগ্য অপরাধ গণ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তার বক্তব্য পেশের সুযোগ প্রদান সাপেক্ষে অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবে [ধারা-১০ (২)]

(গ) **গ্রাম আদালত অবমাননা করলে:** গ্রাম আদালত অবমাননার অপরাধের ক্ষেত্রে, আদালতের নিকট কোনো অভিযোগ পেশ করা না হলেও, গ্রাম আদালত অনুরূপ অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করতে পারবে এবং তাকে অনধিক ১ (এক) হাজার টাকা জরিমানা করতে পারবে [ধারা-১১ (২)]

ধাপ ৮. জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের রসিদ প্রদান, ইত্যাদি (বিধি-২৫)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ জরিমানা আদায় নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের রসিদ প্রদান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের রসিদ প্রদান বিষয়ে আমরা কি জানি? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের রসিদ প্রদান বিষয়টি ২৫ বিধিতে আছে। সকলকে বিধি ২৫ বের করতে বলুন- আপনিও বের করুন; প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন, পড়তে বলুন এবং প্রতিটি উপ-ধারা ধরে ধরে আলোচনা করুন।

৪) বলুন-রসিদ প্রদান সংক্রান্ত বিধি-২৫ আলোচনা করতে হলে ফরম-১৪ ও ফরম-১৫ নিয়েও আলোচনা করতে হবে তবে প্রথমে আমরা বিধি-২৫ আলোচনা করবো তারপর ফরম ১৪ ও ১৫ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করবো।

রসিদ প্রদান, ইত্যাদি (বিধি-২৫)

(১) আইনের ধারা ৯ এবং ধারা ১১ অনুযায়ী কোন জরিমানা প্রদান করা হইলে বা ধারা ১২ অনুযায়ী তাহা আদায় করা হইলে অথবা এই বিধিমালা অনুযায়ী কোন ফিস আদায় করা হইলে, ফরম-১৪ অনুযায়ী ক্রমিক নম্বর সম্বলিত উহার একটি রসিদ প্রদান করিতে হইবে এবং উহার মুড়িপত্র ইউনিয়ন পরিষদের অফিসে জমা রাখিতে হইবে।

(২) প্রাপ্ত সকল জরিমানা ও ফিস ফরম-১৫ এর ফিস বা জরিমানা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫) সকলকে ফিস/জরিমানা ফরম (ফরম ১৪) ফিস বা জরিমানা রেজিস্টার (ফরম ১৫) বের করতে বলুন। আপনিও বের করুন। প্রতিটি কলাম ধরে ধরে আলোচনা করুন। প্রথমে ফরম ১৪ পরে ফরম ১৫ নিয়ে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করুন।

ধাপ ৯. মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতে ধার্যকৃত ক্ষতিপূরণ কিভাবে আদায় করতে হবে সে প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন গ্রাম আদালতে মামলা দায়েরে সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে মামলা দায়েরের কোনো সময়সীমা আছে কী? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- গ্রাম আদালতে মামলা দায়েরের সময়সীমা গ্রাম আদালত আইনের ধারা-৬ক তে উল্লেখ করা হয়েছে। এখন আমরা সকলে ধারা-৬ক বের করবো। সকলকে ধারা ৬ক বের করতে বলুন; আপনিও বের করুন; প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন এবং পড়তে বলুন। ৬ক ধারাটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করুন।

মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক)

তামাদি আইন, ১৯০৮ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তফসিলের-

ক) প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে অপরাধ সংঘটিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে; এবং

খ) দ্বিতীয় অংশের ক্রমিক নং ৩ এ বর্ণিত দেওয়ানী মামলা ব্যতীত অন্যান্য দেওয়ানী মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে মামলার কারণ উদ্ভব হইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৪) বলুন- একটি ফৌজদারী অপরাধ সংঘটিত হওয়ার দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে এবং একটি দেওয়ানী ঘটনা সংঘটিত হওয়ার দিন থেকে, ব্যতিক্রম বাদে, ৬০ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে। তবে স্থাবর সম্পত্তি বেদখল হওয়ার এক বছরের মধ্যে দখল উদ্ধারের মামলা গ্রাম আদালতে করা যাবে।

ধাপ ১০. মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতে মামলা দায়েরের সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির কোনো সময়সীমা আছে কী? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- গ্রাম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা, গ্রাম আদালত আইনের ধারা-৬গ তে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, প্রাক বিচারের মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে, প্রথম শুনানীর দিন থেকে গ্রাম আদালত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলাটির শুনানীর কার্যক্রম শুরু করবে এবং অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করতে হবে; উক্ত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হলে, গ্রাম আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করে পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করবে।

মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ)

(১) ধারা ৬খ এর অধীন কোন মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, গ্রাম আদালত ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মামলাটির শুনানীর কার্যক্রম শুরু করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, শুনানীর কার্যক্রম শুরু করিবার পূর্বে মামলার কোন পক্ষ, চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে, যুক্তিসঙ্গত কারণ প্রদর্শন করিয়া, তৎকর্তৃক ইতোপূর্বে মনোনীত কোনো সদস্যকে পরিবর্তন করিয়া অন্য কোন সদস্য মনোনয়ন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন শুনানীর কার্যক্রম শুরু হইবার অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে হইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, গ্রাম আদালত কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মামলাটি নিষ্পত্তি করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করা সম্ভব না হইলে, উক্ত মেয়াদ শেষে গ্রাম আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভাঙিয়া যাইবে।

(৪) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ব্যতিরেকে গ্রাম আদালত মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে এবং গ্রাম আদালত ভাঙিয়া গেলে সংক্ষুব্ধ পক্ষ গ্রাম আদালত ভাঙিয়া যাইবার ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিতে পারিবেন।

৪) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তি করার সময়সীমা কতদিন? উত্তর শুনুন; প্রয়োজনীয় পয়েন্ট ফ্লিপশীটে লিখুন। বলুন- গ্রাম আদালতের মামলা নিষ্পত্তির কাঙ্ক্ষিত সময়সীমা হচ্ছে ৯০ দিন। তবে বিশেষ কারণে এ সময়সীমা আরও ৩০ দিন পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে কোনোভাবেই তা ১২০ দিনের বেশি হতে পারবে না। ১২০ দিন পরে গ্রাম আদালত স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেঙে যাবে। সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন এবং পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

ধাপ ১১. এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া

১) জিজ্ঞাসা করুন- আজ দু'দিন ধরে গ্রাম আদালতের কী কী বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি? উত্তর শুনুন; বলতে সহায়তা করুন; প্রয়োজনে ধরিয়ে দিন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন এবং বলুন- গ্রাম আদালতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিয়ে ইতিমধ্যে আমরা আলোচনা করে ফেলেছি। প্রধান প্রধান বিষয়গুলোর মধ্যে কতটুকু তাদের মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- গ্রাম আদালত আইনে ২১টি ধারা রয়েছে এবং গ্রাম আদালত বিধিমালায় ৩৮টি বিধি রয়েছে যার বেশিরভাগই আমরা এখন পর্যন্ত আলোচনা করতে পেরেছি। এখন আমরা এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো।

৩) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া বলতে আমরা কী বুঝি? বলতে সহায়তা করুন; প্রয়োজনে ধরিয়ে দিন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন; আলোচনা করুন।

৪) এখন এক নজরে **গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-২৭)** বের করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

গ্রাম আদালতে বিচার প্রক্রিয়া

- নির্ধারিত ফিস দিয়ে গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বরাবর লিখিত আবেদনপত্র দাখিল করা এবং ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক পরীক্ষান্তে আবেদনপত্র গ্রহণ অথবা নাকচ করা।
- নাকচ করা হলে নাকচের কারণ উল্লেখ করে একটি আদেশ দিয়ে আবেদনপত্রটি আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া।
- আবেদনপত্র গ্রহণ করা হলে মামলা রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করা, প্রতিবাদীকে নির্ধারিত তারিখে ইউনিয়ন পরিষদে এসে হাজির হওয়ার জন্য সমন জারী করা এবং আবেদনকারীকে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশ প্রদান করা।
- প্রতিবাদী আবেদনকারীর দাবি বা বিবাদ স্বীকার করলে এবং ইউনিয়ন পরিষদে এসে চেয়ারম্যানের উপস্থিতিতে দাবি পূরণ করলে গ্রাম আদালত গঠিত হবে না।
- উক্তরূপে দাবি পূরণ না করা হলে এবং নির্ধারিত তারিখে উভয়পক্ষ হাজির হলে পক্ষদ্বয়কে ০৭ দিনের মধ্যে নিজ নিজ পক্ষের ০২ জন করে সদস্য মনোনয়ন দিয়ে তাদের নাম দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা।
- আবেদনকারী বা প্রতিবাদী যেকোনো একজন সদস্য মনোনয়ন না দিলে, উপযুক্ত কোনো আদালতে মামলাটি দাখিলের সুপারিশসহ আবেদনপত্রটি আবেদনকারীকে ফেরত দেওয়া।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পক্ষদ্বয় কর্তৃক মনোনীত সদস্যদের নাম দাখিল করার পর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে চেয়ারম্যান করে ০৫ সদস্য বিশিষ্ট গ্রাম আদালত গঠন করা।
- মামলার নথি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে গ্রাম আদালতে স্থানান্তর করা।
- গ্রাম আদালত কর্তৃক নথিটি গ্রহণ করে ৩ দিনের মধ্যে প্রতিবাদীকে লিখিত আপত্তি দাখিলের নির্দেশ প্রদান করা।
- অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালতের প্রথম অধিবেশনের দিন, তারিখ, সময় নির্ধারণ করে উভয় পক্ষকে তাদের নিজ সাক্ষ্য প্রমাণসহ আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া এবং মনোনীত সদস্যদের উপস্থিতির জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করা।
- প্রথম অধিবেশনে শুনানীর মাধ্যমে উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা এবং অনধিক ৩০ দিনের মধ্যে প্রাক-বিচারের মাধ্যমে বিষয়টির নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি হলে মীমাংসার শর্তাবলী উল্লেখ করে একটি আপোষনামায় উভয়পক্ষের স্বাক্ষর নেওয়া এবং সাক্ষী হিসেবে মনোনীত সদস্যদেরও স্বাক্ষর নেওয়া। আপোষনামা স্বাক্ষরিত হলে গ্রাম আদালত কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আদেশ লেখা।
- আপোষ বা মীমাংসার মাধ্যমে নিষ্পত্তি সম্ভব না হলে পরবর্তীতে অনধিক ১৫ দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত কর্তৃক মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য করা উভয় পক্ষকে তাদের নিজ সাক্ষ্য প্রমাণসহ আদালতে হাজির হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া এবং মনোনীত সদস্যদের উপস্থিতির জন্য অনুরোধপত্র প্রেরণ করা।
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে শপথনামা পাঠ অন্তে উভয়পক্ষের জবানবন্দী ও সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষ্যের সারাংশ লিখে রাখা।
- পক্ষদ্বয়ের বক্তব্য ও সাক্ষ্য বিবেচনান্তে বিচারক প্যানেলের ০৫ জনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকাশ্যে সিদ্ধান্ত ঘোষণা এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের তারিখ নির্ধারণ করা।
- বিচার শেষে মামলার নথি গ্রাম আদালত থেকে ইউনিয়ন পরিষদে প্রেরণ করা।
- নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৫) বলুন- এ পর্যায়ে আমরা গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার ১৯টি পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করেছি। এর বাইরেও কিছু কিছু পয়েন্ট থাকতে পারে যা আমরা আলোচনা করিনি বা স্লাইড বা ফ্লিপচার্টে আনতে পারিনি। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার কোনো পয়েন্ট বা ধাপ বাদ পড়েছে কিনা? উত্তর শুনুন। তাদের বলা পয়েন্ট বা ধাপগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। প্রয়োজনে পূর্বের অধিবেশনে আলোচিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো মনে করিয়ে দিন। আলোচনা করুন এবং পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

ধাপ ১২. মামলার আদেশনামা (ফরম-৩)

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোচিত ১৯টি ধাপের মধ্যে কতটুকু প্রশিক্ষণার্থীদের মনে আছে তা আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- এখন আমরা আদেশনামা লেখার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা ইতিমধ্যে আদেশনামা ফরম দেখেছি। কোন্ বিষয়ে কী আদেশ হবে এবং কিভাবে তা লিখতে হবে তাও মোটামুটিভাবে আলোচনা করেছি।

৩) এ পর্যায়ে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি 'মামলার আদেশনামার নমুনা' দিন। প্রতিটি আদেশ ধরে ধরে আবারো আলোচনা করুন এবং সকলেই বিষয়টি বুঝেছে তা নিশ্চিত করুন।

ধাপ ১৩. নথি প্রস্তুতকরণ

১) বলুন- এখন আমরা নথি প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করবো। আমরা ইতিমধ্যে সকল ফরম দেখেছি এবং সকল ফরম নিয়ে আলোচনা করেছি; কিছু কিছু পূরণও করেছি।

২) প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সকল ফরমের একটি সেট[৫] দিন। এক এক করে ফরমগুলো আবারো দেখতে উৎসাহিত করুন। প্রতিটি ফরম ধরে ধরে আবারো আলোচনা করুন।

৩) এখন পাশাপাশি দু-জন প্রশিক্ষণার্থীকে নিয়ে বাজদল গঠন করুন এবং নিম্নে বর্ণিত গ্রাম আদালতে দাখিলকৃত একটি মামলার কেস স্টাডির ওপর নথি তৈরি করতে বলুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে পরামর্শ করে এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করুন। নথি তৈরিতে প্রয়োজনীয় সহায়তা করুন। প্রতিটি বাজদলে ঘুরে ঘুরে সহায়তা করুন।

গ্রাম আদালতে দাখিলকৃত মামলার বিবরণ

নাটোর জেলার আটঘরিয়া থানার ফুলপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামের সিরাজ মাতব্বর-------- তারিখ সন্ধ্যা ৭টার দিকে করিমপুর বাজারে আক্কেল আলীর চায়ের দোকানে একই গ্রামের আজিম উদ্দীন ও শামীম খলিফার সামনে আলুচাষের জন্য কাদেরের কাছ থেকে আট হাজার টাকা ধার নেয় । টাকা নেওয়ার সময় শর্ত ছিল যে, সিরাজ মাতব্বর এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরৎ দিবে এবং আলু উঠার পর দুই মণ আলু দিবে। মাসের পর মাস পার হলেও, সিরাজ মাতব্বর টাকা ও আলু কোনোটাই দেয়নি। সিরাজ মাতব্বরের বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে কাদের এখন ক্লান্ত। মাছের ব্যবসাও ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। সর্বশেষ কাদের গত ----------তারিখ সকাল ১০টায় সিরাজের বাড়িতে টাকা চাইতে যায়। সিরাজ মাতব্বর সাফ জানিয়ে দেয়, সে কোনো টাকা নেয়নি। কাদের বললো এত বড় মিথ্যা কথা তুমি বলতে পারলা মাতব্বর? বন্ধুত্বের দাবি নিয়া টাকা ধার নিলা আর এখন তা অস্বীকার করলা। সিরাজ মাতুব্বর কাদেরকে জাইলা ও ছোটলোক বলে গালাগালি করে। বলে, জাইলা আমার বন্ধু হইল কবে?। কাদের তাকে সাবধানে কথা বলতে বলায় এবং এভাবে এক কথা দু' কথার পর হঠাৎ সিরাজ সেখ কাদেরকে জুতো দিয়ে আঘাত করে। এ ঘটনা কাদের গ্রামের গণ্যমান্যদের কাছে জানিয়ে কোনো ফল পায়নি। পরবর্তীতে ঘটনার ১০ দিন পর কাদের গত .....তারিখে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে এ বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে মামলা দায়ের করে।

৪) নথি তৈরি শেষে এক দল অন্য দলকে নথি দেখার জন্য দেবেন। যারা দেখবেন তারা লিখিতভাবে নথির ওপর তাদের মতামত দেবেন।

৫) এ পর্যায়ে যে কোনো ১টি বাজদলকে নথি বড় দলে উপস্থাপনা করতে বলুন। উপস্থাপনকালীন সকলকে মতামত দিতে উৎসাহিত করুন এবং আপনিও আপনার মতামত দিন।

৬) এখন পুরো অধিবেশনের আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করুন। বলুন- এতক্ষণ আমরা কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি। তারা বলতে পারে

- ইউনিয়ন পরিষদ কিভাবে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারে?
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত জরিমানা করতে পারে?
- গ্রাম আদালতে মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা কত?
- একটি নথিতে কী কী থাকবে?

৭) উত্তর শুনুন এবং আপনিও যোগ করুন। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে পরবর্তী সেশনে অগ্রসর হোন।

[৫] প্রতিটি ফরমের একটি সেট এ ম্যানুয়েলে শেষের দিকে সংযুক্ত করা আছে। পৃষ্ঠা নম্বর-১১৩-১৩৪

অধিবেশন ১০

পদ্ধতি, কতিপয় মামলা স্থানান্তর ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়

- পদ্ধতি (ধারা-১৩)
- আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪)
- সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫)
- কতিপয় মামলা স্থানান্তর প্রক্রিয়া (ধারা-১৬)
- পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭)
- বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)

উদ্দেশ্যঃ : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালত আইনের ধারা -১৩ তে বর্ণিত পদ্ধতি সম্পর্কে বলতে পারবে।
(খ) গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ বিষয়ে বলতে পারবে।
(গ) গ্রাম আদালতে সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করা যাবে সে বিষয়টি বলতে পারবে।
(ঘ) মামলা স্থানান্তর প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলতে পারবে।
(ঙ) পুলিশ কর্তৃক তদন্তের বিষয়টি বলতে পারবে।
(চ) আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ বিষয়ে বলতে পারবে।

সময় : ০২.০০-০২.২০ (২০ মিনিট)।

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বাজ গ্রুপ ও বড়দলে আলোচনা।

উপকরণ : স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপশীট/ বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ (ফরম-২১)

ধাপ ১. পদ্ধতি (ধারা-১৩)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতের নথি প্রস্তুতকরণ বিষয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন ধারা-১৩ পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবো।

৩) বলুন- পদ্ধতি বিষয়টি ধারা-১৩ তে উল্লেখ করা হয়েছে। বলুন-এখন আমরা সকলে ধারা-১৩ বের করবো। সকলকে ধারা ১৩ বের করতে বলুন; আপনিও বের করুন; প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন এবং পড়তে বলুন। ১৩ ধারাটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করুন।

পদ্ধতি (ধারা-১৩)

(১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, Evidence Act, 1872 (Act I of 1872) ও ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী এবং দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১০ ও ১১ ব্যতীত অন্যান্য বিধানাবলী গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) গ্রাম আদালতে আনীত সকল মামলার ক্ষেত্রে Oaths Act, 1873 (Act X of 1873) এর Scetion 8, 9,10 ও 11 প্রযোজ্য হইবে।

(৩) কোন সরকারি কর্মচারীর বিরুদ্ধে তফসিলের প্রথম অংশের অধীনে কোন মামলা দায়ের করা হইলে তিনি যদি এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, কথিত অপরাধ তাহার সরকারি দায়িত্ব পালনকালে বা দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছে, তাহা হইলে অপরাধ বিচারের জন্য তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনের প্রয়োজন হইবে।

৫) বলুন- দেওয়ানী কার্যবিধির ১০ ধারা অনুযায়ী কোনো আদালত এমন কোনো মামলার বিচার চালিয়ে যাবে না, যার বিচার্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষভাবে এবং এর আগে দায়েরকৃত আরেকটি মামলারও বিচার্য বিষয়। এক্ষেত্রে গ্রাম আদালত কর্তৃক একই বিচার্য বিষয় নিষ্পত্তি করা যাবে না। আর দেওয়ানী কার্যবিধির ১১ ধারা অনুযায়ী (পূর্ব-বিচার সিদ্ধান্ত) বিরোধের বিষয়বস্তু নিয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে যদি ইতিমধ্যে অন্য মামলায় মীমাংসা হয়ে থাকে তবে তার পুনর্বিচার বারিত করা হয়েছে যা সমভাবে গ্রাম আদালতে বিরোধগুলো নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে। তাই এই ২টি ধারা গ্রাম আদালত এর মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও অনুসরণযোগ্য ও বাধ্যতামূলক মর্মে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ধাপ ২. আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪)

১) বলুন- আমরা এখন গ্রাম আদালতে আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে কী আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া যায়? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

২) বলুন- আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ বিষয়টি ধারা-১৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, অন্য কোনো আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত কোনো মামলা পরিচালনার জন্য কোনো পক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করতে পারবেন না।

আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪)

অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, গ্রাম আদালতে দায়েরকৃত কোন মামলা পরিচালনার জন্য কোন পক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করিতে পারিবেন না।

ধাপ ৩. সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫)

১) বলুন- আমরা এখন সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে গ্রাম আদালতে প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে কী কোনো পক্ষ বা ব্যক্তি নিজে উপস্থিত না হয়ে কারো মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেতে পারে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

২) বলুন- সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার বিষয়টি ধারা-১৫ তে উল্লেখ করা হয়েছে। বলুন-এখন আমরা সকলে ধারা-১৫ বের করবো। সকলকে ধারা ১৫ বের করতে বলুন; আপনিও বের করুন; প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন এবং পড়তে বলুন। ১৫ ধারাটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করুন।

সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫)

(১) আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এমন কোন সরকারি কর্মচারী যদি তাহার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সুপারিশসহ এই মর্মে আপত্তি উত্থাপন করেন যে, তাহার ব্যক্তিগত উপস্থিতির ফলে সরকারি দায়িত্ব পালন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা হইলে আদালত তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধিকে তাহার পক্ষে গ্রাম আদালতের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) গ্রাম আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইবে এমন কোনো পর্দানশীন বা বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে আদালত তাহার নিকট হইতে যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধিকে তাহার পক্ষে আদালতের সম্মুখে হাজির হইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীনে নিযুক্ত কোন প্রতিনিধি কোনরূপ পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারিবে না।

ধাপ ৪. কতিপয় মামলা স্থানান্তর, (ধারা-১৬, বিধি-৩৩ ও ৩৬)

১) বলুন-আমরা এতক্ষণ সরকারি কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি।

২) বলুন- আমরা এখন গ্রাম আদালতের কতিপয় মামলা স্থানান্তর বিষয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের মামলা স্থানান্তরের বিষয়ে আমরা কী কিছু জানি? উত্তর শুনুন ও আলোচনা করুন। বলুন- যেমন গ্রাম আদালতে বিচারাধীন মামলা জেলা পর্যায়ের আদালতে নিয়ে নেওয়া বা জেলা পর্যায়ের আদালত থেকে মামলা গ্রাম আদালতে পাঠানো। উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- গ্রাম আদালতের মামলা স্থানান্তর বিষয়টি ধারা-১৬ তে উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বিধি-৩৩ ও ৩৬ এ বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

(ক) জনস্বার্থে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালত গ্রাম আদালত থেকে মামলা নিয়ে নিতে পারে (ধারা-১৬)।

(খ) গ্রাম আদালতও মামলা নিজে না করে ন্যায়বিচারের স্বার্থে উচ্চ আদালতে পাঠাতে পারে (ধারা-১৬, বিধি-৩৬)।

(গ) উচ্চ আদালতে চলমান মামলাও যদি গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন হয় তাহলে উচ্চ আদালত তা গ্রাম আদালতে পাঠাতে পারে (বিধি-৩৩)।

কতিপয় মামলা স্থানান্তর (ধারা-১৬)

(১) যে ক্ষেত্রে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, তফসিলের ১ম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলা সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার পরিস্থিতি এইরূপ যে জনস্বার্থে ও ন্যায়বিচারের স্বার্থে কোন ফৌজদারী আদালতে উহার বিচার হওয়া উচিত, সেইক্ষেত্রে, এই আইনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, তিনি গ্রাম আদালত হইতে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিতে এবং বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য উহা ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(১) যে ক্ষেত্রে জেলা জজ মনে করেন যে, তফসিলের দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত দেওয়ানী মামলা সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার পরিস্থিতি এইরূপ যে, জনস্বার্থে ও ন্যায় বিচারের স্বার্থে কোন দেওয়ানী আদালতে উহার বিচার হওয়া উচিত, সেই ক্ষেত্রে, এই আইনে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্ত্বেও, তিনি গ্রাম আদালত হইতে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিতে এবং বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য উহা উপযুক্ত দেওয়ানী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবেন।

(২) কোন গ্রাম আদালত যদি মনে করে যে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন বিষয় সম্পর্কিত গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে অপরাধীর শাস্তি হওয়া উচিত তাহা হইলে, উক্ত আদালত, মামলাটির বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য উহা ফৌজদারী আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

বিচারাধীন মামলা উচ্চ আদালত হইতে গ্রাম আদালতে প্রেরণ (বিধি-৩৩)

(১) মামলার অভিযোগ শুনানীর সময় কোন আদালতের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে মামলাটি গ্রাম আদালতে বিচার্য তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদালত মামলাটি গ্রাম আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী মামলা গ্রাম আদালতে প্রেরণ করিবার সময় উক্ত মামলায় কোন সমন জারি থাকিলে তাহা প্রত্যাহার করিবেন এবং মামলাটি গ্রাম আদালতে প্রেরিত হইয়াছে মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এর আওতায় কোন মামলা গ্রাম আদালতে বিচারের জন্য প্রেরণ করা হইলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ মামলার আবেদনকারীর নিকট হইতে কোন প্রকার ফি গ্রহণ করিবেন না।

ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ (বিধি-৩৬)

গ্রাম আদালত যদি মনে করে যে, গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোন ফৌজদারী মামলার প্রতিবাদীর অপরাধ গুরুতর এবং সুবিচারের উদ্দেশ্যে উক্ত ব্যক্তির শাস্তি হওয়া উচিত, তাহা হইলে গ্রাম আদালত উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে ফরম-২১ অনুযায়ী মামলাটি এখতিয়ারসম্পন্ন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরণ করিবেন।

ধাপ ৫. পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭)

১) বলুন আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতে মামলা স্থানান্তর করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন পুলিশ কর্তৃক তদন্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে বিচারাধীন কোনো মামলা কী পুলিশ তদন্ত করতে পারে? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন। বলুন- পুলিশ কর্তৃক তদন্ত বিষয়টি ধারা-১৭ তে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ধারায় বলা হয়েছে, গ্রাম আদালতে চলমান কোনো আমলযোগ্য মামলার ক্ষেত্রে পুলিশ তদন্ত করতে পারবে।

পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭)

এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মামলার বিষয়বস্তু তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কিত হওয়ার কারণে পুলিশ সংশ্লিষ্ট আমলযোগ্য মামলার তদন্ত বন্ধ করিবে না; তবে যদি কোনো ফৌজদারী আদালতে অনুরূপ কোনো মামলা আনীত হয় তাহা হইলে, উক্ত আদালত উপযুক্ত মনে করিলে, মামলাটি এই আইনের বিধান মোতাবেক গঠিত কোনো গ্রাম আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩) বলুন- তফসিলের প্রথমাংশে বর্ণিত দণ্ডবিধির ধারা ৪৪৭, ১৪৩, ১৪৭ ,৩৪১, ৩৪২, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৪০৬, ৪২০, ৪২৮ ও ৪২৯ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ অর্থাৎ উল্লিখিত আমলযোগ্য মামলার তদন্ত পুলিশ বন্ধ করবে না, তবে ফৌজদারী আদালত অর্থাৎ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ ধরনের মামলা আনীত হলে আদালত মামলাটি গ্রাম আদালত আইনের বিধান মোতাবেক গঠিত কোনো আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারবে।

ধাপ ৬. বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)

১) বলুন আমরা এতক্ষণ পুলিশ কর্তৃক তদন্ত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি । এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) বলুন- আমরা এখন বিচারাধীন মামলাসমূহ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- আদালতে বিচারাধীন কোন্ মামলাগুলো গ্রাম আদালতের এখতিয়ারাধীন হওয়া সত্ত্বেও গ্রাম আদালতে আসবে না? উত্তর শুনুন। পয়েন্টগুলো বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। আলোচনা করুন।

৩) বলুন- বিচারাধীন মামলাসমূহ বিষয়টি ধারা-১৮তে উল্লেখ করা হয়েছে। বলুন-এখন আমরা সকলে ধারা-১৮ বের করবো। সকলকে ধারা-১৮ বের করতে বলুন; আপনিও বের করুন; প্রয়োজনে প্রশিক্ষণার্থীদের বের করতে সাহায্য করুন এবং পড়তে বলুন। ১৮ ধারাটি ভালোভাবে বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করুন।

বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)

এই আইন মোতাবেক বিচারযোগ্য যে সকল মামলা এই আইন বলবৎ হইবার অব্যবহিত পূর্বে কোনো দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতে বিচারাধীন রহিয়াছে, উহাদের উপর এই আইন প্রযোজ্য হইবে না, এবং অনুরূপ মামলা অনুরূপ আদালত কর্তৃক এইরূপে মীমাংসা করা হইবে যেন এই আইন প্রণীত হয় নাই।

৪) বলুন-এ আইনের ১৮ ধারায় বিচারাধীন মামলা বলতে কী বুঝায় এবং আইনের বিধান কি, তা আলোচনা করা হয়েছে। বলুন- গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ থেকে। তাই ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ পর্যন্ত যে সমস্ত মামলার আর্থিক মূল্য ২৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে ছিল সেগুলো এখতিয়ার সম্পন্ন ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতে দায়ের করতে হয়েছে। ঐ মামলাগুলো ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ বলবৎ হওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী বা দেওয়ানী আদালতেই নিষ্পত্তিযোগ্য এবং ঐ মামলাগুলোর ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রযোজ্য হবে না। এটাই এ ধারার মূল বক্তব্য।

অধিবেশন ১১
গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও প্রদর্শন

আলোচ্য বিষয়

গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও প্রদর্শন এবং এ ভিডিও থেকে অর্জিত শিখন বিশ্লেষণ

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালত আইন বিষয়ে প্রায়োগিক ধারণা লাভ করবে।
(খ) গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও থেকে গ্রাম আদালত পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করবে।

সময় : ০২.২০-০৩.০০ (৪০ মিনিট)।

পদ্ধতি : ভিডিও প্রদর্শন ও বড়দলে আলোচনা।

উপকরণ : গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও, স্পিকার/সাউন্ড সিস্টেম, মাল্টিমিডিয়া, স্ক্রিন, ল্যাপটপ, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মার্কার।

ধাপ ১. গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও প্রদর্শন

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ বিচারাধীন মামলা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি । এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।

২) আমরা এখন গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত একটি ভিডিও দেখবো এবং ভিডিওটি দেখার পর ভিডিওতে উপস্থাপিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। সুতরাং ভিডিওটি আমাদের মন দিয়ে দেখতে হবে।

৩) গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত ভিডিওটি দেখানো শুরু করুন।

৪) ভিডিও দেখানো শেষে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করে ভিডিওটির ওপর একটি নিবিড় আলোচনা করুন-

(ক) ভিডিওটি আমাদের কেমন লাগলো?
(খ) ভিডিওটির মূল বক্তব্য কী?
(গ) ভিডিওটিতে কোন কোন চরিত্র ছিল?
(ঘ) ভিডিওটিতে আমরা যে ঘটনা দেখলাম এরকম ঘটনা কী আমাদের সমাজে ঘটে থাকে? (এ রকম দু'একটি উদাহরণ শুনুন)
(ঙ) ভিডিওটিতে গ্রাম আদালতের কোন্ কোন্ ধাপ দেখানো হয়েছে?
(চ) ভিডিওটির শুনানী অংশে কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে?
(ছ) গ্রাম আদালতের শুনানী পরিচালনায় ভিডিওটি আমাদেরকে কিভাবে সহায়তা করবে?

৫) ওপরের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা শেষে উপসংহার টানুন এভাবে- আমরা ভিডিওতে গ্রাম আদালতের সবগুলো ধাপই দেখেছি; গ্রাম আদালত পরিচালনার ক্ষেত্রে সবগুলো ধাপই গুরুত্বপূর্ণ। ধাপগুলো হচ্ছে-

- আবেদন গ্রহণ
- সমন জারী
- সদস্য মনোনয়ন
- গ্রাম আদালত গঠন
- শুনানী গ্রহণ ও প্রাক বিচার
- আবেদনকারী, প্রতিবাদী, সাক্ষীদের হাজিরা গ্রহণ
- আবেদনকারী, প্রতিবাদী, সাক্ষীদের শপথ পাঠ করানো

- আবেদনকারী, প্রতিবাদী, সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ
- তাদের বক্তব্যের সারাংশ লিখে রাখা এবং তাতে স্বাক্ষর নেওয়া
- প্রয়োজনে বিচারক প্যানেল কর্তৃক প্রশ্ন করা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বা প্রয়োজনে মুলতবী করা
- সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ
- প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টেশন করা
- বিধি-৩১ মোতাবেক মামলা নিষ্পত্তি

বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও দেখলাম এবং এ বিষয়ে আলোচনা করলাম। ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ১২

ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার ওপর ভূমিকা অভিনয় বা মক ট্রায়াল[৬]

আলোচ্য বিষয়

গ্রাম আদালতে একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী মামলার শুনানীর ওপর মক ট্রায়ালের মাধ্যমে গ্রাম আদালতের শুনানী পরিচালনার অনুশীলন করা

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা;

মক ট্রায়ালের মাধ্যমে গ্রাম আদালতে মামলার শুনানী পরিচালনা সম্পর্কে ব্যাবহারিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবেন।

সময় : বিকেল ০৩.৩০-০৫.০০ (৯০ মিনিট)।

পদ্ধতি : সিম্যুলেশন, মক ট্রায়াল, ভূমিকা অভিনয়, কেসস্টাডি ও বড়দলে আলোচনা।

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন, ভিপকার্ড, কেস, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মার্কার।

ধাপ ১. গ্রাম আদালতে একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী মামলার শুনানীর ওপর মক ট্রায়াল (ফৌজদারী মামলার মক ট্রায়ালটি পূর্ণাঙ্গ ট্রায়াল হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে এবং দেওয়ানী মামলার ট্রায়ালটি প্রাক-বিচার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে)

- বলুন-আমরা এতক্ষণ গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত একটি ভিডিও দেখেছি এবং তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এ বিষয়ে কতটুকু মনে আছে আবারও যাচাই করে পরবর্তী আলোচনা শুরু করুন।
- বলুন-এখন আমরা গ্রাম আদালতের ওপর একটি মক ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করবো ও দেখবো এবং মক ট্রায়ালটি দেখার পর মক ট্রায়ালে উপস্থাপিত বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো। সুতরাং মক ট্রায়ালটি আমাদের মন দিয়ে দেখতে হবে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের দু'টি দলে ভাগ করুন এবং নিম্নে বর্ণিত দুটো ঘটনা দু'দলকে দিন। ঘটনাগুলো বুঝিয়ে দিন।
- বলুন- ফৌজদারী মামলার ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ ট্রায়াল হতে হবে এবং দেওয়ানী মামলার ঘটনাটি প্রাক বিচারের মাধ্যমে সমাধান হবে। এরপর মক ট্রায়ালের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ১৫ মিনিট সময় দিন।
- ছোট দলীয় কাজের মাধ্যমে ঘটনার সম্ভাব্য শুনানী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে বলুন। তারপর দুটো দলে ভাগ করে তাদের ভূমিকা বণ্টন করতে বলুন। কে আবেদনকারী হবেন, কে প্রতিবাদী হবেন, কারা সাক্ষী হবেন, কে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হবেন, কে সচিব হবেন এবং কারা সদস্য হবেন, কারা পর্যবেক্ষক হবেন তা নির্ধারণ করতে সহায়তা করুন।
- ভূমিকা অভিনয় ও উপস্থাপনার প্রস্তুতির সময় প্রশিক্ষণার্থীদের সহায়তা করুন যাতে তারা দক্ষতার সাথে তা করতে পারে।
- ২টি ছোট দল ২টি পৃথক স্থানে বসে দ্রুত প্রস্তুতি নেবে আপনি ঘুরে ঘুরে সাহায্য করুন। প্রস্তুতি শেষে প্রশিক্ষণ কক্ষে ফিরিয়ে আনুন, বলুন এখন আমরা ২টি দলের কাছ থেকে ২টি ঘটনার মক ট্রায়াল দেখবো এবং একদল যখন মক ট্রায়াল করবে অন্য দল তখন মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবে। কারণ, মক ট্রায়াল শেষে ফিডব্যাক দিতে হবে।
- এবার স্বেচ্ছাভিত্তিতে মক ট্রায়াল করার জন্য যে কোনো একটি দলকে আহ্বান জানান। মক ট্রায়ালের জন্য প্রতি দলকে ১৫ মিনিট সময় দিন। মক ট্রায়াল করার সময় আপনি নিজেও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন এবং নোট নিন। মক ট্রায়াল শেষে অন্যদের মতামত জানতে চান, আপনার মতামত দিন।
- এভাবে ২টি দলের উপস্থাপনা দেখুন। বলুন- আমরা ২টি দলের উপস্থাপনা দেখলাম, প্রায় প্রতিটি দলই গ্রাম আদালতের ধাপগুলো মোটামুটি অনুসরণ করেছে যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ছিল। জানতে চান সীমাবদ্ধতাগুলো কাটানোর জন্য আমাদেরকে কি কি করতে হবে? উক্ত বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি ধরে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- আমরা আমাদের ইউনিয়ন পরিষদে গ্রাম আদালত পরিচালনার সময় এ অধিবেশন থেকে অর্জিত শিক্ষণীয় বিষয়গুলো কাজে লাগাতে পারবো কি না তা জানতে চান, আলোচনা করুন এবং ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করুন।

[৬] মক ট্রায়াল হচ্ছে হুবহু অনুকরণ। গ্রাম আদালতে যেভাবে মামলার শুনানী হতে হয় এ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে এর হুবহু অনুকরণ করানো হবেযাতে তারা গ্রাম আদালতের শুনানীর ওপর অনুশীলন করার সুযোগ পায়।

মক ট্রায়ালের জন্য একটি ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত ঘটনা

ঘটনা-১

নাটোর জেলার আটঘরিয়া থানার ফুলপুর ইউনিয়নের করিমপুর গ্রামের সিরাজ মাতুব্বর----------তারিখ সন্ধ্যা ৭টার দিকে করিমপুর বাজারে আক্কেল আলীর চায়ের দোকানে একই গ্রামের আজিম উদ্দীন ও শামীম খলিফার সামনে আলুচাষের জন্য কাদেরের কাছ থেকে ২২,০০০ টাকা ধার নেয়। টাকা নেয়ার সময় শর্ত ছিল যে, সিরাজ মাতুব্বর এক মাসের মধ্যে টাকা ফেরৎ দিবে এবং আলু উঠার পর দুই মণ আলু দিবে। মাসের পর মাস পার হলেও, সিরাজ মাতুব্বর টাকা ও আলু কোন কিছুই দেয়নি। সিরাজ মাতুব্বরের বাড়িতে ঘুরতে ঘুরতে কাদের এখন ক্লান্ত। মাছের ব্যবসাও ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। সর্বশেষ--------- সালের ---------- ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় সিরাজের বাড়িতে টাকা চাইতে যায়। সিরাজ মাতুব্বর সাফ জানিয়ে দেয়, সে কোনো টাকা নেয়নি। কাদের বললো এত বড় মিথ্যা কথা তুমি বলতে পারলা মাতুব্বর? বন্ধুত্বের দাবি নিয়া টাকা ধার নিলা আর এখন তা অস্বীকার করলা। সিরাজ মাতুব্বর কাদেরকে জাইলা ও ছোটলোক বলে গালাগালি করে। বলে, জাইলা আমার বন্ধু হইল কবে? কাদের তাকে সাবধানে কথা বলতে বলায় এবং এভাবে এক কথা দু'কথার পর হঠাৎ সিরাজ মাতুব্বর কাদেরকে জুতো দিয়ে আঘাত করে। এ ঘটনা কাদের গ্রামের গণ্যমান্যদের কাছে জানিয়ে কোনো ফল পায়নি। পরবর্তীতে ঘটনার ৭ দিন পর সে ইউনিয়ন পরিষদে সুবিচারের জন্য মামলা দায়ের করে।

মক ট্রায়ালের জন্য একটি দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত ঘটনা

ঘটনা-২

নাদের গার্মেন্টেসে চাকরি করে। মালি পাড়া গ্রামে তার ৫ শতক জায়গার ওপর একটি ছোট বাড়ি রয়েছে। বাড়ির পাশেই হাশেম সরকারের বাড়ি। নাদেরের বাড়িতে কেউ থাকে না। নাদের পরিবারসহ ঢাকায় থাকে। গত----------তারিখে হাশেম সরকার নাদেরের বাড়িটি দখল করে নিয়েছে। বলেছে আমার দলিল আছে। নাদেরের দাবি হাশেম সরকার ভুয়া দলিল দেখাচ্ছে। তার জমি জবর দখল করা হয়েছে। এ বিষয়ে নাদের গ্রাম আদালতে সুবিচারের জন্য-------তারিখে আবেদন করেছে। বাড়ির মূল্যমান আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা।

বলুন- আমরা আজকে দ্বিতীয় দিনের শেষ পর্যায়ে রয়েছি। এখন আমরা আজকের সারা দিনের আলোচনার ওপর ভিত্তি করে লার্নিং জার্নাল তৈরি করার জন্য ৪টি ছোট দল তৈরি করবো। সকল প্রশিক্ষণার্থীকে ৪টি দলে ভাগ করুন। বলুন- প্রত্যেক দল দুটো বিষয় নিয়ে কাজ করবে।

(ক) আজকের আলোচনার কোন্ কোন্ বিষয় আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গেছে, হৃদয় স্পর্শ করেছে বা হৃদয় আলোড়িত করেছে সেগুলো ভিপকার্ডে লিখবো।

(খ) আজকের আলোচনার কোন্ কোন্ বিষয় কম ভালো লেগেছে সেগুলো অন্য রঙের ভিপকার্ডে লিখবো।

এ দুটো বিষয় নিয়ে রাতে দলে বসে আলোচনা করবো (প্রশিক্ষণটি আবাসিক না হলে ৪টি দলকে তাদের মতামত ভিপকার্ডে লেখার জন্য আলাদা করে সময় দিন) এবং দু' রঙের ভিপকার্ডে লিখে আনবো। আমরা আগামীকাল অধিবেশনের শুরুতেই প্রত্যেক দলের কাছে জানতে চাইবো। সুতরাং আপনাদের কাছে চমৎকার উপস্থাপনা আশা করছি।

প্রত্যেক দলকে প্রয়োজনীয় ভিপকার্ড ও মার্কার দিন। দলের নেতা ঠিক করতে সহায়তা করুন এবং ধন্যবাদ দিয়ে দিনের আলোচনা শেষ করুন।

তৃতীয় দিবস

অধিবেশন ১৩

দ্বিতীয় দিনের আলোচনার পুনরালোচনা

আলোচ্য বিষয়

- উজ্জীবিতকরণ
- আগের দু'দিনের আলোচনার পুনরালোচনা

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা

(ক) তৃতীয় দিনের আলোচনার জন্য উজ্জীবিত হবেন ও মনোযোগী হবেন।
(খ) আগের দিনের আলোচনা মনে করতে পারবেন এবং ভিপকার্ডে লিখে প্রকাশ করতে পারবেন।

সময় : ০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)।

পদ্ধতি : লার্নিং জার্নাল, মোবাইল প্লেনারী।

উপকরণ : ভিপকার্ড, মার্কার, মাসকিং টেপ, ভিপবোর্ড, পোস্টার পেপার।

ধাপ ১. উজ্জীবিতকরণ

- তৃতীয় দিনের আলোচনায় সবাইকে স্বাগত জানান। বলুন- আজ আমাদের তৃতীয় দিন এবং প্রশিক্ষণের শেষ দিন। আমরা এই ৩টি দিন এখানে এক সঙ্গে কাটালাম এবং গ্রাম আদালতের সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম।
- কুশল জিজ্ঞাসা করুন এবং বলুন- আমরা গত দুই দিন একে অপরকে দেখেছি, এক সাথে অনেক কাজও করেছি। সুতরাং ইতোমধ্যে কিছুটা হলেও একে অপরকে জেনেছি। এখন আমরা এমন একটি খেলা খেলব যে খেলায় আমরা একে অন্যের ভাল দিকটা বা শক্তিশালী দিকটা বলবো বা প্রশংসা করবো।
- এরপর পুরো দলকে দু'ভাগে ভাগ করুন এবং কক্ষের মাঝখানে এনে মুখোমুখি দাঁড় করান। দু'দল থেকে প্রথমে দু'জনকে ডেকে নিন। তারা একে অন্যের হাত ধরে আস্তে আস্তে সামনের দিকে হাঁটবে এবং কক্ষের দু'দিকে দাঁড়ানো দু'দলের অন্যরা একজন একজন করে ঐ দুজনকে প্রশংসাসূচক শব্দ বা বাক্য বলবে। এভাবে এ দু'জন হেঁটে হেঁটে এগুবে এবং প্রশংসা শুনবে। তারপর তারা দলের শেষ মাথায় গিয়ে দু'দলে দু'জন দাঁড়াবে।
- আবার দু'দলের সামনে থেকে দু'জন আসবে এবং একইভাবে তারাও প্রশংসা বাক্য শুনবে। এভাবে সকলের প্রশংসা হওয়ার পর খেলাটি শেষ হবে।
- প্রশংসা শব্দ বা বাক্যগুলো এরূপ হতে পারে। সৎ, পরিশ্রমী, মিষ্টভাষী, ধৈর্য্যশীল, রসবোধসম্পন্ন, মজার মানুষ, বিনয়ী, যোগ্য, রুচিশীল, মার্জিত, মিশুক, দায়িত্বশীল, প্রত্যয়দীপ্ত, বিবেচক, আত্মবিশ্বাসী, সদালাপী, হাসি-খুশি, শান্ত, অমায়িক প্রভৃতি। আপনি নিজেও অংশগ্রহণ করুন, মনে রাখবেন কেউ হাত ধরতে না চাইলে ধরবে না, হাত না ধরেও এটি করা যেতে পারে।
- খেলা শেষে বলুন- মানুষের ব্যক্তিগত ও পেশাগত অগ্রগতির জন্য প্রশংসা ও স্বীকৃতি খুবই জরুরি, অন্যের প্রশংসা করলে নিজেও প্রশংসা পাওয়া যায় আর এভাবে একে অন্যের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। ধন্যবাদ দিন এবং পূর্ণ উদ্যম নিয়ে দিন শুরু করার আহ্বান জানান।

ধাপ ২. আগের দু'দিনের আলোচনার পুনরালোচনা

- বলুন- গতকাল অধিবেশন শেষে আজকের লার্নিং জার্নাল করার জন্য আমরা ৪টি দলে ভাগ হয়েছিলাম। আশা করি আমাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এখন আমরা ৪টি দল ক্লাস রুমের ৪টি স্থানে মোবাইল প্লেনারীর মাধ্যমে আমাদের লার্নিং জার্নাল উপস্থাপন করবো। কক্ষের ৪টি স্থানে ৪টি দলকে তাদের ভিপকার্ড লাগাতে বলুন। ৫ মিনিট সময় দিন।

- প্রস্তুতি শেষে সবাইকে ঘুরে ঘুরে লার্নিং জার্নাল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান।
- আপনিও দেখুন, প্রশ্ন করুন এবং প্রশংসা করুন। সবাইকে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করুন। ১০ মিনিটে ঘুরে দেখার কাজ শেষ করুন।
- সকলকে বড়দলে আসতে বলুন; মোবাইল প্লেনারিতে কী কী দেখেছে তা দু-এক জনের কাছে জানতে চান, উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন। কোন্ দল সব থেকে ভালো করেছে জানতে চান এবং কোন্ দল অপেক্ষাকৃত কম ভালো করেছে জানতে চান। আলোচনা শেষে উপসংহার টানুন এবং অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ১৪

ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি

আলোচ্য বিষয়

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি (ফরম-১৭)

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) ইউনিয়নভিত্তিক 'অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন' তৈরি করতে পারবে।

(খ) গ্রাম আদালতের প্রতিবেদন কোথায় ও কখন প্রেরণ করতে হবে তা বলতে পারবে।

সময় : সকাল ০৯.৩০-১১.০০ (৯০ মিনিট)।

পদ্ধতি : ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী।

উপকরণ : অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম-১৭, স্লাইড, মাল্টিমিডিয়া।

ধাপ ১. অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি (ফরম-১৭)

১) বলুন- আমরা এতক্ষণ গত দু-দিনের আলোচনা পুনরালোচনা করলাম।

২) বলুন- এখন আমরা গ্রাম আদালতের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন বিষয়ে আলোচনা করবো। গ্রাম আদালতের প্রতিবেদন ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ইউনিয়ন পরিষদ তৈরি করে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সবগুলো ইউনিয়নের প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা সমন্বিত করে ডিডিএলজি বরাবরে ২০ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করবেন। ডিডিএলজি সবগুলো উপজেলার প্রতিবেদন পাওয়ার পর তা সমন্বিত করে ৩০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন যার অনুলিপি জেলা প্রশাসক এবং জেলা জজ বরাবরে প্রেরণ করবেন।

৩) বলুন- গ্রাম আদালতের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম পূরণ করার বিষয়ে বিধি-২৭ এ বলা হয়েছে। বিধি-২৭ বের করতে বলুন, আপনিও বের করুন, পড়তে উৎসাহিত করুন।

অভিযোগ গ্রহণ এবং নিষ্পত্তির প্রতিবেদন (বিধি-২৭)

(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর ফরম-১৭ অনুযায়ী অভিযোগ গ্রহণ, নিষ্পত্তি ও অপেক্ষমাণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন পরবর্তী মাসের ১০ (দশ) তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনাক্রমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার মামলার নিষ্পত্তির পর্যাপ্ততা নিরূপণ করিবেন এবং নিষ্পত্তি অপর্যাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানকে মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করিবার নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

৪) বলুন- ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব হচ্ছে ফরম-১৭ পূরণ করা এবং এজন্য আমরা এ ফরমটিই শুধু এখন পূরণ করবো।

৫) প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলকে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম (ফরম-১৭) প্রদান করুন এবং আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করতে বলুন। ২০ মিনিট সময় দিন।

৬) পূরণ করা শেষ হলে প্লেনারীতে এসে দলভিত্তিক উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলের উপস্থাপন শেষে প্রশ্ন করা ও মতামত দেওয়া নিশ্চিত করুন এবং কাঙ্ক্ষিত শিখন নিশ্চিত করতে অবদান রাখুন।

৭) প্রয়োজনে ফরম পূরণের গাইডলাইনের সাহায্য নিন। ফরম পূরণের গাইডলাইন আগে থেকে তাদের দেওয়া যেতে পারে।

৮) সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

মডিউল ৪

গ্রাম আদালতের অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, দায়-দায়িত্ব ও গ্রাম আদালতকে টেকসই করার কৌশল

- গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের
- চেয়ারম্যানের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদের
- সদস্যদের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব
- মূল্যবোধ
- বিচারিক মূল্যবোধ
- গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে গণমানুষের প্রত্যাশা
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করার গুরুত্ব
- মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে থানার সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা জজ আদালতের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা ও উপজেলা
- প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালতের কার্যক্রমের ফলো-আপ কৌশল
- পুরো কোর্সের রিভিউ
- প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ণ
- কোর্স মূল্যায়ণ
- সমাপনী অনুষ্ঠান

অধিবেশন ১৫

গ্রাম আদালত কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব এবং গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালত পরিচালনায় গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব
- গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
(খ) গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
(গ) গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
(ঘ) গ্রাম আদালত কার্যকর করার ক্ষেত্রে গ্রাম পুলিশের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।
(ঙ) গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে পারবে।

সময় : ১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)।

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, ছোট দলীয় আলোচনা ও প্লেনারী।

উপকরণ : পোস্টার পেপার, মার্কার, মাসকিং টেপ, বোর্ড/ফ্লিপশীট।

ধাপ ১. গ্রাম আদালতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব

- বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন সংক্রান্ত বিষয় বিধি-২৭ নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা গ্রাম আদালতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য, ইউনিয়ন পরিষদ সচিব ও গ্রাম পুলিশের সম্পৃক্ততা এবং দায়-দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করবো।
- বলুন- আমরা এখন ৪টি ছোট দলে ভাগ হব এবং নিম্নের নির্দেশনা অনুযায়ী ছোট দলে কাজ করবো। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করে ছোট দল তৈরির পদ্ধতি ঠিক করুন এবং ৪টি ছোট দল তৈরি করুন।
- নিম্নের নিয়মে বা প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করে দলভিত্তিক দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিন।
  ১নং দল: গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করবে
  ২নং দল: গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করবে
  ৩নং দল: গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের দায়িত্বসমূহ চিহ্নিত করবে
  ৪নং দল: গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব চিহ্নিত করবে
- বলুন- দলীয় কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট। প্রত্যেক দলে একজন নেতা ঠিক করতে সাহায্য করুন। দলের বসার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করুন। পোস্টার, মার্কার, মাসকিং টেপ দিন। দলে দলে ঘুরে সাহায্য করুন।
- সময় শেষে প্লেনারীতে ডাকুন। দলভিত্তিক উপস্থাপনা করতে বলুন। প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপনা সমৃদ্ধ করুন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা শেষ করুন।
- এখন উপস্থাপনার সাথে মিল রেখে সকলের সাথে আলোচনা করে গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানদের প্রধান প্রধান দায়িত্ব কী কী তার একটি তালিকা তৈরি করুন এবং একইভাবে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের, সচিবের ও গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে তালিকা তৈরি করুন এবং তালিকাগুলো প্রশিক্ষণ কক্ষের দৃশ্যমান স্থানে আটকানোর ব্যবস্থা করুন।

- গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট বের করুন। আলোচনা করুন এবং এ অধিবেশন শেষ করুন।

গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের দায়-দায়িত্বসমূহ

- গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজে বুঝবেন, সহকর্মীদের বুঝতে সহায়তা করবেন এবং সাধারণ মানুষকে বুঝাতে সক্রিয় থাকবেন।
- গ্রাম আদালত আইন ও বিধিগুলো নিজে পড়বেন, সহকর্মীদের পড়তে উৎসাহিত করবেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবেন এবং গ্রাম আদালত আইনের অন্তর্নিহিত অর্থ বোঝার চেষ্টা করবেন।
- নিয়মিতভাবে গ্রাম আদালত পরিচালনা করবেন।
- গ্রাম আদালতের ফরম ও রেজিস্টারসমূহ ঠিকমত লিখবেন বা সঠিকভাবে লিখার জন্য নির্দেশনা দিবেন।
- গ্রাম আদালতে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করবেন এবং গ্রাম আদালতের ওপর তাদের আস্থা সৃষ্টিতে অবদান রাখবেন।
- বিচারিক মূল্যবোধ মেনে গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত নিবেন এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
- নারীবান্ধব গ্রাম আদালত পরিচালনায় অবদান রাখবেন। নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীর প্রতি সন্মান প্রদর্শনে সচেষ্ট থাকবেন।
- গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করবেন।
- উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদের আইন-শৃঙ্খলা কমিটি এবং ইউনিয়ন আইন সহায়তা কমিটির সভায় গ্রাম আদালত বিষয়ে আলোচনা করবেন।
- উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটিতে গ্রাম আদালত বিষয়ে আলোচনা করবেন।
- তিন মাস অন্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট গ্রাম আদালতের প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের দায়-দায়িত্বসমূহ

- গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজে বুঝবেন এবং অন্যদের বুঝাতে চেষ্টা করবেন।
- গ্রাম আদালত আইন ও বিধিগুলো নিজে পড়বেন, কোন বিষয়ে বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে বা আলোচনা করে জেনে নিবেন।
- গ্রাম আদালতে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর প্রতি সংবেদনশীল হবেন এবং গ্রাম আদালতের ওপর তাদের আস্থা সৃষ্টিতে অবদান রাখবেন।
- বিচারিক মূল্যবোধ মেনে গ্রাম আদালতে সিদ্ধান্ত নিবেন এবং গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে অবদান রাখবেন।
- গ্রাম আদালতকে নারীবান্ধব করতে অবদান রাখবেন। নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীর প্রতি সন্মান প্রদর্শনে সচেষ্ট থাকবেন।
- জনগণকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন ও গ্রাম আদালতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে এবং গ্রাম আদালতের প্রতি জনসাধারণের আস্থা সৃষ্টিতে অবদান রাখবেন।
- নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনায় অংশগ্রহণ করবেন।
- গ্রাম আদালতকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার একটি আদর্শ কাঠামো হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন।
- গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করবেন।

গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদ সচিবের দায়-দায়িত্বসমূহ

- গ্রাম আদালতের গুরুত্ব সম্পর্কে নিজে বুঝবেন এবং অন্যদের বুঝাতে সচেষ্ট হবেন।
- গ্রাম আদালতের ফরম ও রেজিস্টারসমূহ ঠিকমত লিখবেন বা লিখাবেন ও সংরক্ষণ করবেন।
- গ্রাম আদালত আইন ও বিধিগুলো নিজে পড়বেন এবং ভালো করে বোঝার চেষ্টা করবেন।

- গ্রাম আদালতে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর প্রতি সংবেদনশীল হবেন এবং গ্রাম আদালতের ওপর তাদের আস্থা সৃষ্টিতে সহায়তা করবেন।
- গ্রাম আদালতকে নারীবান্ধব করতে অবদান রাখবেন। নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীর প্রতি সন্মান প্রদর্শনে সচেষ্ট থাকবেন।
- জনগণকে গ্রাম আদালত সম্পর্কে সচেতন ও গ্রাম আদালতের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করবেন এবং গ্রাম আদালতের প্রতি জনসাধারণের আস্থা সৃষ্টি করতে ভূমিকা রাখবেন।
- নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করবেন।
- গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করবেন।
- তিন মাস অন্তর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট গ্রাম আদালতের প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে গ্রাম পুলিশের (মহল্লাদার ও দফাদার) দায়-দায়িত্ব

স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি-২১, উপবিধি ৪-এ গ্রাম আদালতে গ্রাম পুলিশের (মহল্লাদারের) ৩টি দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে-

১) গ্রাম আদালত সম্পর্কিত তথ্য সঠিকভাবে জনগণকে অবহিত করবেন;

২) নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় গ্রাম আদালতের নোটিশ জারি করবেন;

৩) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে গ্রাম আদালত পরিচালনার সময় আদালতের নিরাপত্তা রক্ষা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবেন।

এছাড়াও নিম্নে বর্ণিত দায়িত্বগুলোও গ্রাম পুলিশের জন্য অবশ্য পালনীয়

৪) গ্রাম আদালতে আবেদনকারী ও প্রতিবাদীর প্রতি সংবেদনশীল হওয়া এবং গ্রাম আদালতের ওপর তাদের আস্থা সৃষ্টি করা;

৫) গ্রাম আদালতকে নারী বান্ধব করা (নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা, নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি);

৬) নিয়মিত গ্রাম আদালত পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করা;

৭) গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী করতে মতামত ও সুপারিশ প্রেরণ করা।

এছাড়াও বিধি ২১ এর উপবিধি ২-এ বলা হয়েছে সংশ্লিষ্ট দফাদার তার অধীনস্ত মহল্লাদারগণের দায়িত্ব বণ্টন এবং তাদের কর্মকাণ্ড তদারক করবেন।

ধাপ ২. গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশের দায়-দায়িত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম।

২) বলুন- এখন আমরা গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- স্থানীয় উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন, বোর্ড বা ফ্লিপচার্টে লিখুন এবং আলোচনা করুন। বলুন-

"বিচার প্রাপ্তির সুযোগের অভাব এবং বিচার প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়বহুল হওয়ায় জনসাধারণ বিচার প্রতিষ্ঠানের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে যা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পথে অন্যতম অন্তরায়। বিচার প্রক্রিয়ার দীর্ঘসূত্রতার কারণে মামলা পক্ষগণের যে মানসিক হয়রানি হয়, তা তাদের সার্বিক কর্মকাণ্ডে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। উক্ত দীর্ঘসূত্রতা মামলা সংশ্লিষ্ট সকলের শ্রমঘণ্টা নষ্ট করে এবং তার আয় কমে যায়। ফলে সংসারে অশান্তি, দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভোগ, দুর্দশা সৃষ্টি হয় যার প্রভাব স্থানীয় উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে।

জাতীয় উন্নয়ন হচ্ছে স্থানীয় উন্নয়নের সামষ্টিক রূপ। তাই জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা আবশ্যক এবং স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হলে মানুষের অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য ক্ষতি ও হয়রানি দূর করা আবশ্যক। একটি শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা মানুষকে নানাবিধ হয়রানি থেকে রক্ষা করতে পারে। গ্রাম আদালতকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার মাধ্যমে স্থানীয় বিচার ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করা যায় যা গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নত হলে সামগ্রিক উন্নয়ন সাধিত হবে।"

৩) সবাই বুঝেছে কি-না যাচাই করুন এবং ধন্যবাদ দিয়ে এ আলোচনা শেষ করে পরবর্তী ধাপে অগ্রসর হোন।

অধিবেশন ১৬

গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলের প্রতিনিধিদের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ

আলোচ্য বিষয়

- মূল্যবোধ
- বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের আচরণবিধি
- গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) বিচারিক মূল্যবোধগুলো কী কী তা বলতে পারবে।

(খ) সুবিচার নিশ্চিত করতে বিচারকদের দায়িত্বগুলো কী কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(গ) বিচারিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে গ্রাম আদালত পরিচালনার দক্ষতা অর্জন করবে।

সময় : ১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)।

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর, বাজ গ্রুপ।

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট/স্লাইড, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া।

ধাপ ১. মূল্যবোধ

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলাম।

২) বলুন- এখন আমরা মূল্যবোধ নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন, আলোচনা করুন এবং বলুন- আইন ও বিধি ছাড়াও মানুষ কিছু নিয়ম মেনে চলে, কিছু আচরণ চর্চা করে যা সমাজে দৃশ্যমান। যেমন; সত্য কথা বলা, সৎ পথে চলা প্রভৃতি। এগুলোই হচ্ছে মূল্যবোধ। এরপর **মূল্যবোধ শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-৩৩)** দেখিয়ে মূল্যবোধ বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিন।

মূল্যবোধ

মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের দর্শন, বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গির মানদণ্ড যার আলোকে মানুষ ব্যক্তির ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য-অসত্য বিচার করে। অন্য কথায় বলা যায়, মূল্যবোধ হচ্ছে মানুষের ধারণা ও বিশ্বাস যা মানুষের আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গিকে নির্ধারণ করে এবং প্রতিদিনের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। মানুষের মূল্যবোধ তার আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়।

'মূল্যবোধ হচ্ছে সত্যবোধ'- আবুল ফজল

মূল্যবোধের কিছু উদাহরণ-

সুবিবেচনা, ন্যায়পরায়ণতা, সমতা, জেন্ডার সংবেদনশীলতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সততা, নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, মানবাধিকার সংবেদনশীলতা, সহমর্মিতা, সমানুভূতি, ন্যায়বিচার, বৈষম্যহীনতা, শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি।

৩) বলুন- আমরা সবাই মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং মূল্যবোধ মেনে চলি। মানুষকে অবশ্যই মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে হয়। কিন্তু বিচারকদের জন্য মূল্যবোধ মেনে চলা একান্তভাবে জরুরি।

ধাপ ২. বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের আচরণবিধি

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা বিচারিক মূল্যবোধ এবং বিচারকদের আচরণবিধি নিয়ে আলোচনা করবো।

২) জিজ্ঞাসা করুন- বিচারিক মূল্যবোধ বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন এবং বলুন- আইন ও বিধি ছাড়াও বিচারকদের কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলতে হয়, কিছু আচরণ চর্চা করতে হয় যা বিচারালয়ে মেনে চলা হয়।

৩) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে বিচারকদের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ বা আচরণবিধি মেনে চলা কেন জরুরি? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন। বলুন-

'গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানসহ অন্যান্য বিচারকগণ স্থানীয় অধিবাসী বিধায় তাদের উপর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্য প্রভাব থাকতে পারে এবং তারা বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ হতে পারেন। কিন্তু গ্রাম আদালতের বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাদের কিছু নিয়ম নীতি মেনে চলা বা মূল্যবোধ চর্চা করা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য। এ মূল্যবোধ ও আচরণবিধি আইন বা বিধি দ্বারা স্বীকৃত না হলেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা ও গ্রাম আদালতের নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তি সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষ গ্রাম আদালত পরিচালনাকারী বিচারকদের কাছে তা প্রত্যাশা করে'।

৪) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের বিচারকদের কী কী বিচারিক মূল্যবোধ মেনে চলতে হবে? উত্তর শুনুন এবং আপনার মতামত দিন। **বিচারিক মূল্যবোধ শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-৩৩)** দেখিয়ে এ আলোচনা সমৃদ্ধ করুন।

বিচারিক মূল্যবোধ

সুবিবেচনা: কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নিজের সুবিবেচনা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয়

ন্যায়পরায়ণতা: যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে তা ন্যায্য হচ্ছে কি না, ন্যায় হচ্ছে কি না তা চিন্তা করা এবং বিশ্লেষণ করা

ন্যায়বিচার: সিদ্ধান্তটি আইনানুযায়ী হচ্ছে কি না, আইনসম্মত হচ্ছে কি না তা বার বার চিন্তা করা, গ্রাম আদালত আইনের কোন প্রকার লংঘন করা চলবে না

বৈষম্যহীনতা: সিদ্ধান্তটি নারীর প্রতি বা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক হচ্ছে কি না তা চিন্তা করা এবং যাতে কোনোভাবেই বৈষম্যমূলক না হয় তা নিশ্চিত করা

মানবাধিকার: সিদ্ধান্তটি মানবাধিকারের মানদণ্ড অনুযায়ী হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা; মানবাধিকার হচ্ছে মর্যাদা, মানুষ হিসেবে প্রত্যেক মানুষ জন্মগতভাবে সমমর্যাদার অধিকারী

জেন্ডার সংবেনদশীলতা: সিদ্ধান্তটি কোনো নারীকে যাতে হেয় না করে বা অবদমিত, অপমান, অশ্রদ্ধা, অসম্মান, অবহেলা, অসহায় না করে তা নিশ্চিত করা

নিরপেক্ষতা: সিদ্ধান্তটি নিরপেক্ষ হচ্ছে কি না, প্রক্রিয়াগত কোনো ত্রুটি থাকছে কি না তা বার বার চিন্তা করা এবং ত্রুটিহীনতা নিশ্চিত করা

স্বচ্ছতা: স্বচ্ছতা হচ্ছে জবাবদিহিতা। যে কোনো সরকারি বা বেসরকারী কাজে আইন, নীতিমালা যথাযথভাবে মেনে, কোনো কিছুর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে কার্য সম্পাদন করাই হচ্ছে স্বচ্ছতা।

৫) জিজ্ঞাসা করুন- আমরা গ্রাম আদালতে যারা বিচারকের আসনে বসবো তাদের জন্য আলোচিত মূল্যবোধগুলো মেনে চলা কী সম্ভব? কিভাবে? কিছুক্ষণ আলোচনা করুন; সকলকে সক্রিয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।

ধাপ ৩. গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা

১) বলুন- এতক্ষণ আমরা বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের আচরণবিধি বলতে কী বুঝায় তা নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা কী হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করবো।

২) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে গণমানুষের প্রত্যাশা কী? উত্তর শুনুন এবং আলোচনা করুন। গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে মানুষ কি চায়? বাজদলে[৮] আলোচনা করতে বলুন এবং দলের কাছ থেকে উত্তর শুনুন। বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন।

[৮]বাজদল: পাশাপাশি বসা দুজনকে নিয়ে অতি অল্প সময়ে দু'জনের দল গঠন করে কোনো একটি বিষয়ে নিবিড় অথচ তাড়াতাড়ি আলোচনা নিশ্চিত করার জন্য যে দল গঠন করা হয় তাকে বাজদল বলে। এ বিষয়ে ম্যানুয়েলের প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে।

৩) গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশার একটি তালিকা তৈরি করুন। তালিকাটি নিম্নরূপ হতে পারে-

গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা

- ন্যায়বিচার পাওয়া
- ঘুষ না নেওয়া, দুর্নীতি না করা
- স্বজনপ্রীতিমুক্ত থাকা
- কম সময়ে বিচার নিশ্চিত করা
- ভালো করে উভয়পক্ষের কথা শোনা
- সমঝোতামূলক বিচার করা, শত্রুতা বৃদ্ধি না করা
- পক্ষগণের মধ্যে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করা
- নিরপেক্ষভাবে বিচার করা
- একজনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে ক্ষেপিয়ে না দেওয়া
- গরিব, নারী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে অবজ্ঞা, অবহেলা না করা, হেয় না করা
- নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- বিচারক প্যানেলের সকলকে সাথে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া
- সবাইকে সমান গুরুত্ব দেওয়া- আইনের চোখে সবাই সমান তা আচরণে প্রকাশ করা
- সকলের দিকে তাকিয়ে কথা বলা
- সকলের সামনে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা
- সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়া

৪) সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

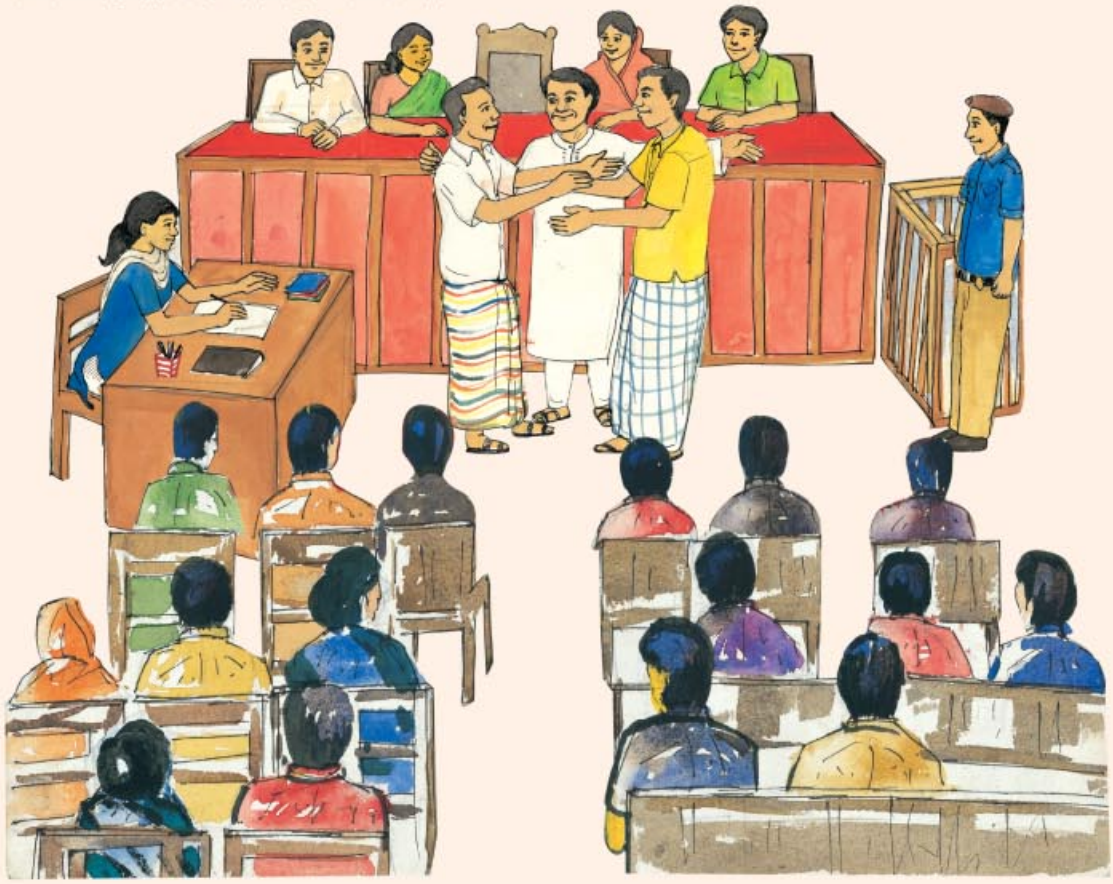

অধিবেশন ১৭
গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালত পরিচালনায় কীভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায়?
- গ্রাম আদালতের শুনানী কিভাবে আরও অধিক নারীবান্ধব করা যায়?
- মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালত কার্যক্রমে নারীদের আরও বেশি করে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় তা বলতে পারবে।

(খ) মানবাধিকার ও গ্রাম আদালতের মধ্যকার সম্পর্কের আদর্শগত দিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।

সময় : ০২.০০-০৩.০০ (৬০ মিনিট)।

পদ্ধতি : উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর, ব্রেইনস্টর্মিং, বাজ গ্রুপ।

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট/স্লাইড, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, মার্কার।

ধাপ ১. গ্রাম আদালত পরিচালনায় কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায়?

১) বলুন- গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা কী তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা গ্রাম আদালতে কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবো। জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালতে নারীদের সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা কী? উত্তর শুনুন, বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন, আলোচনা করুন।

২) এ পর্যায়ে **গ্রাম আদালতে কিভাবে আরও বেশি করে নারীদের সম্পৃক্ত করা যায় শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-৩৪)** বের করুন। কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

গ্রাম আদালতে কীভাবে আরও বেশি করে নারীদের সম্পৃক্ত করা যায়?

(ক) বিচারক প্যানেলে নারী প্রতিনিধি মনোনয়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে;

(খ) নারীরা সমাজে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে তাদের বিচার প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মাধ্যমে;

(গ) গ্রাম আদালতে বিচার চাওয়ার জন্য নারীদের আসতে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে;

(ঘ) স্কুল কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে গ্রাম আদালত বিষয়ে প্রচার চালানোর মাধ্যমে;

(ঙ) ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার নারী কর্মীদের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে;

(চ) নারী স্বাস্থ্য সহকারী, নারী পরিবার পরিকল্পনা সহকারীদের সাথে গ্রাম আদালত বিষয়ক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে;

(ছ) গ্রাম প্রতিরক্ষা দলের নারী নেত্রী, স্থানীয় নারী নেত্রীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে;

(জ) উঠান বৈঠক বা প্রচারণার মাধ্যমে;

(ঝ) বিভিন্ন সভা, প্রশিক্ষণ বা আলোচনার মাধ্যমে নারীদের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে;

(ঞ) নারীদের প্রতি সংবেদনশীল আচরণ করার মাধ্যমে।

ধাপ ২. গ্রাম আদালতের শুনানী কীভাবে আরও অধিক নারীবান্ধব করা যায়?

১) জিজ্ঞাসা করুন- গ্রাম আদালত আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে? উত্তর শুনুন এবং বলুন- গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এর ৫(ক) ধারায় বলা হয়েছে যে, এ আইনের তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত ফৌজদারী মামলায় যদি নাবালকের স্বার্থ জড়িত থাকে এবং তফসিলের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলায় যদি নারীর স্বার্থ জড়িত থাকে তবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে অন্ততঃ একজন নারীকে মনোনয়ন দেবেন।

২) বলুন- গ্রাম আদালতের শুনানীর সময় নারীর মতামতের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। বিচারকরা কোনোভাবেই নারীর প্রতি আক্রমণাত্মক কোনো কথা বলতে পারবেন না। নারীরা বিচারকই হোক, সাক্ষীই হোক, বাদীই হোক বা প্রতিবাদীই হোক নারীকে হেয় করে, আক্রমণ করে, অপমান করে কোনো কথা বলা যাবে না।

৩) বলুন- ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত নারী নেতৃত্ব রয়েছে, তারা আইন ও মানবাধিকারের বিভিন্ন প্রশিক্ষণও পেয়েছেন। সুতরাং গ্রাম আদালতে তাদের থাকা বিশেষ প্রয়োজন। নারীরা সুযোগ পেলে গ্রাম আদালতে তারা নতুন মুল্যবোধ যোগ করতে পারবেন।

ধাপ ৩. মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত

১) বলুন- গ্রাম আদালতে কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করেছি। এখন আমরা মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত নিয়ে আলোচনা করবো।

২) জিজ্ঞাসা করুন- মানবাধিকার বলতে কী বুঝায়? উত্তর শুনুন, বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন। বলুন- মানবাধিকার হচ্ছে মানুষের সহজাত অধিকার যা সার্বজনীন, অহস্তান্তরযোগ্য এবং অবিচ্ছেদ্য। মানুষ জন্মগতভাবে এ সকল অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। যেমন; জীবন, স্বাধীনতা, নিরাপত্তা, ন্যায় বিচার প্রাপ্তি, খাদ্য, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান প্রভৃতি। এখন **মানবাধিকার শীর্ষক স্লাইড বা ফ্লিপচার্ট (পৃষ্ঠা-৩৫)** বের করুন। কাউকে পড়তে উৎসাহিত করুন।

৩) জিজ্ঞাসা করুন-মানবাধিকারের সাথে গ্রাম আদালতের সম্পর্ক কী? উত্তর শুনুন। বোর্ডে বা ফ্লিপশীটে লিখুন।

৪) বলুন-মানুষের অন্যতম দাবি হচ্ছে ন্যায়বিচার পাওয়া। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা না গেলে মানবাধিকার নিশ্চিত করা যায় না। জিজ্ঞাসা করুন- আমাদের দেশে কী সাধারণ মানুষ ন্যায়বিচার পাচ্ছে? তারা বলতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পাচ্ছে না। বলুন- গ্রাম আদালত তৈরি করাই হয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে মানুষের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য। তাই গ্রাম আদালতের সাথে মানবাধিকারের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ।

৫) ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ১৮

গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা

আলোচ্য বিষয়

- গ্রাম আদালত কার্যক্রমের ফলো-আপ কৌশল
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে পুলিশ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা পর্যায়ের আদালতের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব
- গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা-

(ক) গ্রাম আদালত কার্যকর করতে পুলিশ প্রশাসনের নিকট থেকে কী কী সহযোগিতা নেওয়া যেতে পারে তা বলতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে।

(খ) গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা জজ আদালতকে কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায় তা বলতে ও বিশ্লেষণ করতে পারবে।

(গ) গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের নিকট থেকে কী কী সহযোগিতা নেওয়া যায় তা বলতে পারবে।

(ঘ) গ্রাম আদালত কার্যক্রমের তত্ত্বাবধান ও ফলো-আপ কৌশল কী হওয়া উচিত তা নির্ধারণ করতে পারবে।

সময় : ০৩.৩০-০৪.১৫ (৪৫ মিনিট)।

পদ্ধতি : ব্রেইনস্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী, উপস্থাপন-আলোচনা।

উপকরণ : ফ্লিপচার্ট/স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, মাসকিং টেপ।

ধাপ ১. গ্রাম আদালত কার্যকর করতে অংশীজন/ স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততা ও ফলো-আপ কৌশল

১) বলুন-এতক্ষণ আমরা মানবাধিকার ও গ্রাম আদালতের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন আমরা গ্রাম আদালত কার্যকর করতে অংশীজন তথা পুলিশ প্রশাসন, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, জেলা পর্যায়ের আদালতের সম্পৃক্ততা কিভাবে নিশ্চিত করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবো। তাছাড়াও গ্রাম আদালত কার্যকর করতে ফলো-আপ কৌশল কী হবে তা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো।

২) বলুন- আমরা এখন ৩টি ছোট দলে ভাগ হব এবং নিম্নের নির্দেশনা অনুযায়ী ছোট দলে কাজ করবো। প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করে ছোট দল তৈরির পদ্ধতি ঠিক করুন এবং ৩টি ছোট দল তৈরি করুন।

৩) নিম্নের নিয়মে বা প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে আলোচনা করে দলভিত্তিক দায়িত্ব নির্ধারণ করে দিন।

১নং দল: গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে থানা/পুলিশ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব

২নং দল: গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে জেলা পর্যায়ের আদালতের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব

৩নং দল: গ্রাম আদালত কার্যকরকরণে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব

৪) বলুন- দলীয় কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট। প্রত্যেক দলে একজন করে নেতা ঠিক করতে সাহায্য করুন। দলের বসার ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করুন, পোস্টার, মার্কার, মাসকিং টেপ দিন। দলে দলে ঘুরে সাহায্য করুন।

৫) ২০ মিনিট সময় শেষে প্লেনারীতে ডাকুন। দলভিত্তিক উপস্থাপনা করতে বলুন। প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে উপস্থাপনা সমৃদ্ধ করুন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপনা শেষ করুন। ৩টি দলের মতামত সম্বলিত পোস্টারগুলো প্রশিক্ষণ কক্ষে আটকানোর ব্যবস্থা করুন।

৬) এরপর স্লাইড বা ফ্লিপ চার্টের মাধ্যমে আপনার মতামত দিন।

গ্রাম আদালত সক্রিয় করতে থানা/ পুলিশ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব

১) বলুন- গ্রাম আদালত আইনের প্রথম তফসিলে যে ফৌজদারী মামলাগুলো গ্রাম আদালতের আওতাধীন সেগুলো যাতে থানা না নেয় সেজন্য তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং তাদেরকে সংবেদনশীল করা।

২) মাঝে মাঝে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/ পুলিশ কর্মকর্তাদের গ্রাম আদালতের কার্যক্রম দেখানো যেতে পারে

৩) গ্রাম আদালতের মামলার বিষয়ে ইউপি চেয়ারম্যান স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ করতে পারেন।

৪) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম আদালত বিষয়ক সকল আলোচনা সভা, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত আইন শৃংখলা কমিটির সভায় গ্রাম আদালত কার্যক্রমের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।

৬) স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের সাথে গ্রাম আদালত বিষয়ে মতবিনিময় সভা করা ও 'ওপেন ডে' তে গ্রাম আদালত বিষয়ে আলোচনা করা

বলুন- গ্রাম আদালত আইনের ১৭ ধারায় বলা হয়েছে- এই আইনে যা কিছুই থাকুক না কেন, কোন মামলার বিষয়বস্তু তফসিলের প্রথম অংশে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কিত হওয়ার কারণে পুলিশ সংশ্লিষ্ট আমলযোগ্য মামলার তদন্ত বন্ধ করবে না; তবে যদি কোনো ফৌজদারী আদালতে অনুরূপ কোনো মামলা আনীত হয় তা হলে, উক্ত আদালত উপযুক্ত মনে করলে, মামলাটি এই আইনের বিধান মোতাবেক গঠিত কোনো গ্রাম আদালতে প্রেরণের নির্দেশ দিতে পারবে। বলুন- এ বিষয়টি নিয়েও থানার সাথে ইউনিয়ন পরিষদ কথা বলতে পারে।

গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা পর্যায়ের আদালতের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব

১) জেলা জজ এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত গ্রাম আদালতের আপিল আদালত। গ্রাম আদালতের মামলায় সংক্ষুব্ধ পক্ষ ক্ষেত্রভেদে জেলা জজ বা চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আপিল করতে পারে। তাই গ্রাম আদালতকে সব সময়ই তাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

২) গ্রাম আদালত আইনের ১৬ ধারায় বলা আছে- চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা জজ প্রয়োজনে গ্রাম আদালত থেকে মামলা প্রত্যাহার করে নিয়ে তাদের আদালতে মামলা করতে পারে। আবার ৩৩ বিধিতে আছে উচ্চ আদালত তাদের বিচারাধীন মামলাও গ্রাম আদালতে পাঠাতে পারবে। আর ৩৬ বিধিতে আছে গ্রাম আদালত নিজেও ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ করতে পারে।

৩) উক্ত আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে জেলা পর্যায়ের আদালতের সাথে গ্রাম আদালতের সম্পৃক্ততা অনেক বেশি। এজন্য তাদের সাথে নিয়মিত মতবিনিময় করা ইউনিয়ন পরিষদের দায়িত্ব।

৪) তাছাড়া গ্রাম আদালত বিধি-২৭ (৪) মোতাবেক ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালত বিষয়ক অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের কপি জেলা জজ মহোদয় পাবেন। তাই ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রাম আদালত বিষয়ে জেলা জজ আদালতের সাথে বিশেষ করে জেলা জজের আদালতের সাথে যোগাযোগ রাখা, মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করা, দেখা সাক্ষাৎ করা অত্যন্ত জরুরি।

গ্রাম আদালত কার্যক্রমে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব

জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাথে ইউনিয়ন পরিষদের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। গ্রাম আদালত বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা প্রশাসনের নিকট রিপোর্ট করতে দায়বদ্ধ; সুতরাং ইউনিয়ন পরিষদকে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের অগ্রগতি, অবস্থা ও সমস্যাগুলো নিয়মিতভাবে উপজেলা প্রশাসনকে জানাতে হবে। শুধু ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন দিলেই চলবে না। যখনই একজন ইউপি চেয়ারম্যান উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) সাথে দেখা করবেন বা কথা বলবেন তখনই গ্রাম আদালত বিষয়ে ইউএনও মহোদয়কে জানাতে হবে। তিনি জানতে না চাইলেও গ্রাম আদালত কেমন চলছে, কী সহযোগিতা দরকার তা তাকে জানাতে হবে।

১) গ্রাম আদালতের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন, গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিশেষ করে পিডিআর এ্যাক্টের মামলা, ট্রেনিং, এজলাস, স্টাফ নিয়োগ- এরকম অনেক বিষয়েই জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সাহায্য ইউনিয়ন পরিষদের জন্য প্রয়োজন। উপজেলা বা জেলা প্রশাসনের সাথে ইউপি চেয়ারম্যানের প্রায় প্রতিদিন কোনো না কোনোভাবে কথা হয়। এসময় তিনি গ্রাম আদালত কার্যক্রমের বিষয়ে দু-একটি কথা বলতে পারেন।

২) গ্রাম আদালত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে উপজেলা ও জেলা প্রশাসন অবদান রাখতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদকে এ বিষয়ে দাবি করতে হবে। গ্রাম আাদলত বিষয়ে বিলবোর্ড লাগানো, সেমিনার করা, কর্মশালা করা প্রভৃতি প্রচার অভিযানের ব্যাপারে উপজেলা ও জেলা প্রশাসন সাহায্য করতে পারে।

৩) গ্রাম আদালত বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টিতে এনজিও'দের কাজে লাগানো যেতে পারে। উপজেলা ও জেলা প্রশাসন এ ব্যাপারে অবদান রাখতে পারে। ইউনিয়ন পরিষদকে এ বিষয়ে উপজেলা ও জেলা প্রশাসনের কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

৪) নিয়মিতভাবে জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে 'গ্রাম আদালত ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সভা নিশ্চিত করা

৫) জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিয়মিতভাবে গ্রাম আদালত পরিদর্শন এবং ইউনিয়ন পরিষদগুলোকে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা।

আলোচ্য বিষয়গুলো সকলে বুঝেছে কি না যাচাই করুন এবং ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

অধিবেশন ১৯

কোর্স রিভিউ, প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী

আলোচ্য বিষয়

- কোর্স রিভিউ
- প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন
- কোর্স মূল্যায়ন
- সমাপনী

উদ্দেশ্য : এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীরা -

(ক) পুরো প্রশিক্ষণ কোর্সে কী কী বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তা মনে করতে পারবে।

(খ) এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতায় কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা পরিমাপ করতে পারবে।

পদ্ধতি : ফিস বৌল এক্সারসাইজ, বড় দলে আলোচনা ও ব্যক্তিগত কাজ।

সময় : ০৪.১৫-০৫.০০ (৪৫ মিনিট)।

উপকরণ : পোস্ট টেস্টের প্রশ্নমালা, কোর্স মূল্যায়ন ফরম।

ধাপ ১. কোর্স রিভিউ

১) বলুন, আমরা ৩ দিনের এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি মোটামুটিভাবে শেষ করে ফেলেছি। এখন একটু দেখা দরকার আমরা কে কতটা মনে রাখতে পেরেছি। তাছাড়া কোর্সটির কোন্ কোন্ বিষয়গুলো আমাদের বেশি মনে আছে তাও দেখা দরকার। আর এজন্য ৮-১০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দরকার।

২) স্বেচ্ছাভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীরা উঠে আসলে তাদের চেয়ারগুলো দিয়ে কক্ষের ভিতরে একটি ছোট সার্কেল তৈরি করুন। সার্কেলে একটি খালি চেয়ার রাখুন। অন্য প্রশিক্ষণার্থীদের দিয়ে বাইরে আর একটি সার্কেল তৈরি করুন।

৩) বলুন, ছোট সার্কেলে যারা বসেছে তারা কোর্সটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একে একে আলোচনা করবেন কিন্তু খাতা বা নোট বা গেজেট কিছুই দেখতে পারবেন না। যদি কোনোটি বাদ যায় তবে বাইরের সার্কেল থেকে একজন এসে ঐ খালি চেয়ারটিতে বসবেন এবং বাদ যাওয়া অংশটুকু বলে চলে যাবেন, তিনি বলার সময় ভিতরের সার্কেলের আলোচনা বন্ধ থাকবে। তিনি খালি চেয়ার ছেড়ে চলে গেলে ভিতরের সার্কেল আবার আলোচনা শুরু করবে। এভাবে চলতে থাকবে। এ পদ্ধতিতে কোর্স রিভিউ করুন। প্রশংসা করুন, ধন্যবাদ দিন এবং শেষ করুন।

ধাপ ২. প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়ন

১) প্রশিক্ষণোত্তর মূল্যায়নের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।

২) প্রশ্নমালা বিতরণ করুন এবং দু'একটি প্রশ্ন উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৩) ১৫ মিনিটে প্রশ্নমালা শেষ করতে অনুরোধ করুন।

৪) পোস্ট টেস্ট শেষ হলে উত্তরপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করুন।

ধাপ ৩. কোর্স মূল্যায়ন

১) কোর্স মূল্যায়ন ফরম দিন

২) দু'একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৩) ১৫ মিনিটে মূল্যায়ন শেষ করতে অনুরোধ করুন।

৪) কোর্স মূল্যায়ন শেষে ফরম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করুন।

ধাপ ৪. সমাপনী অনুষ্ঠান

১) সমাপনী অনুষ্ঠান আয়োজনে সার্বিক সহায়তা প্রদান করুন।

২) কোর্সের এ অংশটি পরিচালনা করার জন্য আয়োজকদের কাউকে অনুরোধ করুন অথবা প্রশিক্ষণার্থীদের কাউকে দায়িত্ব দিন।

৩) প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে দু-একজনকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিন

৪) আয়োজকদের মধ্য থেকে দু-একজনকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করুন

৫) প্রশিক্ষকদের মধ্য থেকে কেউ বলতে পারেন

৬) প্রধান অতিথিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করুন এবং সার্টিফিকেট থাকলে তা বিতরণ করতে অনুরোধ করুন।

৭) ধন্যবাদ দিয়ে কোর্স শেষ করুন।

ফরম-১

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

আবেদন ফরম

১। আবেদনকারীর নামঃ.....

২। আবেদনকারীর পিতার নামঃ.....

৩। আবেদনকারীর মাতার নামঃ.....

৪। আবেদনকারীর স্বামী/স্ত্রীর নামঃ.....

৫। আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ.....

৬। প্রতিবাদীর নামঃ.....

৭। প্রতিবাদীর পিতার নামঃ.....

৮। প্রতিবাদীর মাতার নামঃ.....

৯। স্বাক্ষীর নামঃ.....

১০। স্বাক্ষীর পিতার নামঃ.....

১১। স্বাক্ষীর মাতার নামঃ.....

১২। স্বাক্ষীর স্বামী/স্ত্রীর নামঃ.....

১৩। স্বাক্ষীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বরঃ.....

১৪। ইউনিয়নের নামঃ.....

১৫। বিরোধীয় বিষয়ঃ.....

১৬। প্রার্থিত প্রতিকারঃ.....

(আবেদনকারীর স্বাক্ষর বা টিপসহি)

[প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ সংযুক্ত করা যাইবে।]

ফরম-২

[বিধি ৫(২), ৫(৪), ১০(৪), ১৯(৩), ৩০(৩), ৩২(২) দ্রষ্টব্য]

মামলার রেজিস্টার

.... ইউনিয়ন পরিষদ

বৎসর	মামলার নম্বর	মামলা গ্রহণের তারিখ	আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়	প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়	আবেদনকারীর সদস্যগণের নাম	প্রতিবাদীর সদস্যগণের নাম	গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান এর নাম	বিরোধের বিষয়বস্তু ও উহার মূল্যমান	প্রতিবাদীর আপত্তি থাকিলে উহার সারাংশ	সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠতার অনুপাত	উচ্চ আদালতের কোনো আদেশ থাকিলে উহার সারাংশ এবং তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

ফরম- ৩

[বিধি ৫ (২) দ্রষ্টব্য)]

মামলার আদেশনামা

.....ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম আদালত

উপজেলাঃ..... জেলাঃ.....

মামলা নম্বর ঃ.....মামলার ধরন ঃ.....

আবেদনকারী ঃ.....প্রতিবাদীঃ.....

আদেশ নং ও তারিখ	আদেশের বিবরণ	চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

ফরম-৪

[বিধি ৮ (১) দ্রষ্টব্য]

প্রতিবাদীর প্রতি সমন

.....ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ ..... জেলাঃ .....

বরারর

.....

.....

.....

যেহেতু.....এর.....সংক্রান্ত অভিযোগ/দাবি সম্পর্কে তাহার আবেদনপত্রের জবাব দেওয়ার জন্য আপনার উপস্থিতি প্রয়োজন; সেইহেতু, এতদ্বারা আপনাকে ..... সালের ..... মাসের .....তারিখ ..... টার সময় আমার নিকট হাজির হইতে নির্দেশ দেওয়া গেল।

তাং.....
সীলমোহর.....

.....
গ্রাম আদালত/ইউনিয়ন পরিষদ এর
চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

ফরম-৫

[বিধি ১৫ (১) দ্রষ্টব্য]

সাক্ষীর প্রতি সমন

..... ইউনিয়ন পরিষদ এর গ্রাম আদালতের .....নং

মামলায়.....আবেদনকারী বনাম.....প্রতিবাদী।

বরাবর

.....

.....

যেহেতু উপরি-উল্লিখিত মামলার আবেদনকারী/প্রতিবাদীর পক্ষে কতিপয় বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়া এবং/ অথবা নিম্নেবর্ণিত দলিলপত্র পেশ করিবার জন্য আপনার উপস্থিতি আবশ্যক; সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে .....সালের .....মাসের ..... তারিখে.....ঘটিকায় ব্যক্তিগতভাবে নিম্নলিখিত দলিলপত্রসহ এই আদালত সমক্ষে হাজির হইবার জন্য নির্দেশ দেওয়া গেল।

১।.....

২।.....

৩।.....

আইন সঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে আপনি যদি এই আদেশ পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে গ্রাম আদালত আইন ২০০৬ এবং গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন ২০১৩ এর বিধানাবলী মোতাবেক আপনি অর্থ দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।

তারিখঃ .....

সীলমোহর .....

_____

গ্রাম আদালতের

চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

ফরম-৬

[বিধি ১০ (১) দ্রষ্টব্য]

সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা

..... ইউনিয়ন পরিষদ

উপজেলাঃ.....

জেলাঃ.....

মামলার নম্বরঃ
দায়েরের তারিখঃ
মামলার ধরনঃ

বরাবর

নামঃ ..... (আবেদনকারী/প্রতিবাদী)

পিতা/স্বামীর নামঃ .....

গ্রামঃ ..... ডাকঘরঃ .....

ইউনিয়নঃ ..... উপজেলাঃ ..... জেলাঃ .....

বিষয়ঃ গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়নের নির্দেশ

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ...আবেদনকারী

বনাম .....প্রতিবাদী, মামলার ধরন.....

সংক্রান্ত দরখাস্ত/ নালিশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাম আদালত গঠন করা আবশ্যক।

উক্ত গ্রাম আদালত গঠনের লক্ষ্যে এই নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে গ্রাম আদালত গঠনের জন্য দুইজন সদস্য (একজন ইউনিয়ন পরিষদ মেম্বার ও অন্যজন স্থানীয় ব্যক্তি) মনোনীত করিয়া তাহাদের নাম ও সম্পূর্ণ ঠিকানা নিম্ন স্বাক্ষরকারীর দপ্তরে হাতে হাতে অথবা রেজিঃ ডাকযোগে প্রেরণ করিবার জন্য আপনাকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

আদেশক্রমে,

স্মারক নং .....

তারিখঃ .....

চেয়ারম্যান

.....ইউনিয়ন পরিষদ

ফরম-৭

[বিধি ১০ (২) দ্রষ্টব্য]

গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন ফরম

বরাবর
চেয়ারম্যান
..... ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলাঃ.....
জেলাঃ .....

বিষয়ঃ গ্রাম আদালতের সদস্য মনোনয়ন প্রসঙ্গে

সূত্রঃ মামলা নং ..... তারিখঃ.....

সবিনয়ে আপনার অবগতির জন্য জানাইতেছি যে, আবেদনকারী .... বনাম প্রতিবাদী ..... ধরন ..... সংক্রান্ত বিরোধের প্রেক্ষিতে গঠিতব্য গ্রাম আদালতে আমার পক্ষে নিম্নে বর্ণিত ব্যক্তিগণকে সদস্য হিসাবে মনোনীত করিলাম।

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	স্থানীয় ব্যক্তি
নামঃ..... পিতা/স্বামীঃ ..... গ্রামঃ ..... ওয়ার্ড নং ..... ডাকঘরঃ ..... ইউনিয়নঃ ..... জেলাঃ.....	নামঃ..... পিতা/স্বামীঃ ..... গ্রামঃ ..... ওয়ার্ড নং ..... ডাকঘরঃ ..... ইউনিয়নঃ ..... জেলাঃ.....

অতএব, মহোদয়ের নিকট আবেদন এই যে, উল্লিখিত ব্যক্তিগণকে আমার মনোনীত সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন।

আপনার বিশ্বস্ত (আবেদনকারী/ প্রতিবাদী)

স্বাক্ষরঃ.....
নাম :.....
তারিখঃ .....

ফরম-৮

[বিধি ১০ (৫) দ্রষ্টব্য]

গ্রাম আদালতে সদস্য উপস্থিতির অনুরোধ পত্র

..... ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম আদালত

উপজেলাঃ ..... জেলাঃ .....

বিষয়ঃ গ্রাম আদালতের মনোনীত সদস্য হিসাবে উপস্থিতির জন্য অনুরোধ পত্র

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আবেদনকারী .....বনাম প্রতিবাদী..... মামলার ধরন..... মামলা নং..... এর বিচারকার্য পরিচালনার জন্য আপনাদেরকে সদস্য মনোনীত করা হইয়াছে। আগামী ..... তারিখ রোজ..... বার বেলা ..... টায় উক্ত মামলার শুনানীর সময় ধার্য করা হইয়াছে।

আবেদনকারী কর্তৃক মনোনীত সদস্য

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	স্থানীয় ব্যক্তি
নামঃ..... পিতা/স্বামীঃ ..... গ্রামঃ ..... ওয়ার্ড নং ..... ডাকঘরঃ ..... ইউনিয়নঃ ..... জেলা:.....	নামঃ..... পিতা/স্বামীঃ ..... গ্রামঃ ..... ওয়ার্ড নং ..... ডাকঘরঃ ..... ইউনিয়নঃ ..... জেলা:.....

প্রতিবাদী কর্তৃক মনোনীত সদস্য

ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য	স্থানীয় ব্যক্তি
নামঃ..... পিতা/স্বামীঃ ..... গ্রামঃ ..... ওয়ার্ড নং ..... ডাকঘরঃ ..... ইউনিয়নঃ ..... জেলা:.....	নামঃ..... পিতা/স্বামীঃ ..... গ্রামঃ ..... ওয়ার্ড নং ..... ডাকঘরঃ ..... ইউনিয়নঃ ..... জেলা:.....

আগামী..... তারিখ..... বার..... টায় উক্ত মামলার শুনানীতে উপস্থিত হইয়া বিচারকার্যে অংশ নেওয়ার জন্য আপনাদেরকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হইল।

স্মারক নং .....

তারিখ ঃ.....

চেয়ারম্যান

.....ইউনিয়ন পরিষদ

ফরম-৯

[বিধি ১৩ (৩) দ্রষ্টব্য]

আপোষনামা

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টিক চিহ্ন দিন)

বরাবর
চেয়ারম্যান

..... ইউনিয়ন পরিষদ/গ্রাম আদালত

উপজেলাঃ..... জেলাঃ .....

বিষয়ঃ আপোসে বিরোধ নিষ্পত্তি

আপনার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, আবেদনকারী ..... বনাম প্রতিবাদী .....এর ..... নং মামলা, ধরনঃ .....সংক্রান্ত বিরোধীয় বিষয়টি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে ও সাক্ষীর উপস্থিতিতে আপোষ-নিষ্পত্তি হইয়াছে ।

শর্তাবলীঃ

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

মনোনীত প্রতিনিধি/সাক্ষীর নামঃ স্বাক্ষরঃ

১. .....

২. .....

৩. .....

৪. .....

এমতাবস্থায় উক্ত মামলাটি আপোষ সূত্রে নিষ্পত্তি করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।
নিবেদক,

স্বাক্ষর ঃ	স্বাক্ষর ঃ
আবেদনকারীর নামঃ	প্রতিবাদীর নাম ঃ
পিতা/স্বামীর নাম ঃ	পিতা/স্বামীর নাম ঃ
মাতার নাম ঃ	মাতার নাম ঃ
ঠিকানা ঃ	ঠিকানা ঃ
তারিখ ঃ	তারিখ ঃ

ফরম-১০

[বিধি ১৫ (৮) দ্রষ্টব্য]

মামলার হাজিরা

(আবেদনকারী, প্রতিবাদী ও সাক্ষীর হাজিরা)

..... ইউনিয়ন/ গ্রাম আদালত।

উপজেলাঃ ..... জেলাঃ .....

মামলার নম্বরঃ ..... মামলার ধরনঃ ..... মামলা গ্রহণের তারিখঃ.....

তারিখ	নাম	ধরন (আবেদনকারী/প্রতিবাদী/সাক্ষী)	স্বাক্ষর

ফরম-১১

[বিধি ১৪ (৩) দ্রষ্টব্য]

মামলার স্লিপ

..... ইউনিয়ন/গ্রাম আদালত

মামলা নং- ..... দায়েরের তারিখঃ.....

আবেদনকারী .....

প্রতিবাদী.....

মামলার আগামী তারিখ (প্রতিবাদীর জবাব প্রদানের জন্য/ সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য/ আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য/ শুনানীর জন্য/ সিদ্ধান্ত ঘোষণার জন্য/.....)

বার..... সময় .....

স্থান.....

.....

আদালত সহকারী/সচিব

.....ইউনিয়ন পরিষদ

ফরম-১২

[বিধি ১৯ (১) ও ২০(১) দ্রষ্টব্য]

ডিক্রি বা আদেশের ফরম

..... ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে ১ নম্বর ফরমের ..... নম্বর মামলা, ধরন ..... ।

আবেদনকারীঃ..... বনাম

প্রতিবাদীঃ .....

..... -এর দাবী।

অদ্য আবেদনপত্রখানি চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য অত্র গ্রাম আদালত সমক্ষে উপস্থিত হওয়ায় আমরা সর্বসম্মতিক্রমে/ .....জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আদেশ প্রদান করিতেছি যে,

.....

.....

.....

.....

সিদ্ধান্তের পক্ষে		সিদ্ধান্তের বিপক্ষে	
নাম	স্বাক্ষর	নাম	স্বাক্ষর
১.			
২.			
৩.			
৪.			
৫.			

তারিখ ঃ.....

.....

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

সীলমোহর.....

ফরম-১২

[বিধি ১৯ (১) দ্রষ্টব্য]

ডিক্রি এবং আদেশের রেজিস্টার

..... ইউনিয়ন পরিষদ

বৎসর	ক্রমিক নং	১নং ফরমে মামলার নং ও সন	আবেদনকারীর নাম	প্রতিবাদীর নাম	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ	ডিক্রি বা আদেশের তারিখ	গ্রাম আদালতের সম্মুখে দাবি মিটানো হইয়াছে কি না	জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা সহকারী জজ কোন আদেশ প্রদান করিলে তাহা	যে তারিখের পূর্বে ডিক্রির দাবি মিটাইতে হইবে না ক্ষতিপূরণ প্রদান করিলে হইবে তা	দাবি মিটানোর তারিখ	যদি নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ডিক্রির দাবি মিটানো অথবা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা না হয় তাহা হইলে গৃহীত ব্যবস্থার বিবরণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

ফরম-১৩

[বিধি ২২ (২) দ্রষ্টব্য]

গ্রাম আদালতের ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিস্টার

ক্রমিক নং	মামলা নং	আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা	প্রতিবাদীর নাম ও ঠিকানা	সিদ্ধান্তকৃত টাকার পরিমাণ ও তারিখ	জমাকৃত টাকা ও তারিখ	টাকা জমাকারী নাম ও স্বাক্ষর	গ্রহণকৃত টাকা ও তারিখ	টাকা গ্রহণকারী নাম ও স্বাক্ষর	সাক্ষীর নাম স্বাক্ষর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

ফরম-১৪

[বিধি ২৫ (১) দ্রষ্টব্য]

ফিস/ জরিমানা রসিদ

১. ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ.....

২. প্রদানকারীর নামঃ .....

৩. প্রদত্ত ফিস / জরিমানার পরিমাণ ঃ .....

৪. বিবরণঃ .....

৫. প্রদানের তারিখঃ .....,.....

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

----------এর স্বাক্ষর

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান

সীলমোহর

ফরম-১৪

[বিধি ২৫ (১) দ্রষ্টব্য]

ফিস/ জরিমানা রসিদ

১. ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ.....

২. প্রদানকারীর নামঃ .....

৩. প্রদত্ত ফিস / জরিমানার পরিমাণ ঃ .....

৪. বিবরণঃ .....

৫. প্রদানের তারিখঃ .....,.....

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান

----------এর স্বাক্ষর

গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান

সীলমোহর

ফরম-১৫

[বিধি ২৫ (২) দ্রষ্টব্য]

ফিস বা জরিমানা রেজিস্টার

ক্রমিক নং	প্রদানকারীর নাম	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	বিবরণ	অর্থ প্রাপ্তির তারিখ	১৪ নং ফরমে রসিদের নম্বর	গ্রাম আদালত /ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮

ফরম-১৬

[বিধি ২৬ (১) দ্রষ্টব্য]

..... ইউনিয়ন পরিষদ পত্র প্রদান রেজিস্টার

(গ্রাম আদালত সংক্রান্ত)

ক্রমিক নং	তারিখ	মামলার নং ও তারিখ	প্রাপকের নাম ও ঠিকানা	পত্র সংক্ষেপ	সংরক্ষিত ফাইল	চিঠির ধরন (সাধারণ/ রেজিস্ট্রী)	ডাক খরচ (টাকা)	মারফত	পত্র বাহকের স্বাক্ষর	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১

ফরম-১৭

[বিধি ২৭ (১) দ্রষ্টব্য]

অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

ইউনিয়নঃ ..... উপজেলাঃ ..... জেলাঃ ..... বিভাগঃ .....

প্রতিবেদনের সময়কালঃ ..... হইতে .....পর্যন্ত

গ্রাম আদালত- এর অগ্রগতি *(নোটঃ এখানে মামলার সংখ্যা বলতে নারী ও পুরুষ কর্তৃক দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা বুঝানো হয়েছে)*

বিরোধের ধরন	পূর্বের অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা		ইউ.পিতে সরাসরি দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলার সংখ্যা		মোট মামলার সংখ্যা (১+২+৩)		নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (বিধি-৩৩, আপোষ বা শুনানীতে নিষ্পত্তি)		বাতিল ও উচ্চ আদাতে প্রেরিত মামলার সংখ্যা		মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (৫+৬)		বর্তমানে অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা (৪-৭)		প্রতিবেদনকালীন সময়ে রায় বাস্তবায়নকৃত মামলার সংখ্যা		আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
দেওয়ানী																			
ফৌজদারী																			
মোট																			
সর্বমোট																			

৩. সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য (গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য কোনো অর্জন, গ্রাম আদালত কার্যকর করার জন্য বিদ্যমান বাধাসমূহ ও অন্যান্য)। প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করা যাইবে।

স্বাক্ষর ও তারিখ: .....

নাম: .....

চেয়ারম্যান,

..... ইউনিয়ন পরিষদ

ফরম-১৮

[বিধি ২৭ (৩) দ্রষ্টব্য]

উপজেলার আওতাধীন গ্রাম আদালতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

উপজেলাঃ ..... জেলাঃ ..... বিভাগঃ .....

প্রতিবেদনের সময়কালঃ ..... হইতে .....পর্যন্ত

গ্রাম আদালত-এর অগ্রগতি *(নোটঃ এখানে মামলার সংখ্যা বলতে নারী ও পুরুষ কর্তৃক দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা বুঝানো হয়েছে)*

বিরোধের ধরন	পূর্বের অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা		ইউ.পিতে সরাসরি দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলার সংখ্যা		মোট মামলার সংখ্যা (১+২+৩)		নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (বিধি-৩৩, আপোষ বা শুনানীতে নিষ্পত্তি)		বাতিল ও উচ্চ আদাতে প্রেরিত মামলার সংখ্যা		মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (৫+৬)		বর্তমানে অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা (৪-৭)		প্রতিবেদনকালীন সময়ে রায় বাস্তবায়নকৃত মামলার সংখ্যা		আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
দেওয়ানী																			
ফৌজদারী																			
মোট																			
সর্বমোট																			

৩. সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য (গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য কোনো অর্জন, গ্রাম আদালত কার্যকর করার জন্য বিদ্যমান বাধাসমূহ ও অন্যান্য)

স্বাক্ষর ও তারিখ: .....

নাম: ..... আইডি নং.....

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

..... উপজেলা

ফরম-১৯

[বিধি ২৭ (৪) দ্রষ্টব্য]

জেলার আওতাধীন গ্রাম আদালতে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন

জেলাঃ ..... বিভাগঃ .....

প্রতিবেদনের সময়কালঃ ..... হইতে .....পর্যন্ত

গ্রাম আদালত- এর অগ্রগতি *(নোটঃ এখানে মামলার সংখ্যা বলতে নারী ও পুরুষ কর্তৃক দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা বুঝানো হয়েছে)*

বিরোধের ধরন	পূর্বের অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা		ইউপিতে সরাসরি দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা		উচ্চ আদালত থেকে প্রেরিত মামলার সংখ্যা		মোট মামলার সংখ্যা (১+২+৩)		নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (বিধি-৩৩, আপোষ বা শুনানীতে নিষ্পত্তি)		বাতিল ও উচ্চ আদাতে প্রেরিত মামলার সংখ্যা		মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা (৫+৬)		বর্তমানে অপেক্ষমান মামলার সংখ্যা (৪-৭)		প্রতিবেদনকালীন সময়ে রায় বাস্তবায়নকৃত মামলার সংখ্যা		আদায়কৃত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ
	১		২		৩		৪		৫		৬		৭		৮		৯		
	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	পুরুষ	নারী	
দেওয়ানী																			
ফৌজদারী																			
মোট																			
সর্বমোট																			

৩. সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য (গ্রাম আদালতের উল্লেখযোগ্য কোনো অর্জন, গ্রাম আদালত কার্যকর করার জন্য বিদ্যমান বাধাসমূহ ও অন্যান্য)।

স্বাক্ষর ও তারিখ: .....

নাম: .....আইডি নং.....

উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার

..... জেলা

ফরম-২০

[বিধি ৩৪ (৫)দ্রষ্টব্য]

অর্থ/জরিমানা আদায়

..... ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখঃ

বরাবর .....

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সার্টিফিকেট অফিসার

.....উপজেলা.....জেলা।

যেহেতু.....ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতের ..... সালের.....নং মামলা সংক্রান্ত

.....টাকা জনাব..... পিতা.....

গ্রাম..... ইউনিয়ন.....উপজেলা.....জেলা.....এর

নিকট অনাদায় রহিয়াছে;

সেইহেতু এতদ্বারা আপনাকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে, ইউনিয়ন পরিষদ (স্থানীয় সরকার) আইন, ২০০৯ এবং গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সনে সংশোধিত) এবং সরকারি দাবি আদায় আইন, ১৯১৩ এর বিধান মোতাবেক জনাব .....এর নিকট হইতে উক্ত অর্থ আপনি আদায় করিবেন এবং তাহা ..... ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করিবেন।

সংযুক্তঃ মামলার সিদ্ধান্তের অনুলিপি (১১নং ফরম)

তারিখ.....
সীলমোহর .....

.....
ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

ফরম-২১

[বিধি ৩৬ দ্রষ্টব্য]

ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ

..... ইউনিয়ন পরিষদ

তারিখঃ.....

বরাবর
সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

জেলা....., (..... উপজেলা)।

বিষয়ঃ সুবিচারের উদ্দেশ্যে মামলা হস্তান্তর প্রসঙ্গে।

যেহেতু গ্রাম আদালতের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে যে, এতদসংলগ্ন অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ গুরুতর এবং তাহাকে কেবল জরিমানা করা হইলে সুবিচার করা হইবে না। তাহার অধিকতর শাস্তি হওয়া উচিত;

সেইহেতু আমরা এতদ্বারা মামলাটি আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি এবং আপনার আদালতে উহার বিচার ও নিষ্পত্তি করিতে আপনাকে অনুরোধ করিতেছি।

তারিখঃ .....

সীলমোহর .....

.....
গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

কোর্স আউটলাইন

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

সময়: ৩ (তিন) দিন

যাদের জন্য উপযোগী: ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্যানেল চেয়ারম্যানদের জন্য

প্রথম দিবস

প্রথম অধিবেশন: প্রারম্ভিক আলোচনা, সময়:০৯.০০-১০.৩০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	**নির্দেশনা**
রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য, পরিচয় পর্ব, প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণ নিয়মনীতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ পূর্ব মূল্যায়ন	বড় দলে আলোচনা,ব্রেইনস্টর্মিং,উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	প্রশিক্ষণার্থী তালিকা, বোর্ড/ফ্লিপশীট, ভিপ কার্ড, প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা,স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, নেম কার্ড, হোয়াইট বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১৮-২৪
মডিউল ১: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ধারণাসমূহ			
দ্বিতীয় অধিবেশন: মৌলিক ধারণা: সমঝোতামূলক বিচার, সময়: ১০.৩০-১১.০০ (৩০ মিনিট)			
আইন, বিধিমালা, বিচার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), সালিসি, গ্রাম আদালত ও আদালত, বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত	বড় দলে আলোচনা, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-২৫-৩০ ধাপ নম্বর-১-২
সকালের চা বিরতি সময়: ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
তৃতীয় অধিবেশন: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সময়: ১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্য, গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি/বৈশিষ্ট্য	ব্রেইনস্টর্মিং,উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপ শীট/বোর্ড মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩১-৩২ ধাপ নম্বর-১-২
চতুর্থ অধিবেশন: মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি, সময়: ১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)			
মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যে পার্থক্য	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩৩-৩৪
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
মডিউল ২: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬			
পঞ্চম অধিবেশন: গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা, সময়: ০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬), গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭), গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা (ধারা-৩):তফসিলের প্রথম অংশ: ফৌজদারী মামলা, তফসিলেরদ্বিতীয় অংশ:দেওয়ানী মামলা	ব্রেইনস্টর্মিং,উপস্থাপন-আলোচনা,বড় দলে আলোচনা,প্রশ্নোত্তর	ফ্লিপচার্ট/ স্লাইড, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩৬-৫০
বিকেলের চা বিরতি সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
ষষ্ঠ অধিবেশন: গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারী ও গ্রাম আদালত গঠনের আগে আপোষ, সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন (ধারা-৪), আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪), আবেদনপত্র অগ্রাহ্য, রিভিশন (বিধি-৬ ও ৭), আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫), আদেশনামা (ফরম-৩), সমন জারীর পদ্ধতি (বিধি-৮), দাবী বা বিবাদ স্বীকার ও আপোষ (বিধি-৩১)	ছবি বিশ্লেষণ,উপস্থাপনা-আলোচনা,ব্রেইনষ্টর্মিং,প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপ চার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মাল্টিমিডিয়া আবেদনপত্র (ফরম-১) মামলার রেজিষ্টার (ফরম-২), প্রতিবাদীর প্রতি সমন (ফরম-৪), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), মামলার আদেশনামা (ফরম-৩), সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা ও মনোনয়ন (ফরম-৬ ও ৭), আপোষনামা (ফরম-৯)	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৫১-৬১

দ্বিতীয় দিবস

সপ্তম অধিবেশন: পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	**নির্দেশনা**
প্রথম দিনের আলোচনার পুনরালোচনা	লার্নিং জার্নাল	ভিপ কার্ড, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মাসকিং টেপ, বোর্ড/ফ্লিপশীট, ভিপবোর্ড, মার্কার পেন, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৬২
অষ্টম অধিবেশন: গ্রাম আদালত গঠন, শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সময়: ০৯.৩০-১১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯), গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫), লিখিত আপত্তি (বিধি-১১) ও শুনানীর প্রস্তুতি,গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২), শপথ,প্রাক বিচার (ধারা-৬খ), সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল (ধারা-৮), গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯), ডিক্রি রেজিষ্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)	ছবি বিশ্লেষণ, ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, সাক্ষীর প্রতি সমন (ফরম-৫), প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬),প্রতিনিধি মনোনয়ন (ফরম-৭), প্রতিনিধি উপস্থিতির অনুরোধপত্র (ফরম-৮), মামলার হাজিরা (ফরম-১০), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), ডিক্রি, বা আদেশের (ফরম-১২), ডিক্রি এবং আদেশের রেজিষ্টার (ফরম-১২)	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৬৩-৭৬
সকালের চা বিরতি সময়: ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
মডিউল ৩: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন তৈরীর কৌশল			
নবম অধিবেশন: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় (ধারা ৯-১৮) সময়: ১১.৩০-০১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯), ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২), জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪),মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা(ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫), গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা (ধারা-১১), জরিমানা আদায় (ধারা-১২),সাক্ষীকে সমন দেওয়া, ইত্যাদি ক্ষেত্রে গ্রাম আদালতের ক্ষমতা [ধারা-১০(২)], গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা (ধারা-১১), জরিমানা আদায়(ধারা-১২), মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক), মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ), এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া, আদেশনামা, নথি প্রস্তুতকরণ	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, বাজ দল, বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ফ্লিপশীট/ বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিষ্টার (ফরম-১৩), ফিস/জরিমানা রসিদ (ফরম-১৪), ফিস/জরিমানা রেজিষ্টার (ফরম-১৫), পত্র প্রদান রেজিষ্টার (ফরম-১৬), অর্থ ও জরিমানা আদায় (ফরম-২০), ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ (ফরম-২১), আদেশনামার নমুনা, নথির তৈরির সকল ফরম	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৭৮-৮৮
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
দশম অধিবেশন: কতিপয় মামলা স্থানান্তর ও অন্যান্য, সময়: ০২.০০-০২.২০ (২০ মিনিট)			
পদ্ধতি (ধারা-১৩), আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪), সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫), কতিপয় মামলা স্থানান্তর (ধারা-১৬), পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭), বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, বাজ দল, বড় দলে আলোচনা	প্রয়োজনীয় ফরম, রেজিষ্টার, কেস ষ্টাডি, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৮৯-৯৩
একাদশ অধিবেশন: ভিডিও প্রদর্শন, সময়: ০২.২০-০৩.০০ (৪০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত ভিডিও (শিখন উপকরণ) প্রদর্শন ও আলোচনা	প্রদর্শন ও আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্রিন	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৪-৯৫
বিকেলের চা বিরতি সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
দ্বাদশ অধিবেশন: মক ট্রায়াল, সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
একটি ফৌজদারী ও একটি দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত ভূমিকা অভিনয় বা মক ট্রায়াল	সিমুলেশন, মক ট্রায়াল, বড় দলে আলোচনা	প্রয়োজনীয় ফরম, কেস, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৬-৯৭

তৃতীয় দিবস

ত্রয়োদশ অধিবেশন: পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	
প্রশিক্ষণার্থীদের উজ্জীবিত করা, আগের দিনের আলোচনার পুনরালোচনা	ফিস বৌল এক্সারসাইজ		ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৮-৯৯
চতুর্দশ অধিবেশন: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি, সময়:০৯.৩০-১১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম নিয়ে আলোচনা, ফরম পূরণ অনুশীলন ও প্রতিবেদন তৈরি অনুশীলন	ব্রেইনষ্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম (ফরম-১৭) স্লাইড/ফ্লিপচার্ট,মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০০
সকালের চা বিরতি সময়: ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
মডিউল ৪: গ্রাম আদালতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, দায়-দায়িত্ব ও গ্রাম আদালতকে টেকসই করার কৌশল			
পঞ্চদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালত কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব, সময়:১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদচেয়ারম্যান, সদস্য, সচিবওগ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব, গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক	ব্রেইনস্টর্মিং,ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	পোষ্টার পেপার, ফ্লিপ শীট/বোর্ড মার্কার, মাসকিং টেপ	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০২-১০৪
ষোড়শ অধিবেশন: গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ সময়:১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)			
মূল্যবোধ,বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদেরআচরণবিধি, গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা	উপস্থাপনা-আলোচনা ব্রেইনস্টর্মিং, বাজগ্রুপ, প্রশ্নোত্তর, বড় দলে আলোচনা	পোষ্টার পেপার, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ ফ্লিপশীট,মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০৫-১০৭
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
সপ্তদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার, সময়:০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
গ্রাম আদালত পরিচালনায় কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায়? শুনানী কিভাবে আরও নারী বান্ধব করা যায়? মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত	ব্রেইনষ্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বাজ দল, বড় দলে আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মাসকিং টেপ, বোর্ড/ ফ্লিপশীট, মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০৮-১০৯
বিকেলের চা বিরতি সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
অষ্টাদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, সময়:০৩.৩০-০৪.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত কার্যকর করতেপুলিশ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা পর্যায়ের আদালত সমূহের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যক্রমের ফলো-আপ কৌশল	ব্রেইনষ্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	পোষ্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড/ ফ্লিপশীট, মাসকিং টেপ	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১১০-১১১
উনিশতম অধিবেশন: কোর্স রিভিউ, সময়:০৪.১৫-০৫.০০ (৪৫ মিনিট)			
কোর্স রিভিউ, প্রশিক্ষনোত্তর মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠান	ফিস বৌল এক্সারসাইজ, বড় দলে আলোচনা	পোস্ট টেস্টের প্রশ্নপত্র , কোর্স মূল্যায়ন ফরম	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১১২

কোর্স আউটলাইন

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

সময়: ৩ (তিন) দিন

যাদের জন্য উপযোগী: ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের জন্য

প্রথম দিবস

প্রথম অধিবেশন: প্রারম্ভিক আলোচনা, সময়:০৯.০০-১০.৩০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	**নির্দেশনা**
রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য, পরিচয় পর্ব, প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণ নিয়মনীতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ পূর্ব মূল্যায়ন	বড় দলে আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা প্রশ্নোত্তর	প্রশিক্ষণার্থী তালিকা, বোর্ড/ফ্লিপশীট, ভিপ কার্ড, প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, নেম কার্ড, হোয়াইট বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১৮-২৪
মডিউল ১: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ধারণাসমূহ			
দ্বিতীয় অধিবেশন: মৌলিক ধারণা: সমঝোতামূলক বিচার, সময়: ১০.৩০-১১.০০ (৩০ মিনিট)			
আইন, বিধিমালা, বিচার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), সালিসি, গ্রাম আদালত ও আদালত, বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত	বড় দলে আলোচনা উপস্থাপন-আলোচনা প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-২৫-৩০
সকালের চা বিরতি ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
তৃতীয় অধিবেশন: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সময়: ১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্য, গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি/বৈশিষ্ট্য	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপশীট/বোর্ড মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩১-৩২
মডিউল ২: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬			
পঞ্চম অধিবেশন: গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা, সময়: ১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬), গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭)	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩৬-৫০
দুপুরের খাবার বিরতি ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
পঞ্চম অধিবেশন: (চলমান) গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা, সময়: ০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা (ধারা-৩): তফসিলের প্রথম অংশ: ফৌজদারী মামলা, তফসিলের দ্বিতীয় অংশ: দেওয়ানী মামলা	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, বড় দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর	ফ্লিপচার্ট/ স্লাইড, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩৬-৫০
বিকেলের চা বিরতি ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
ষষ্ঠ অধিবেশন: গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারী ও গ্রাম আদালত গঠনের আগে আপোষ, সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন (ধারা-৪), আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪), আবেদনপত্র অগ্রাহ্য, রিভিশন(বিধি৬ ও ৭), আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫), আদেশনামা (ফরম-৩), সমন জারীর পদ্ধতি (বিধি-৮), দাবী বা বিবাদ স্বীকার ও আপোষ (বিধি-৩১)	ছবি বিশ্লেষণ,উপস্থাপনা-আলোচনা,ব্রেইনষ্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার,বোর্ড/ফ্লিপশীট, মাল্টিমিডিয়া আবেদনপত্র (ফরম-১) মামলার রেজিষ্টার (ফরম-২), প্রতিবাদীর প্রতি সমন (ফরম-৪), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), মামলার আদেশনামা (ফরম-৩), সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা ও মনোনয়ন (ফরম-৬ ও ৭), আপোষনামা (ফরম-৯)	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৫১-৬১

নোট ১: ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যদের প্রশিক্ষণ কোর্সে চতুর্থ অধিবেশন প্রযোজ্য নয়।

দ্বিতীয় দিবস

সপ্তম অধিবেশন: পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	**নির্দেশনা**
প্রথম দিনের আলোচনার পুনরালোচনা	লার্নিং জার্নাল	ভিপ কার্ড, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মাসকিং টেপ, বোর্ড/ফ্লিপশীট, ভিপবোর্ড, মার্কার পেন, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৬২
অষ্টম অধিবেশন: গ্রাম আদালত গঠন, শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সময়: ০৯.৩০-১১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯), গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫), লিখিত আপত্তি (বিধি-১১) ও শুনানীর প্রস্তুতি,গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২), শপথ,প্রাক বিচার (ধারা-৬খ), সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল (ধারা-৮), গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯), ডিক্রি রেজিষ্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)	ছবি বিশ্লেষণ, ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, সাক্ষীর প্রতি সমন (ফরম-৫), প্রতিনিধি মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬),প্রতিনিধি মনোনয়ন (ফরম-৭), প্রতিনিধি উপস্থিতির অনুরোধপত্র (ফরম-৮), মামলার হাজিরা (ফরম-১০), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), ডিক্রি বা আদেশের (ফরম-১২), ডিক্রি এবং আদেশের রেজিষ্টার (ফরম-১২)	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৬৩-৭৬
সকালের চা বিরতি সময়: ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
মডিউল ৩: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন, বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন তৈরীর কৌশল			
নবম অধিবেশন: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় (ধারা ৯-১৮), সময়: ১১.৩০-০১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯), ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২), জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪),মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা, (ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫), গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা (ধারা-১১), জরিমানা আদায় (ধারা-১২), গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা (ধারা-১১),জরিমানা আদায়(ধারা-১২), মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক), মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ), এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা,বাজ দল, বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ফ্লিপশীট/ বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিষ্টার (ফরম-১৩), ফিস/জরিমানা রসিদ (ফরম-১৪), ফিস/জরিমানা রেজিষ্টার (ফরম-১৫), পত্র প্রদান রেজিষ্টার (ফরম-১৬), অর্থ ও জরিমানা আদায় (ফরম-২০), ফৌজদারী আদালতে মামলা প্রেরণ (ফরম-২১), আদেশনামার নমুনা,নথির তৈরির সকল ফরম	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৭৮-৮৮
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
দশম অধিবেশন: কতিপয় মামলা স্থানান্তর ও অন্যান্য, সময়: ০২.০০-০২.১৫ (১৫ মিনিট)			
আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪), সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা-১৫), কতিপয় মামলা স্থানান্তর (ধারা-১৬), পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭), বিচারাধীন মামলাসমূহ (ধারা-১৮)	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, বাজ দল, বড় দলে আলোচনা	প্রয়োজনীয় ফরম, রেজিষ্টার, কেস ষ্টাডি, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৮৯-৯৩
একাদশ অধিবেশন: ভিডিও প্রদর্শন, সময়: ০২.১৫-০৩.০০ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত ভিডিও (শিখন উপকরণ) প্রদর্শন ও আলোচনা	প্রদর্শন ও আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্রিন	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৪-৯৫
বিকেলের চা বিরতি সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
দ্বাদশ অধিবেশন: মক ট্রায়াল, সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
একটি ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত ভূমিকা অভিনয় বা মক ট্রায়াল	সিমুলেশন, মক ট্রায়াল, বড় দলে আলোচনা	প্রয়োজনীয় ফরম, কেস, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৬-৯৭

তৃতীয় দিবস

ত্রয়োদশ অধিবেশন: পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	
প্রশিক্ষণার্থীদের উজ্জীবিত করা, আগের দিনের	ফিস বৌল এক্সারসাইজ		ম্যানুয়েলের
আলোচনার পুনরালোচনা			পৃষ্ঠা নম্বর-৯৮-৯৯
চতুর্দশ অধিবেশন: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি, সময়:০৯.৩০-১১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
একটি দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত ভূমিকা অভিনয় বা মক ট্রায়াল	ব্রেইনষ্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম (ফরম-১৭), স্লাইড/ফ্লিপচার্ট,মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০০
সকালের চা বিরতি সময় ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
মডিউল ৪: গ্রাম আদালতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, দায়-দায়িত্ব ও গ্রাম আদালতকে টেকসই করার কৌশল			
পঞ্চদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালত কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব, সময়:১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদচেয়ারম্যান, সদস্য, সচিবও গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব, গ্রাম আদালতের সাথে স্থানীয় উন্নয়নের সম্পর্ক	ব্রেইনস্টর্মিং,ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	পোষ্টার পেপার, ফ্লিপশীট/বোর্ড, মার্কার, মাসকিং টেপ	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০২-১০৪
ষোড়শ অধিবেশন: গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলের জন্য বিচারিক মূল্যবোধ সময়:১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)			
মূল্যবোধ,বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের আচরণবিধি, গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা	উপস্থাপনা-আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, বাজগ্রুপ, প্রশ্নোত্তর, বড় দলে আলোচনা	পোষ্টার পেপার, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ ফ্লিপশীট, মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০৫-১০৭
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
সপ্তদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার, সময়:০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
গ্রাম আদালত পরিচালনায় কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায়? শুনানী কিভাবে আরও নারী বান্ধব করা যায়? মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত	ব্রেইনষ্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বাজ দল, বড় দলে আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মাসকিং টেপ,বোর্ড/ ফ্লিপশীট, মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০৮-১০৯
বিকেলের চা বিরতি ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
অষ্টাদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে অংশীজনের সম্পৃক্ততা, সময়:০৩.৩০-০৪.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত কার্যকর করতে পুলিশ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা জজ পর্যায়ের আদালত সমূহের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যক্রমের ফলো-আপ কৌশল	ব্রেইনষ্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	পোষ্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড/ ফ্লিপশীট, মাসকিং টেপ	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১১০-১১১
উনিশতম অধিবেশন: কোর্স রিভিউ, সময়:০৪.১৫-০৫.০০ (৪৫ মিনিট)			
কোর্স রিভিউ, প্রশিক্ষনোত্তর মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠান	ফিস বৌল এক্সারসাইজ, বড় দলে আলোচনা	পোস্ট টেস্টের প্রশ্নপত্র, কোর্স মূল্যায়ন ফরম	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১১২

কোর্স আউটলাইন

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

সময়: ৫ (পাঁচ) দিন

যাদের জন্য উপযোগী: ইউনিয়ন পরিষদ সচিবদের জন্য

প্রথম দিবস

প্রথম অধিবেশন: প্রারম্ভিক আলোচনা, সময়:০৯.০০-১০.৩০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	**নির্দেশনা**
রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য, পরিচয় পর্ব, প্রত্যাশা যাচাই,প্রশিক্ষণ নিয়মনীতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য, প্রশিক্ষণ পূর্ব মূল্যায়ন	বড় দলে আলোচনা, ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা প্রশ্নোত্তর	প্রশিক্ষণার্থী তালিকা, ফ্লিপশীট/বোর্ড, ভিপ কার্ড, প্রশিক্ষণপূর্ব মূল্যায়ন প্রশ্নমালা, স্লাইড, মার্কার,নেম কার্ড, হোয়াইট বোর্ড	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১৮-২৪
মডিউল ১: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার মৌলিক ধারণাসমূহ			
দ্বিতীয় অধিবেশন: মৌলিক ধারণা: সমঝোতামূলক বিচার সময়: ১০.৩০-১১.০০ (৩০ মিনিট)			
আইন, বিধিমালা, বিচার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর) ও সালিসি, আদালত, বাংলাদেশের আদালত কাঠামো ও গ্রাম আদালত	বড় দলে আলোচনা উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-২৫-৩০
সকালের চা বিরতি ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
তৃতীয় অধিবেশন: সমঝোতামূলক বিচার ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য, সময়: ১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত ও সালিসির মধ্যকার পার্থক্য, গ্রাম আদালতের ভিত্তি বা শক্তি/বৈশিষ্ট্য	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপশীট/বোর্ড মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩১-৩২
চতুর্থ অধিবেশন: মামলা ও মামলার ধরণ বা প্রকৃতি, সময়: ১২.১৫-০১.০০ (৪৫ মিনিট)			
মামলা ও মামলার ধরন বা প্রকৃতি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার মধ্যে পার্থক্য	ব্রেইনস্টর্মিং,উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩৩-৩৪
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
মডিউল ২: গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬ (২০১৩ সালে সংশোধিত) ও গ্রাম আদালত বিধিমালা, ২০১৬			
পঞ্চম অধিবেশন: গ্রাম আদালতের এখতিয়ার ও গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা, সময়: ০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬), গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭), গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা(ধারা-৩)-তফসিলের প্রথম অংশ: ফৌজদারী মামলা ও দ্বিতীয় অংশ:দেওয়ানী মামলা	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, বড় দলে আলোচনা	ফ্লিপচার্ট/স্লাইড, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৩৬-৫০
বিকেলের চা বিরতি সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
ষষ্ঠ অধিবেশন: গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন, সমন জারী ও গ্রাম আদালত গঠনের আগে আপোষ, সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন (ধারা-৪), আবেদনপত্র পরীক্ষা (বিধি-৪), আবেদনপত্র অগ্রাহ্য, রিভিশন (বিধি-৬ ও ৭), আবেদনপত্র গ্রহণ (বিধি-৫), আদেশনামা (ফরম-৩), সমন জারী (বিধি-৮), দাবী বা বিবাদ স্বীকার ও আপোষ (বিধি-৩১)	ছবি বিশ্লেষণ,উপস্থাপনা-আলোচনা,ব্রেইনষ্টর্মিং,প্রশ্নোত্তর	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট, আবেদনপত্র (ফরম-১), মামলার রেজিষ্টার (ফরম-২), মামলার আদেশনামা (ফরম-৩), প্রতিবাদীর প্রতি সমন (ফরম-৪), আপোষনামা (ফরম-৯)	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৫১-৬১

দ্বিতীয় দিবস

সপ্তম অধিবেশন: পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	**নির্দেশনা**
প্রথম দিনের আলোচনার পুনরালোচনা	লার্নিং জার্নাল	ভিপ কার্ড, ভিপবোর্ড, মার্কার পেন	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৬২
অষ্টম অধিবেশন: গ্রাম আদালত গঠন, শুনানী ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সময়: ০৯.৩০-১১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতে প্রতিনিধি মনোনয়ন (বিধি-৯), গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫), লিখিত আপত্তি (বিধি-১১), শুনানীর প্রস্তুতি,গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২), শপথ,প্রাক বিচার (ধারা-৬খ), সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল (ধারা-৮), গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত (বিধি-১৯), ডিক্রি রেজিষ্টার, ইত্যাদি (বিধি-২০)	ছবি বিশ্লেষণ, ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট, সাক্ষীর প্রতি সমন (ফরম-৫), সদস্য মনোনয়নের নির্দেশনামা (ফরম-৬),সদস্য মনোনয়ন (ফরম-৭), সদস্য উপস্থিতির অনুরোধপত্র (ফরম-৮), মামলার হাজিরা (ফরম-১০), মামলার স্লিপ (ফরম-১১), ডিক্রি বা আদেশের (ফরম-১২), ডিক্রি এবং আদেশের রেজিষ্টার (ফরম-১২)	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৬৩-৭৬
সকালের চা বিরতি ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
মডিউল ৩: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, বিচার প্রক্রিয়া ও প্রতিবেদন তৈরীর কৌশল			
নবম অধিবেশন: গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায়, সময়: ১১.৩০-০১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯), ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২), জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪),মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা(ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫), সাক্ষীকে সমন দেওয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে আদালতের ক্ষমতা [ধারা ১০ (২)], গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা (ধারা-১১), জরিমানা আদায় (ধারা-১২)	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট,ক্ষতিপূরণের অর্থ লেনদেন রেজিষ্টার (ফরম-১৩), ফিস/জরিমানা রসিদ (ফরম-১৪), ফিস/জরিমানা রেজিষ্টার (ফরম-১৫), পত্র প্রদান রেজিষ্টার (ফরম-১৬), অর্থ ও জরিমানা আদায় (ফরম-২০)	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৭৮-৮৮
দুপুরের খাবার বিরতি সময় ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
নবম অধিবেশন (চলমান): গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায় সময়: ০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
মামলা দায়েরের সময়সীমা (ধারা-৬ক), মামলা নিষ্পত্তির সময়সীমা (ধারা-৬গ), এক নজরে গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া, পদ্ধতি (ধারা-১৩)	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট,	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৭৮-৮৮
দশম অধিবেশন: কতিপয় মামলা স্থানান্তর ও অন্যান্য, সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
আইনজীবী নিয়োগ নিষিদ্ধ (ধারা-১৪), সরকারী কর্মচারী, পর্দানশীল বৃদ্ধ মহিলা এবং শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যাক্তির পক্ষে প্রতিনিধিত্ব (ধারা- ১৫), কতিপয় মামলা স্থানান্তর (ধারা-১৬), পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭), আদালতে বিচারাধীন মামলা (ধারা-১৮)	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৮৯-৯৩
বিকেলের চা বিরতি ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
দশম অধিবেশন (চলমান) : কতিপয় মামলা স্থানান্তর ও অন্যান্য, সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
কতিপয় মামলা স্থানান্তর (ধারা-১৬), পুলিশ কর্তৃক তদন্ত (ধারা-১৭), আদালতে বিচারাধীন মামলা (ধারা-১৮)	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার,বোর্ড/ফ্লিপশীট	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৮৯-৯৩

তৃতীয় দিবস

বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	নির্দেশনা
বিশেষ অধিবেশন: পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ (৩০ মিনিট)			
আগের দিনের আলোচনার পুনরালোচনা	লার্নিং জার্নাল	ভিপ কার্ড, ভিপবোর্ড, মার্কার পেন	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৮-৯৯
একাদশ অধিবেশন: ভডিও প্রদর্শন, সময়: ০৯.০০-১১.৩০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত ভিডিও (শিখন উপকরণ) প্রদর্শন ও আলোচনা	প্রদর্শন ও আলোচনা	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৪-৯৫
সকালের চা বিরতি ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
দ্বাদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালতের ওপর মক ট্রায়াল, সময়: ১১.৩০-০১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
একটি ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত ভূমিকা অভিনয় বা মক ট্রায়াল ও আলোচনা	সিমুলেশন, মক ট্রায়াল ও বড় দলে আলোচনা	প্রয়োজনীয় ফরম, কেস, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৬-৯৭
দুপুরের খাবার বিরতি ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
বিশেষ অধিবেশন: আদেশনামা ও নথি প্রস্তুতকরণ, সময়: ০২.০০-০৩.৩০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
আদেশনামা, নথি প্রস্তুতকরণ	জোড়া দলে আলোচনা ও প্লেনারী	আদেশনামার নমুনা কপি, নথি তৈরির প্রয়োজনীয় ফরম, কেস	
বিকেলের চা বিরতি সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিশেষ অধিবেশন: আদেশনামা ও নথি প্রস্তুতকরণ (চলমান), সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
আদেশনামা, নথি প্রস্তুতকরণ	জোড়া দলে আলোচনা ও প্লেনারী	আদেশনামার নমুনা কপি, নথি তৈরির প্রয়োজনীয় ফরম, কেস	

চতুর্থ দিবস

বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	নির্দেশনা
পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ ৩০ মিনিট)			
আগের দিনের আলোচনার পুনরালোচনা বা রিভিউ	লার্নিং জার্নাল	ভিপ কার্ড, ভিপবোর্ড, মার্কার পেন	
বিশেষ অধিবেশন: প্রস্তুতকৃত নথি উপস্থাপন (চলমান), সময়: ০৯.৩০-১১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
প্রস্তুতকৃত নথি উপস্থাপন	প্লেনারী	বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার	
সকালের চা বিরতি সময়: ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিশেষ অধিবেশন: প্রস্তুতকৃত নথি উপস্থাপন (চলমান) সময়: ১১.৩০-০১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
প্রস্তুতকৃত নথি উপস্থাপন	প্লেনারী	বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার	
দুপুরের খাবার বিরতি ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
বিশেষ অধিবেশন: প্রস্তুতকৃত নথি উপস্থাপন (চলমান) সময়: ০২.০০-০৩.৩০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
প্রস্তুতকৃত নথি উপস্থাপন	প্লেনারী	বোর্ড/ফ্লিপশীট, মার্কার	
বিকেলের চা বিরতি ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
বিশেষ অধিবেশন: উঠান বৈঠকের ফ্লিপচার্ট ও কাউন্সিলিং উপকরণ, সময়: ০৩.৩০-০৫.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
উঠান বৈঠকের ফ্লিপচার্টের ওপর আলোচনা ও অনুশীলন, কাউন্সিলিং উপকরণের ওপর আলোচনা ও অনুশীলন	অনুশীলন, বড় দলে আলোচনা	কাউন্সিলিং উপকরণ	

পঞ্চম দিবস

বিষয়	পদ্ধতি	উপকরণ	
ত্রয়োদশ অধিবেশন: পুনরালোচনা, সময়:০৯.০০-০৯.৩০ ৩০ মিনিট)			
প্রশিক্ষণার্থীদের উজ্জীবিত করা, আগের দিনের আলোচনার পুনরালোচনা	লানিং জার্নাল	ভিপ কার্ড, মার্কার, ভিপ পিন, ভিপবোর্ড	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-৯৮-৯৯
চতুর্দশ অধিবেশন: অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরি, সময়:০৯.৩০-১১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম নিয়ে আলোচনা, ফরম পূরণ অনুশীলন ও প্রতিবেদন তৈরি অনুশীলন	ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম (ফরম-১৭), স্লাইড/ফ্লিপচার্ট,মার্কার, বোর্ড/ ফ্লিপশীট	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০০
সকালের চা বিরতি সময়: ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
চতুর্দশ অধিবেশন (চলমান): অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন তৈরিসময়:১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)			
ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম নিয়ে আলোচনা, ফরম পূরণ ও প্রতিবেদন তৈরি অনুশীলন	ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ফরম (ফরম-১৭), স্লাইড/ফ্লিপচার্ট,মার্কার, বোর্ড	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০০
মডিউল ৪: গ্রাম আদালতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা, দায়-দায়িত্ব ও গ্রাম আদালতকে টেকসই করার কৌশল			
পঞ্চদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালত কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য, সচিব ও গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব, সময়:১১.৩০-১২.১৫ (৪৫ মিনিট)			
▪ গ্রাম আদালত পরিচালনায় ইউনিয়ন পরিষদচেয়ারম্যান, সদস্য, সচিবও গ্রাম পুলিশদের দায়-দায়িত্ব	ব্রেইনস্টর্মিং,ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	পোষ্টার পেপার ফ্লিপশীট/বোর্ড স্লাইড/ফ্লিপচাট মার্কার, মাসকিং টেপ	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০২-১০৪
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
ষোড়শ অধিবেশন: গ্রাম আদালতের বিচারক প্যানেলের জন্য বিচারিক মূল্যবোধসময়:০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
মূল্যবোধ,বিচারিক মূল্যবোধ ও বিচারকদের আচরণবিধি, গ্রাম আদালতের বিচারকদের কাছে জনসাধারণের প্রত্যাশা	উপস্থাপনা-আলোচনা ব্রেইনস্টর্মিং, বাজগ্রুপ, প্রশ্নোত্তর, বড় দলে আলোচনা	পোষ্টার পেপার, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ ফ্লিপশীট,মাল্টিমিডিয়া	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০৫-১০৭
বিকেলের চা বিরতি সময়: ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
সপ্তদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালতে নারীর অংশগ্রহণ ও মানবাধিকার, সময়:০৩.৩০-০৪.১৫ (৪৫ মিনিট)			
গ্রাম আদালত পরিচালনায় কিভাবে নারীদের আরও বেশি করে সম্পৃক্ত করা যায়? শুনানী কিভাবে আরও নারী বান্ধব করা যায়? মানবাধিকার ও গ্রাম আদালত	ব্রেইনষ্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর, বাজ দল, বড় দলে আলোচনা	পোষ্টার পেপার, মাসকিং টেপ, বোর্ড/ ফ্লিপশীট, মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১০৮-১০৯
অষ্টাদশ অধিবেশন: গ্রাম আদালতকে কার্যকরী করতে অংশীজনদের সম্পৃক্ততা ০৩.৩০-০৪.০০ (৩০ মিনিট)			
▪ গ্রাম আদালত কার্যকর করতেপুলিশ প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা পর্যায়ের আদালত সমূহের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যকর করতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা ও গুরুত্ব, গ্রাম আদালত কার্যক্রমের ফলো-আপ কৌশল	ব্রেইনষ্টর্মিং, ছোট দলে আলোচনা ও প্লেনারী	পোষ্টার পেপার, মার্কার, বোর্ড/ ফ্লিপশীট, মাসকিং টেপ	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১১০-১১১
উনিশতম অধিবেশন: কোর্স রিভিউ, সময়:০৪.১৫-০৫.০০ (৪৫ মিনিট)			
• কোর্স রিভিউ,প্রশিক্ষনোত্তর মূল্যায়ন, কোর্স মূল্যায়ন ও সমাপনী অনুষ্ঠান	ফিস বৌল, বড় দলে আলোচনা	পোস্ট টেস্টের প্রশ্নপত্র , কোর্স মূল্যায়ন ফরম	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১১২

কোর্স আউটলাইন

গ্রাম আদালত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

সময়: ১ (এক) দিন

যাদের জন্য উপযোগী: গ্রাম পুলিশদের জন্য

প্রারম্ভিক আলোচনা, সময়:০৯.৩০-১০.৩০ (১ ঘন্টা)			
বিষয়	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**	**নির্দেশনা**
রেজিস্ট্রেশন, উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য, পরিচয় পর্ব, প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণ নিয়মনীতি, প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য	বড় দলে আলোচনা ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা প্রশ্নোত্তর	প্রশিক্ষণার্থী তালিকা, ফ্লিপশীট/বোর্ড, ভিপ কার্ড, স্লাইড/ফ্লিপচার্ট মার্কার, নেম কার্ড	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-১৮-২১
মৌলিক ধারণা:সমঝোতামূলক বিচার, সময়: ১০.৩০-১১.০০ (৩০ মিনিট)			
আইন, বিধিমালা, বিচার, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (এডিআর), সালিসি, গ্রাম আদালত	বড় দলে আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন-আলোচনা	ফ্লিপ চার্ট/স্লাইড, বোর্ড/ফ্লিপশীট মার্কার	ম্যানুয়েলের পৃষ্ঠা নম্বর-২৫-৩০
সকালের চা বিরতি সময়: ১১.০০-১১.৩০ (৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার, ক্ষমতা, বিচারযোগ্য মামলা ও সমন জারী, সময়: ১১.৩০-০১.০০ (১ ঘন্টা ৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতের এখতিয়ার (ধারা-৬), গ্রাম আদালতের ক্ষমতা (ধারা-৭), গ্রাম আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলা, গ্রাম আদালত গঠনের আবেদন (ধারা-৪), সমন জারীর পদ্ধতি (বিধি-৮)	ব্রেইনস্টর্মিং, প্রশ্নোত্তর উপস্থাপন-আলোচনা	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, ফ্লিপশীট/বোর্ড মার্কার	
দুপুরের খাবার বিরতি সময়: ০১.০০-০২.০০ (১ঘন্টা)			
গ্রাম আদালত গঠন ও গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, সময়: ০২.০০-০৩.০০ (১ ঘন্টা)			
গ্রাম আদালত গঠন (ধারা-৫), সাক্ষীকে সমন দেওয়া (ধারা-১০), গ্রাম আদালতের অধিবেশন (বিধি-১২), প্রাক বিচার (ধারা-৬খ), সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়া ও আপীল (ধারা-৮)	ব্রেইনস্টর্মিং, উপস্থাপন-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা	ফ্লিপ চার্ট/ স্লাইড মার্কার পেন হোয়াইট বোর্ড, ফ্লিপশীট	
বিকেলের চা বিরতি ০৩.০০-০৩.৩০ (৩০ মিনিট)			
গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ, ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা আদায়, সময়: ০৩.৩০-০৪.৩০ (১ ঘন্টা)			
সিদ্ধান্ত কার্যকরকরণ (ধারা-৯), ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান (বিধি-২২), জরিমানা ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায়ের পদ্ধতি (বিধি-৩৪),মিথ্যা মামলা দায়েরের জরিমানা(ধারা-৯ক ও বিধি-৩৫), গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা (ধারা-১১), গ্রাম আদালতের বিচার প্রক্রিয়া, গ্রাম আদালতের ওপর নির্মিত শিখন ভিডিও প্রদর্শন, পুরো কোর্সের রিভিউ	ব্রেইনষ্টর্মিং, উপস্থাপনা-আলোচনা, প্রশ্নোত্তর বড় দলে আলোচনা ভিডিও প্রদর্শন ফিস বৌল এক্সারসাইজ	স্লাইড/ফ্লিপচার্ট, মার্কার, বোর্ড/ফ্লিপশীট মাল্টিমিডিয়া	

TRAINING MANUAL ON VILLAGE COURTS

সহায়তা

European Union

Empowered lives.
Resilient nations.

জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশে গ্রাম আদালত সক্রিয়করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প